দেইনেকো

সোভিয়েত ইউনিয়নে লোকশিক্ষা

(তথ্য ও হিসাব)

পরিবেশক ঃ
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭৩

স্বত্বাধিকারী :
অভিযান গোষ্ঠীর পক্ষে সচিব,
বিদ্যানন্দ চৌধুরী,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

প্রকাশকাল :
৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৮

প্রকাশক :
শ্যামল চক্রবর্তী

মুদ্রণ :
ইন্দ্রনাথ দাশ
কো - আপারেটিভ প্রেস,
১০৫ জি, টি, রোড, বর্ধমান

সূচীপত্র

ভূমিকা

পনেরটি স্বাধীন সমানাধিকারবিশিষ্ট সার্বভৌম জাতীয় ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের স্বেচ্ছাপ্রসূত সম্মিলনেব ভিত্তিতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সঙ্ঘটি গঠিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের আয়তন ২ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২০ কোটিরও বেশী। সোভিয়েত ইউনিয়ন ষাটটি বিভিন্ন জাতি, জাতীয দল এবং অধিজাতিকে নিয়ে গঠিত।

সমগ্র রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘে রাশিয়াব অগণিত জাতির সমবায়নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক পথে বিকাশ সম্ভব হয়েছিল ১৯১৭ সালের মহান সমাজতন্ত্রী অক্টোবর বিপ্লবের জয়লাভে এবং জাতীয় নীতির সাফল্যের ফলেই। এই জাতীয় নীতির রূপ দিয়েছেন ভ. ই. লেনিন।

বিপ্লবপূর্ববর্তী রাশিয়ায জনসাধারণেব শিক্ষার সুযোগ ছিল না। প্রায় তিন চতুর্থাংশ লোক ছিল নিরক্ষর। পাঁচভাগেব চারভাগ বালকবালিকা এবং কিশোরবয়স্ক ছেলেমেযে ইস্কুলে যেত না। ১৯১৪ সালে হাজার পিছু ৫৮ জন মাত্র কোন না কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার সুযোগ পেত।

অক্টোবর বিপ্লবেব আগে সারা রাশিয়ায় শিক্ষার ক্রমিক মানানুসারে বিভক্ত সাধারণ বিদ্যালয় একটিও ছিল না। ত্রিশ কি তার চেয়ে বেশী বিভিন্ন জাতের বিদ্যালয় ছিল সতেরটি বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে।

সামাজিক শ্রেণী বিভাগ ছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি। অভিজাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা পড়ত সামরিক ইস্কুলে বা আইন ইস্কুলে, অভিজাত শ্রেণীর মেয়েদের বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য বেতনভোগী শিক্ষা সংস্থায়। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ গিমনাজিয়া নামে মাত্র সর্বসাধারণের

জন্য অবারিত থাকলেও, আসলে বেশির ভাগ ছাত্রই ছিল অভিজাত শ্রেণীর। বুর্জোয়াদের ছেলেমেয়েদেব জন্য ব্যবসা ও কারিগরি শিক্ষায়তন ছিল। যাজকসম্প্রদায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিত ধর্মসেমিনারিতে বা ধর্মসম্বন্ধীয় এবং যাজকপল্লীর বিদ্যালয়ে।

মজুর, কৃষক আর কারিগররা তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাত নানা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। যদিও বিপ্লবপূর্ববর্তী রাশিয়ার তিনচতুর্থাংশ লোকই ছিল কৃষক তবু বিদ্যালযের ছাত্রদলের মধ্যে কৃষক থাকত শতকরা পনের জন মাত্র।

পূর্বেকার রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অনেক জাতির না ছিল কোন ইস্কুল না কোনও শিক্ষা ব্যবস্থা।

বিদ্যালয়ের জটিল শিক্ষাব্যবস্থা এবং বহুসংখ্যক সাধারণ ইস্কুলে সীমাবদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষা, তদুপরি বেতনের অপেক্ষাকৃত উচ্চ হার সাধাবণ মজুরশ্রেণীর ছেলেমেয়েব পক্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করা প্রায় অসম্ভব করে তুলেছিল।

মহান অক্টোবব বিপ্লবের ফলেই শিক্ষা সাধারণেব পক্ষে সহজ লভ্য হয়ে ওঠে।

নিখিল রুশ তৃতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে ১৯১৮ সালের জানুযারী মাসে ভ.ই. লেনিন বলেন: ‘শিক্ষার নামে মানুষ যে বেড়া সৃষ্টি করেছে, মজুরদের উন্নতির পথে এটি একটি বাধা, এ বেড়া ভেঙ্গে ফেলতে হবে।’ বিপ্লব জয়যুক্ত হবাব পর সোভিযেত সরকার এই বেড়া ভেঙ্গে শিক্ষাকে সার্বজনীন করবার চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেননি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সোভিয়েত সরকার লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট প্রগতি সাধনে সক্ষম হয়েছেন।

বংশানুক্রমে রাশিয়ায় যে ভীষণ নিরক্ষরতার গুরু ভার ছিল আজ তা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। ৪৮টি অধিজাতি তাদের ইতিহাসে এই প্রথম লিখিত ভাষার সৃষ্টি করে।

সারা দেশে এখন প্রবর্তিত হয়েছে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা। সহর এবং গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচারের অনুকল পরিবেশ স্থষ্টির কাজ চলেছে। বিদ্যালয়গুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৫৯টি ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে পলিটেকনিকাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হয়েছে।

বিপ্লবের আগের তুলনায় উচ্চ ও মাধ্যমিক বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিতে ছাত্রসংখ্যা বাইশ গুণেবও বেশি বেড়ে গেছে। কোন না কোন প্রকারের শিক্ষা লাভ করছে এমন ছাত্রসংখ্যা এখন ৫ কোটি ৪ লক্ষে দাঁড়িয়েছে।

অগণিত জনগণের বুদ্ধিজীবী নতুন একটি সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ৬৩ লক্ষেরও বেশী বিশেষজ্ঞ এখন নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানে, নির্মাণ, পরিবাহন ও কৃষি বিভাগে এবং অন্যান্য অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বিভাগে কর্মরত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলিব সাংস্কৃতিক মান অবিরত বেড়ে উঠছে। এদেশের যে অংশটুকু মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত, সেখানে বিপ্লবের আগে একটিও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখন কেবলমাত্র সেখানেই ৮৪টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৪১০টি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে।

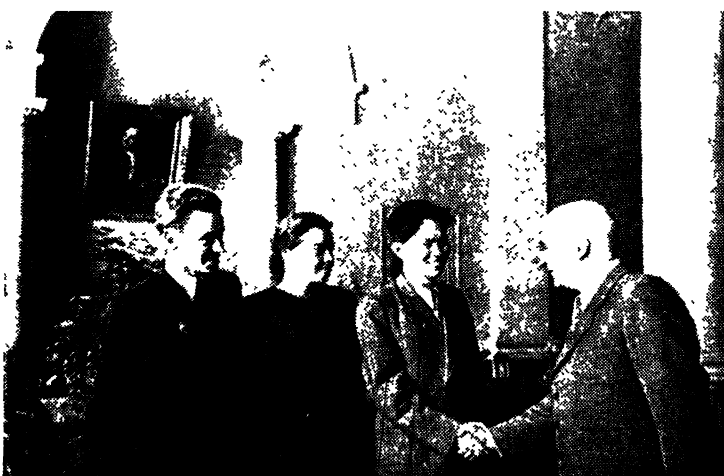
সোভিয়েত শাসনের চল্লিশ বছর পুরো হওয়ার মধ্যে সোভিয়েত শিক্ষা ব্যবস্থা যে ভাবে গড়ে উঠেছে তার পরিচয় এ বইয়ে আপনারা পাবেন। ব্যবহারিক কাজের জন্যে তরুণতরুণীদের শিক্ষার উন্নতিসাধন ও দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অগ্রগতির সূচনা করা হয়েছে তার কথা সর্বশেষ অধ্যায়ে পাবেন।

১ সোভিয়েত ইউনিয়নে লোকশিক্ষা সংগঠনপ্রণালী

(ক) লোকশিক্ষা পদ্ধতি

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষার আদর্শ হল মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন এবং কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের উপযোগী সচেতন ও সক্রিয় কর্মী তৈরী করা।

সোভিয়েত সংবিধানের ১২১ নং ধারা অনুসারে নাগরিকদের শিক্ষার অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, এবং নানা রাষ্ট্রীয় বিধান অনুসারে ইস্কুলে যাবার উপযুক্ত বয়সের শিশুদের জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যাপকভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি, বিনা বেতনে সর্বপ্রকার, অর্থাৎ মাধ্যমিক বা উচ্চ শিক্ষায়তনে পড়ার অধিকার, বিদ্যায়তনের যারা সাধারণভাবে পড়াশুনোয় ভালো এমন



মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ই. পেত্রভ্স্কি পাশ করে বেরিয়ে যাওয়া ছাত্রদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

ছাত্রছাত্রীকে রাষ্ট্রীয় বৃত্তি দেওয়া, নানা কলকারখানায়, রাষ্ট্রীয় এবং যৌথখামারে, মেশিন এবং ট্রাক্টর স্টেশনে বিনা বেতনে বৃত্তিমূলক, টেকনিকাল এবং কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকশিক্ষা পদ্ধতি বলতে বোঝায় প্রাক-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান, সাধারণ বিদ্যালয়, শিশুদের জন্য বিদ্যালয়-বহির্ভূত সংস্থা, বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়, বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক, উচ্চ সাধারণ ও পত্রাদি মারফৎ শিক্ষা, এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নানা রকম সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান।

প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় তিন থেকে সাত বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের নেওয়া হয়। শিশুদের শীত এবং গ্রীষ্মের খেলার মাঠে অথবা কিণ্ডারগার্টেনে এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। কিণ্ডারগার্টেনে শিশুদের রেখে মায়েরা কাজে যেতে পারে এবং জাতীয় উৎপাদনে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

কিণ্ডারগার্টেন এবং শিশুদের খেলার মাঠগুলি সংগঠিত হয় লোকশিক্ষা বিভাগ, শিল্প প্রতিষ্ঠান, যৌথখামার, সমবায় সংসদ এবং নানা সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে। সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন ব্যক্তিগত কিণ্ডারগার্টেন বা খেলার মাঠ নেই।

সাধারণ বিদ্যালয়গুলিই হল লোকশিক্ষা পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তিন ধরনের সাধারণ বিদ্যালয় আছে: চার বছরের প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাত বছরের অসমাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং দশ বছরের পূর্ণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

প্রাথমিক এবং সাত-সালা বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রেডের অনুরূপ। সেই কারণেই প্রাথমিক, সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি মিলে একটি সাধারণ ক্রমিক মান সম্বলিত

শিক্ষাপদ্ধতি গঠিত হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে সাত বছর বয়স্ক ছেলেমেয়ে নেওয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। রাষ্ট্রের পরিচালনায় সকল বিদ্যালয়ে একই পাঠ্যক্রম চালু করা যায়, লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারা বজায় থাকে, সেগুলো ঠিক ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগান দেওয়া হয়ে থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি শিক্ষায়তনে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করা যায়। বেতন দেওয়ার প্রথা কয়েক ধরনের বিদ্যালয়ে সেদিনও ছিল, অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসে ও বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে; ১৯৫৬—৫৭ শিক্ষাপর্বে সেই প্রথাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত নাগরিক শিক্ষার নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তরে যে কোন শিক্ষায়তনে ইচ্ছানুযায়ী ভর্তি হতে পারে। সারা দেশে পাঠ্যক্রম এক। জাতীয় প্রজাতন্ত্রের বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর সম্পূর্ণ সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। সব বিদ্যালয়গুলিতেই সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত সরকার ঠিক করেন যে নতুন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—বোর্ডিং ইস্কুল—খুলতে হবে ১৯৫৬—৫৭ শিক্ষাপর্বের গোড়ার দিক থেকে। এই সিদ্ধান্তের ফলে শিশুদের শিক্ষাপ্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

অন্যান্য দেশের মতই সোভিয়েত ইউনিয়নেও কলকারখানা বা অপিসে চাকুরে অনেক বাপ-মায়ের পক্ষে সন্তানদের প্রতি দৃষ্টি নিয়মিতভাবে দেবার সময় থাকে না। তার ওপর ১৯৪১—৪৫এর যুদ্ধের পর বহু বিধবা মহিলার উপর সন্তান পালনের দায়িত্ব এসে পড়েছে। বোর্ডিং ইস্কুলগুলিতে

অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতীর সাহায্যে বাপ-মায়ের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তোলা সম্ভব হয়।

এই সব ইস্কুলগুলিতে কেবলমাত্র বাপ-মায়ের ইচ্ছানুসারে ছাত্রছাত্রী নেওয়া হয়। ছুটির দিনে, একটানা দীর্ঘ ছুটিতে অথবা ইস্কুলের পরে বাপ-মা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

স্বল্প আয় বিশিষ্ট বা বৃহৎ পরিবারের শিশুদের বোর্ডিং ইস্কুলে নেওয়া হয় এবং সরকার তাদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন। যাঁরা বেশি আয় করেন তাঁরা এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিতে সন্তানদের পড়ার খরচের কিছুটা অংশ বহন করেন, আবার সময় সময় বাপ-মাকে সন্তানের শিক্ষার সম্পূর্ণ খরচই বহন করতে হয়।

সাধারণ বিদ্যালয়গুলির মধ্যেই মানসিক অথবা শারীরিকভাবে অসুস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় আছে। এই সব বিদ্যালয়ে অন্ধ, বোবাকালা অথবা মানসিক বাধাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি বৃত্তির চর্চা করানো হয়।

অন্ধদের শিক্ষাকাল সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকালের চেয়ে এক বছর বেশী। পাশ করে বেরিয়ে যাবার পর অন্ধ ছাত্ররা বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগ দিতে পাবে।

মূকবাধিরদের জন্য ৯ বছরের পাঠ্যক্রম সাধারণ সাত-সালা শিক্ষারই সমান।

মানসিক বাধাগ্রস্ত ছেলেমেয়েদের সাহায্যকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল সাত বছর। এদের পাঠ্যক্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত।

এই সব বিদ্যালয়গুলিতে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়, বিশেষ ধরনের পাঠ্যপুস্তক, সাহায্য করার জন্য যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয়। এই শাখায় পড়ানোর জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞরা থাকে।

১৯৪৩—৪৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে তরুণ শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য

নতুন ধরনের সাধারণ বিদ্যালয় খোলা হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানে অথবা কৃষিকাজ করার সময়ও যাতে অল্প বয়সীরা পড়া চালিয়ে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা এ সব বিদ্যালয়ে আছে।

কোন কারণে পূর্ণ সাধারণ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকরা এখন চাকরি করতে করতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মাধ্যমিক ও সাত-সালা পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ বিদ্যালয় বা সান্ধ্য বিদ্যালয়ে পড়তে পারে।

ছোটদের নানা বিষয়ে উৎসাহ এবং সৃষ্টি ক্ষমতা বাড়াবার জন্য বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিক্ষায়তন স্থাপন করা হয়েছে। পাইওনিয়রদের প্রাসাদ ও বাড়ী, ছোটদের নাট্যশালা আর সিনেমা হাউস, গ্রন্থাগার, পড়ার ঘর, ক্লাব, তরুণ প্রকৃতিবিজ্ঞানী আর শিল্পজ্ঞানীর স্টেশন, ক্ষুদে ভ্রমণকারীর আড্ডা, মজার পার্ক, শিশু রেলপথ—সবকিছুই বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিক্ষায়তনের অন্তর্ভুক্ত।

অনাথশিশুদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের—শিশুসদনের—ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুসদনের অনাথ ছেলেমেয়েরাও সাধারণ বিদ্যালয়ে সকলের সঙ্গে সমান সর্তে শিক্ষা পায়।

সাত-সালা সাধারণ বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্ররা মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে (শিল্প বিষয়ক বা চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি) যোগ দিতে পারে। সেখানে শিক্ষাকাল চার বছর। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মাঝারি বিশেষজ্ঞ তৈরী করে, জাতীয় অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নানা শাখায় কাজ করার জন্য তিন বছর নিজ নিজ বিষয়ে কাজ করার পর এরা বিশেষ উচ্চ শিক্ষায়তনে ভর্তি হতে পারে।

ট্রেড ইস্কুল, রেলওয়ে ইস্কুল, কৃষি যন্ত্রিকরণ বিদ্যালয়, লেবার রিজার্ভসের কেন্দ্রীয় পরিচালনার শ্রমশিল্প ট্রেনিং ইস্কুল এবং নানা মন্ত্রকের বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়েও অল্পবয়সী ছাত্রদের সাত-সালা বিদ্যালয়ের ভিত্তিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সব ট্রেনিং শিক্ষায়তনের শিক্ষাকাল

৬ মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত। শিল্প, যানবাহন, নির্মাণ, যোগাযোগ ও কৃষিকাজের জন্য এই সব প্রতিষ্ঠান নিপুণ মজুর তৈরী করে দেয়। এই বিদ্যালয়গুলির পাশ-করা ছাত্ররা কাজ করতে করতে তরুণ শ্রমিক ও কৃষকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়া চালিয়ে যেতে পারে।

সাধারণ বিদ্যালয়ের পাশ-করা ছাত্ররা সবরকম উচ্চতর শিক্ষায়তনে যথা, উচ্চ বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, আকাদেমীতে ভর্তি হতে পারে। এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাকাল চার থেকে ছয় বছর পর্যন্ত। কিম্বা মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক শিক্ষায়তনে যোগ দিতে পারে, যেখানে শিক্ষাকাল অপেক্ষাকৃত কম।

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকা এবং বিজ্ঞানকর্মীদের তৈরী করার জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভবনে স্নাতকোত্তর পাঠ্যধারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তির পর যে কেবল উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবার পথটিই খোলা থাকে তা নয়। ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে এক ধরনের শিক্ষায়তন খোলা হয়েছে—টেকনিকাল ইস্কুল। এই ইস্কুলের শিক্ষাকাল ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত। এই প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশ-করা ছাত্রদের ভর্তি করা হয় এবং অতিনিপুণ মজুর এবং যে কাজে উচ্চতম সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন হয় সেই কাজের জন্য জুনিয়র টেকনিকাল পারসনেল অর্থাৎ নিম্নতর শিল্পকর্মীদের শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশ-করা ছাত্ররা অতি নিপুণ কারিগরী বিদ্যা অর্জন করতে পারে বিশেষ বৃত্তিমূলক টেকনিকাল বিদ্যালয়ে পড়ে এবং সংক্ষিপ্ত পাঠ্যধারা অধ্যয়ন করে ও ব্যক্তিগত কিম্বা দলগতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরাসরি শিক্ষা লাভ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে লোকশিক্ষার ব্যবস্থার অবিচ্ছিন্ন অংশ হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ বিদ্যালয় এবং সান্ধ্য বিদ্যালয়।

যারা কলকারখানা, যৌথখামার, রাষ্ট্রীয় খামার, অফিসে কাজ করে তাদের এই প্রতিষ্ঠানে কাজ না ছেড়েই বিশেষ ধরনের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করার অধিকার আছে।

(খ) লোকশিক্ষা পরিদর্শন

সোভিয়েত ইউনিয়নের যে সব আইনের সাহায্যে বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আকৃতি, প্রকৃতি, পাঠ্যক্রম, শিক্ষার মূলনীতি, স্নাতকদের অধিকার ইত্যাদি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে সে সব আইন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে তৈরী হয়।

প্রত্যেকটি লোকশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিদর্শন করেন বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রক, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রী পরিষদের অধীনে লেবার রিজার্ভসের কেন্দ্রীয় পরিচালনা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক।

কিণ্ডারগার্টেন, শিশুদের খেলার মাঠ, সাধারণ বিদ্যালয় ও নানা শিশু শিক্ষামলক প্রতিষ্ঠান, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষণবিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে। প্রত্যেকটি বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে স্বাধীন শিক্ষা মন্ত্রক থাকার ফলে লোকশিক্ষা পরিদর্শন স্থানীয় জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক বিকাশ অধিক কার্যকরী করা সম্ভব হয়।

স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র, জাতীয় এলাকা, প্রদেশ, সহর ও অঞ্চলগুলিতে স্থানীয় লোকশিক্ষা সংস্থা দ্বারা সরাসরি লোকশিক্ষা পরিদর্শনকার্য পরিচালিত হয়। স্থানীয় লোকশিক্ষা সংস্থা বলতে বোঝায় স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির শিক্ষা মন্ত্রক, এলাকার, প্রদেশের, সহরের ও আঞ্চলিক লোকশিক্ষা বিভাগ।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির শিক্ষা মন্ত্রক ও তাদের স্থানীয় বিভাগের অধীনে আছে লোকশিক্ষা উন্নতির পরিকল্পনা গঠন, কিণ্ডারগার্টেন, বিদ্যালয়

এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রসংখ্যা নির্ধারণ, বাজেট স্থিরিকরণ, শিক্ষক ও পরিদর্শকের পরীক্ষা গ্রহণ ও নিয়োগ, পরিদর্শন, কাজের ফলাফল এবং অবস্থা বিশ্লেষণ ও বিচার, দোষত্রুটি সংশোধন এবং প্রগতিশীল শিক্ষণপদ্ধতি প্রচলন।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির শিক্ষা মন্ত্রক পূর্ণ পাঠ্যক্রম গঠন করে, লোকশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা, চর্চা ও সংগঠন বিধি নির্দেশ করে, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষা সহায়ক জিনিস অনুমোদন করে।

লোকশিক্ষা পরিদর্শন করা হয় একক ব্যক্তি দায়িত্বের ভিত্তিতে। শিক্ষা মন্ত্রীরা, লোকশিক্ষা বিভাগের পরিচালকরা নিজ নিজ প্রজাতন্ত্রে, এলাকায়, প্রদেশে, সহরে বা অঞ্চলে লোকশিক্ষার শুভাশুভের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন। সব ব্যাপাবে তাঁরা স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেই সিদ্ধান্ত ঠিকভাবে কার্যে পরিণত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন।

লোকশিক্ষা পরিদর্শনে একক দায়িত্ব কলেজিয়েট প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিবেচনাধীন সব সমস্যার সমাধান করে থাকে। এই উদ্দেশে শিক্ষা মন্ত্রকে বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডের সভাপতি হন মন্ত্রী। বোর্ডটি প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী পরিষদের দ্বারা অনুমোদিত। বোর্ড পরামর্শ দেওয়ার কাজ করে থাকে। এই বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ শিক্ষা মন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষ।

স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে একজনের পরিদর্শন দায়িত্ব এবং কলেজিয়েট প্রচেষ্টা মিলিত হয় লোকশিক্ষা সংসদ গঠন দ্বারা। এই সংসদের সভাপতি হন বিভিন্ন এলাকা, প্রদেশ, সহর এবং অঞ্চলের লোকশিক্ষা বিভাগের পরিচালক। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রক স্থানীয় লোকশিক্ষা সংঘ এবং প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন পরিচালনা ও বিভাগের মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ, রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রকে নিম্নলিখিত বিভাগ আছে: বিদ্যালয়ের বিভাগ যেখানে শিক্ষাপদ্ধতি, প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা, অরুশীয় বিদ্যালয় ইত্যাদির উপবিভাগ; প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা, শিশুসদন

ও বোর্ডিং ইস্কুল, উচ্চ এবং মাধ্যমিক শিক্ষণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের বিভাগ যেখানে সংগঠন, পদ্ধতি, পত্রাদি মারফৎ শিক্ষা ইত্যাদির উপবিভাগ আছে। (এই শেষোক্ত বিভাগের একটি বিজ্ঞান সভার হাতে আছে কর্মপদ্ধতি এবং শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ভার।) শিক্ষক ও পরিদর্শকের নিয়োগ, যাবতীয় পরিকল্পনা ও অর্থসম্বন্ধীয় পরিচালনা, বাড়ীঘর নির্মাণ ও অন্যান্য কোন কোন বিভাগ এবং উপবিভাগ আছে।

রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রক প্রশাসনের মধ্যে পড়ে বিদ্যালয়ের যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পরিচালনা, জোগান দেওয়ার কেন্দ্রীয় পরিচালনা, শিক্ষণবিজ্ঞান প্রকাশালয়, রাষ্ট্রীয় শিশু সাহিত্য প্রকাশালয়, শিক্ষাপদ্ধতি নির্ণয় পরিষদ, খেলনার জন্য সুকুমার শিল্প ও শ্রমশিল্প বিষয়ক পরিষদ।

লোকশিক্ষা পরিদর্শকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তন, প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা এবং শিশুসদন পদ্ধতি বিষয়ক কেন্দ্রীয় অফিসগুলি এবং তরুণ প্রকৃতিবিজ্ঞানী আর শিল্পজ্ঞানী প্রভৃতির কেন্দ্রীয় স্টেশনগুলি রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রকের কর্তৃত্বাধীন।

অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রকের গঠন রীতিও মোটের উপর অনুরূপ।

রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি বার করা হয়: 'লোকশিক্ষা', 'প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা', 'শিশুসদন', 'প্রাথমিক বিদ্যালয়', 'পলিটেকনিকাল শিক্ষা'। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে কী পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আরও ৯টি পত্রিকা।

ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রক এবং অন্যান্য সব লোকশিক্ষা বিভাগগুলি ইন্স্পেক্টর নিয়োগ করে থাকে। ইন্স্পেক্টররা বিদ্যালয়, কিণ্ডারগার্টেন এবং অন্যান্য শিক্ষায়তন ও শিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা ও চর্চার উৎকর্ষ বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম। ইন্স্পেক্টররা বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অধ্যক্ষদের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে সাহায্য করে, শিক্ষণবিজ্ঞানের অবদানের সারগর্ভ অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁদের, শিক্ষণবিজ্ঞান

সংক্রান্ত সারগর্ভ অভিজ্ঞতাগুলিকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন। শিক্ষক হিসাবে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, যাঁরা উচ্চ শিক্ষণবিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত আর যাঁদের শিক্ষাকার্যে বহুবছরের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁদেরই ইন্স্‌পেক্টরের পদ দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থা স্থির করেন; কর্মপদ্ধতি নির্ধাবণের ভারপ্রাপ্ত যিনি তিনি প্রধান সহকারীর পদ লাভ করেন।

অধ্যক্ষের প্রধান কাজ হল শিক্ষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, বিদ্যালয়ের সব বিভাগের কাজ স্বাভাবিকভাবে পরিচালন করা, নিয়মিত ও ব্যাপক ভাবে ছাত্র এবং শিক্ষকদের কাজ বিশ্লেষণ ও বিচার এবং শিক্ষণবিজ্ঞানের উন্নততর অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের বিস্তার করা।

অন্ততঃ তিন বছরের অভিজ্ঞতা আছে, শিক্ষণবিজ্ঞানে উন্নততর এমন কাউকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের ভিতর থেকে বাছাই করে অধ্যক্ষের পদ দেওয়া হয়।

অধ্যক্ষের কাজে সহায়তা করে নানা জনসঙ্ঘ ও অভিভাবক সমিতি। শেষোক্ত সমিতি সার্বজনীন শিশুশিক্ষা প্রচলন, বিদ্যালয়-বহির্ভূত কাজের চালনা, অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচার, বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধার উন্নতি প্রভৃতি নানা দিক থেকে অধ্যক্ষকে সাহায্য করে থাকে।

শিক্ষণপ্রণালী ও শিক্ষা বিষয়ক নানা সমস্যা আলোচনার জন্য শিক্ষণবিজ্ঞান বিশারদদের বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডের সভ্য হন বিদ্যালয়ের সব শিক্ষক, সিনিয়র পাইওনিয়র নেতা, গ্রন্থাগারিক, বিদ্যালয়ের চিকিৎসক এবং অভিভাবক সমিতির সভাপতি। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এই বোর্ডের সভাপতির কাজ করেন। শিক্ষণবিজ্ঞান বিশারদদের বোর্ডে গৃহীত প্রস্তাব অধ্যক্ষের অনুমোদনের পর কার্যকরী হয়।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিত শিক্ষামূলক কাজ সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য অধ্যক্ষ প্রতি শ্রেণীর জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ভিতর থেকে শ্রেণী পরিদর্শক নিয়োগ করেন। এই শ্রেণী পরিদর্শকের মূল উদ্দেশ্য

হল ছাত্রদের মধ্যে সহৃদয় বন্ধুভাবের সৃষ্টি করে একটি কার্যক্ষম দল গড়ে তোলা। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষই শ্রেণী পরিদর্শকদের কাজের নির্দেশ দেন।

শিক্ষণপদ্ধতি নির্ধারণের জন্য অধ্যক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে পদ্ধতিদল, এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দিয়ে একটি বা কয়েকটি বিষয়ের পদ্ধতিকমিশন গঠন করেন। সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের উপর এই কমিশনের নেতৃত্ব ন্যস্ত থাকে। পদ্ধতি নির্ধারণের কাজ নানা ভাবে হয়ে থাকে, যেমন: ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষণ-বিজ্ঞান বিষয়ে সাহিত্য পাঠ, ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে আলোচনা, সেমিনার ও ব্যবহারিক শিক্ষা, পড়ানোর ধরনের বিচার, শিক্ষণপদ্ধতি এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সম্বলিত রিপোর্টের আলোচনা ইত্যাদি। এই সব কাজের তদারক করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও তাঁর সহকারী।

সিনিয়র পাইওনিয়র নেতা, বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং বিদ্যালয়ের চিকিৎসক সরাসরিভাবে অধ্যক্ষের কাছে দায়ী থাকেন।

অন্যান্য শিশু শিক্ষণ-কেন্দ্র বা শিক্ষায়তনের পরিদর্শকের কাজ এবং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাজের মধ্যে নানা দিক থেকে মিল আছে, যেমন, শিক্ষা বা প্রশাসন সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ কিণ্ডারগার্টেনের পরিচালক করে থাকেন (ইনি সাধারণত উচ্চ বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত)। প্রশাসন রীতি আরও ভালো করার জন্য পরিচালক শিক্ষা বিষয়ে সভার আয়োজন করেন, অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেন, অভিভাবকদের কিণ্ডারগার্টেনের কাজের মধ্যে টেনে আনেন, স্থানীয় সরকারী এবং নানা লোকপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশেষ সংযোগ রক্ষা করে চলেন।

শিশুসদন এবং বিদ্যালয়-বহির্ভূত সংস্থার অধিকর্তারা, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের মতই শিশুদের সমগ্র শিক্ষণ রীতি এবং শিক্ষার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন। লোকপ্রতিষ্ঠানগুলি তাঁদের সাহায্য করে। এই সব প্রতিষ্ঠান শিশুসদনের ক্ষেত্রে ট্রাস্টী পরিষদ আর বিদ্যালয়-বহির্ভূত সংস্থার ক্ষেত্রে সাহায্য-পরিষদ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকশিক্ষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষা সমস্যা আলোচনায় সোভিয়েত নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, এবং বিদ্যালয়, কিণ্ডারগার্টেন ও বিদ্যালয়-বহির্ভূত সংস্থাগুলিকে জনসাধারণের সাহায্য। শিক্ষাপর্বে প্রতি বছরে বিভিন্ন লোকশিক্ষা কর্মী এবং কৃষি ও শিল্প বিভাগের প্রতিনিধিদলের মধ্যে সব প্রদেশে, এলাকায়, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে এবং সবকটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে একটি করে সম্মেলন হয়। সম্মেলনে বিদ্যালয়ের পলিটেকনিকাল শিক্ষণ সমস্যা এবং বিদ্যালয় বিষয়ক কাজের উন্নতি আলোচিত হয়। কলকারখানা, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামার ছাত্রদের জন্য উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা এবং ছাত্রদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা করায় ব্যাপকভাবে সাহায্য করে।

অভিভাবকদের জন্য বিদ্যালয়ে লেকটোরিয়াম, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং দপ্তরগুলিতে শিশুদের সার্বজনীন শিক্ষার কমিশন গঠন করা হয়; গৃহকর্ম পরিচালনে অভিভাবক সমিতি, পলিটেকনিকাল শিক্ষণের উন্নতির জন্য সাহায্য পরিষদ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সোভিয়েত ইউনিয়নে স্থাপন করা হয়েছে।

লোকশিক্ষার নানা সমস্যা ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথখামারের সভাতে এবং স্থানীয় সোভিয়েতের অধীনস্থ লোকশিক্ষা কমিশনে আলোচিত হয়। বেতার এবং শিশুশিক্ষা বিষয়ক সংবাদপত্রের সাহায্যে সমস্যাগুলি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা সমস্যামূলক নানা লেখা এবং 'পরিবার ও বিদ্যালয়' নামে একটি মাসিক পত্রিকা অভিভাবকদের জন্য ছাপা হয়ে থাকে।

অল্পবয়স্কদের প্রাথমিক বৃত্তিমূলক শিক্ষণ পরিদর্শন করে থাকেন সোভিয়েত মন্ত্রী পরিষদের অধীনে লেবার রিজার্ভসের কেন্দ্রীয় পরিচালনা। প্রাথমিক শ্রমশিল্প ট্রেনিং বিদ্যালয়গুলি যেখানে নানা বৃত্তির শ্রমিক তৈরী করা হয় এবং বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়গুলি যেখানে অতি নিপুণ শ্রমিক তৈরী করা হয় এই পরিচালনের তত্ত্বাবধানে। বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের মধ্যে

পড়ে ট্রেড, রেলওয়ে ও খনি ইস্কুল, কৃষি যন্ত্রিকরণ বিদ্যালয় এবং ১৯৫৪ সালের পর থেকে টেকনিকাল ইস্কুল। অন্য শ্রমশিল্প ট্রেনিং বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় জাতীয় অর্থনৈতিক সোভিয়েত ও নিজ নিজ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে থাকে।

লেবার রিজার্ভসের কেন্দ্রীয় পরিচালনা সরকারী নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সহর এবং গ্রামের তরুণদের নিয়ে সংগঠিতভাবে নতুন শ্রমিক তৈরি করে, প্রয়োজনীয় বৃত্তি এবং পেশার শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং পদ্ধতির নিদর্শন পত্রগুলি বিচার করে, নিজের বিশেষ প্রকাশালয়ে পাঠ্যপুস্তক এবং সারগ্রন্থ প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন শ্রমশিল্পকলার শিক্ষকদের প্রাথমিক এবং উচ্চতর শিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

কেন্দ্রীয় পরিচালনার 'বৃত্তিমূলক শিল্পবিষয়ক শিক্ষণ' নামে নিজস্ব একটি মাসিক পত্রিকা আছে।

ট্রেড, রেলওয়ে বা শ্রমশিল্প ট্রেনিং বিদ্যালয়গুলির প্রধান হলেন একজন অধ্যক্ষ। উৎপাদন শিক্ষণ পরিদর্শন কবেন ঐ বিষযে ভারপ্রাপ্ত সহাধ্যক্ষ। শিক্ষা বিষয়ক সবকিছু পরিদর্শন করেন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহাধ্যক্ষ। বিদ্যালয়ের উৎপাদন শিক্ষণ পরিষদ পরামর্শদাতা সংঘ হিসাবে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের অধীনে কাজ করে থাকে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কর্তৃত্ব করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক। সংগঠন, কর্মপদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক কাজ এই মন্ত্রক পরিচালনা করে। পাঠচর্চা গঠন করা, ছাত্রদের মান নির্ণয় করা সম্বন্ধে এই মন্ত্রক নির্দেশ দেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির পরিকল্পনা সংহত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের ডিরেক্টার নিয়োগ করা, ডক্টর এবং ক্যাণ্ডিডেট উপাধি অনুমোদন করা, অধ্যাপক এবং ডোসেণ্ট নিয়োগ করার ভারও এই মন্ত্রকের উপর ন্যস্ত।

সব সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প, কৃষি এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সরাসরি উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে থাকে। বিশেষ উচ্চ

ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির কিছু অংশ থাকে নিজ নিজ শিক্ষণীয় বিষয়ের মন্ত্রক বা বিভাগের অধীনে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের উপর সাধারণ সংগঠননীতি, শিক্ষামূলক, পদ্ধতিবিষয়ক যাবতীয় ভার ন্যস্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্তা যথাক্রমে আচার্য এবং ডিরেক্টার। শিক্ষা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সব কাজ পরিদর্শন করেন তাঁদের সহকারীবৃন্দ (বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী ডিরেক্টার)।

প্রত্যেকটি উচ্চ শিক্ষায়তনে একটি করে পরিষদ থাকে (সাধারণত সেটি বিজ্ঞান পরিষদ নামে অভিহিত), এই পরিষদের সভাপতি থাকেন আচার্য নিজে (ডিরেক্টার)। পরিষদের সভ্যদের মধ্যে থাকেন উপাচার্য (সহকারী ডিবেক্টার), তাঁর হাতে পড়ানোর ভার থাকে, আর একজন সহকারী তাঁর উপর প্রশাসন বিভাগ, বাড়ী ও মাঠ দেখাশোনা করার ভার থাকে। এছাড়া ফ্যাকাল্টির ডীন, চেয়ারের অধ্যক্ষরা, কয়েকজন অধ্যাপক, প্রধান গ্রন্থাগারিক এবং এই উচ্চ বিদ্যালয়ের সামাজিক সঙ্ঘের প্রতিনিধিরা। উচ্চ বিদ্যালয়টি যে ধরনের সে ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও এই পরিষদের সভ্য হতে পারেন।

প্রত্যেক ফ্যাকাল্টির ডীন বাছা হয় সেই সব অধ্যাপকদের মধ্যে থেকে যাঁরা সেই বিশেষ ফ্যাকাল্টির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি পড়ান। মন্ত্রক বা বিভাগ তাঁর নিয়োগের অনুমোদন করে। বড় বড় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ফ্যাকাল্টির একটি পরিষদ গঠন করা হয়। সেই পরিষদের কাজ ফ্যাকাল্টির সব চেয়ারের অধ্যাপক ও শিক্ষকদের কাজ সংহত করে সুব্যবস্থিত করা।

প্রত্যেকটি উচ্চ শিক্ষায়তনের মৌলিক শিক্ষার অঙ্গ হল একটি চেয়ার। প্রত্যেকটি চেয়ার পরিচালনা করেন এক একজন অধ্যাপক। এই অধ্যাপক নিয়োগ করা হয় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে, এবং এই প্রতিযোগিতার ফলাফল নিজ নিজ মন্ত্রকের অথবা উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের অনুমোদন সাপেক্ষ।

শিক্ষকবর্গের মধ্যে থাকেন অধ্যাপক, ডোসেণ্ট, সহকারীরা, সিনিয়র শিক্ষক ও শিক্ষক। সহকারী শিক্ষকবর্গের মধ্যে থাকেন সিনিয়র ল্যাবরেটরী প্রযুক্তিবিদ, ল্যাবরেটরী প্রযুক্তিবিদ, সিনিয়র ল্যাবরেটরী সহকর্মী ও ল্যাবরেটরী সহকর্মী।

যাঁদের অধ্যাপক বা ডোসেণ্ট উপাধি আছে তাঁদের ভিতর থেকেই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অধ্যাপক বা ডোসেণ্ট নিযুক্ত হয়। নিজ নিজ বিষয়ে যাঁরা বিজ্ঞানের ডক্টর ডিগ্রীধারী তাঁদের অধ্যাপকের উপাধি এবং যাঁদের বিজ্ঞানের ক্যাণ্ডিডেট ডিগ্রী আছে তাঁদের ডোসেণ্ট পদবীতে ভূষিত করেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের উচ্চতর এ্যাটেস্‌টেশন্‌ কমিশন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক 'উচ্চ বিদ্যালয় অগ্রদূত' এবং 'বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা' নামে দুটি মাসিক পত্রিকা বের করে থাকেন।

(গ) বাজেট এবং অর্থব্যবস্থা

রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে সোভিয়েত সরকার লোকশিক্ষার খাতে মুক্তহস্তে টাকা দেন।

প্রতিবছর শিক্ষার খাতে খরচ বাড়ান হয়। ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালে ৩˙৫ গুণ খরচ বাড়ান হয়েছে। ১৯৫৭ সালে মোট ৭৮৯০ কোটি রুবল খরচ করা হয়, এবং ১৯৫৬ সালের তুলনায় খরচ বাড়ান হয় ৫৮০ কোটি।

১৯৫৬ সালে একমাত্র রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রে ২৩৯৬ কোটি ১০ লক্ষ রুবল শিক্ষার খাতে ব্যয় করা হয়েছে। এই টাকার অর্ধেকেরও বেশি খরচ হয়েছে সাধারণ বিদ্যালয়গুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে: বিদ্যালয়ের নানা সুব্যবস্থায়, পড়ার ঘরগুলি যথোপযুক্ত রূপে সাজানয় ও বাড়ীঘর নির্মাণে।

৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ রুবল দেওয়া হয়েছিল পাইওনিয়রদের বাড়ী এবং প্রাসাদ, শিশুদের শিল্প-স্টেশন ও তরুণ প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের স্টেশনের



নাচেব ক্লাস। উজবেকিস্তানের ফের্গানা প্রদেশের একটি যৌথখামারের কিণ্ডাবগার্টেন।

কাজ চালানর জন্য। ১২৭ কোটি ৪০ লক্ষ রুবল খরচ করা হয়েছিল কিণ্ডারগার্টেনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিব কাজে। রুশ ফেডাবেটিভ প্রজাতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য খরচ করা হয়েছিল ৫৫ কোটি ৬০ লক্ষ রুবল।

২ প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা

বিপ্লবের পূর্বে সমগ্র রাশিয়ায় মাত্র ২৭৫টি প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষায়তন ছিল। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ব্যক্তিগত ব্যবস্থায পবিচালিত হত। বেতনের হার এত বেশি ছিল যে মেহনতী জনগণের ছেলেমেয়ের পক্ষে সেই সব প্রতিষ্ঠানে যাওয়া সম্ভব হত না। শিক্ষাযতনগুলি বিপ্লবের আগে বাশিযায মাত্র ৭ হাজার ছাত্রেব চাহিদা মেটাতে পাবত।

অক্টোবর বিপ্লবের পর প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষাব আমূল পবিবর্তন হয়েছে। এই ধরনের শিক্ষায়তনে দেশ একেবারে ছেয়ে গেছে, নানা রকম শিক্ষণবিজ্ঞানমূলক আদর্শ ও পদ্ধতির বিস্তাব ঘটেছে।

প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষায়তনে কাজ করাব জন্য প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে কর্মীদেব বিশেষ উচ্চ বা মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষণের কেন্দ্রগুলি কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষকদের পদ্ধতি শেখানোর ব্যাপারে সাহায্য করে।

প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষার নানা সমস্যার বিষয়ে লেখা নিয়মিত প্রকাশ করা হয়, পরিচালনা করা হয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা। ১৯২৮ সাল থেকে 'প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা এখনও প্রকাশিত হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৫৫ সালে মোট ৫৮,৮৬৩টি প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষায়তন ছিল এবং এগুলিতে শিক্ষা পাওয়া শিশুর সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ।



কাজ করতে শিখতে হবে তো! উক্রেনের নোভো ক্রামাতরস্ক কারখানার
২নং কিণ্ডারগার্টেন।

গত ত্রিশ বছরের ভিতর কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা ১৫ গুণ বেড়ে গেছে আর তাতে যোগদানকারী শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ গুণ। গ্রামাঞ্চলে প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে গ্রামের কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা ৪৮ গুণ, শিশুসংখ্যা ৩৭ গুণ এবং শিক্ষকসংখ্যা ৭৪ গুণ বেড়ে গেছে।

শিশুদের ২৭,২৬৭টি গ্রীষ্মকালের খেলার মাঠের মধ্যে ২৪,৪৪৯টি মাঠই যৌথখামারের অন্তর্গত। এদের ব্যয়ভার নির্বাহ করে খামারগুলি।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষার আরও উন্নতি করাব ব্যবস্থা হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় কিণ্ডার-গার্টেনগুলিতে শতকরা ৪৫ ভাগ জায়গা বাড়ান হবে। আর নতুন কিণ্ডার-গার্টেনের সংখ্যা বাড়ান হবে ২'৪ গুণ।

সোভিয়েত প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষায়তনগুলির উদ্দেশ্য হল শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। কিণ্ডারগার্টেনে ছেলেমেয়েদের নিজের নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয। প্রত্যেকটি কিণ্ডারগার্টেন পরিচালনা করা হয় 'কিণ্ডারগার্টেন সংবিধি' অনুসারে। প্রাক-বিদ্যালয়ের শিক্ষার রাষ্ট্রীয় সংবিধি হল এটি। কিণ্ডারগার্টেনের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হল শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর চর্চা। একটি সুচিন্তিত নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসম্মত বিধি অনুসারে এই কাজ চালান হয়।

কিণ্ডারগার্টেনগুলির উদ্দেশ্য ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তির বিকাশ। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান আর কথা বলার ক্ষমতা কিণ্ডারগার্টেনগুলি বাড়ায়, নিজের মাতৃভাষায় স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাবে কথা বলতে এবং দশ পর্যন্ত গুণতে শেখায়।

কিণ্ডারগার্টেনগুলি শিশুদের নৈতিক উন্নতির প্রতিও যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখে। দলগতভাবে থাকা, বন্ধুত্ব, বাপ-মা এবং বড়দের শ্রদ্ধা করা, বাধ্যতা, সততা শেখান হয়। দল করে খেলা, গল্প করা, উপকথা পড়া, একসঙ্গে গান গাওয়া ইত্যাদির মধ্যে দিয়েই নৈতিক উন্নতির চেষ্টা

করা হয়। শিশুদের সুকুমার বৃত্তিগুলি ফুটিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। গান, বাজনা, নাচ, আঁকা, মডেলিং ইত্যাদি শেখান হয়।

কিণ্ডারগার্টেনে সহজ ছোট কাজ হাতে কলমে করতে শেখান হয়। বাচ্চারা শিক্ষকদের দেওয়া নির্দিষ্ট কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। গাছপালা, জন্তুজানোয়ার দেখাশোনা করা, নিজেদের বাড়ি পরিষ্কার রাখা, খাবার সময় মনিটর হওয়া, শিশুদের বই অল্পস্বল্প মেরামত করা ইত্যাদি নানা কাজ তারা করে।

নানা রকম খেলা আর প্রাক-বিদ্যালয় শিশুদের উপযোগী গল্প কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান উপায়। ১৯৫৬ সালে প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষায়তনের উপযুক্ত ৩৫৯টি বই প্রকাশিত হয়। বইগুলির কাটতি হয় ৭ কোটি ১০ লক্ষ।

কিণ্ডারগার্টেনগুলি এইভাবে সাধারণ বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন শ্রেণীর উপযোগী ছাত্রছাত্রী তৈরী করে দেয়।

৩ বিদ্যালয় শিক্ষা। সার্বজনীন শিশুশিক্ষা

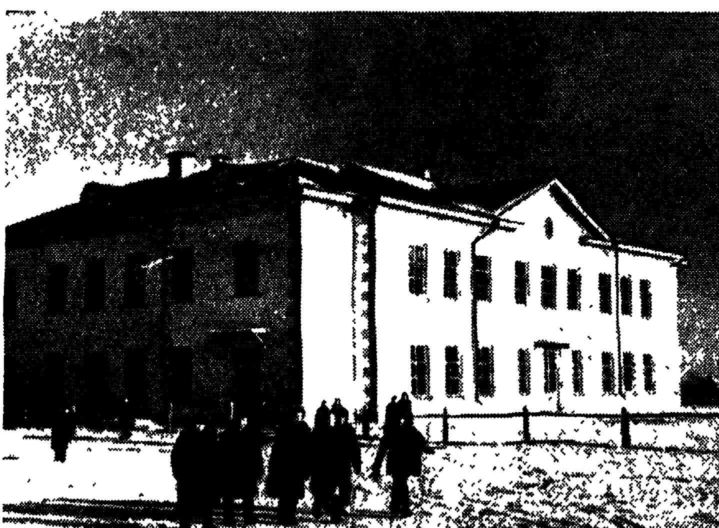
(ক) সাধারণ বিদ্যালয় এবং ছাত্রদল বৃদ্ধি

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিশু এবং কিশোরদের সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা সাংস্কৃতিক উন্নতির ভিত্তি স্থাপনা করেছে। সমস্যাটির সার্থক সমাধানের ফলে লোকের সাংস্কৃতিক ও শিল্প বিষয়ে অনুন্নতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, জাতীয় অর্থনৈতিক ও উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষজ্ঞরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিখ্যাত রুশী সাহিত্যিক মাক্সিম গোর্কি

সার্বজনীন শিশুশিক্ষা প্রণয়নকে 'সকল যুবকের মানসিক উন্নতির অধিকার সমীকরণ' বলে অভিহিত করেছেন, এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যবস্থার বিরাট গুরুত্ব যথার্থভাবে স্বীকার করেছেন।

এই মুখ্য রাষ্ট্রীয় রদবদলের জন্য প্রচুর পরিমাণ জিনিস এবং লোক হাতে থাকা প্রয়োজন হয় নতুন ইস্কুলবাড়ী তৈরী করা, পাঠ্যপুস্তক ছাপান, শিক্ষকশিক্ষণ ইত্যাদির জন্য। শুনলে এখন সত্যিই মজার লাগবে যে জারের আমলে রাশিয়ার অত্যন্ত উদারমতাবলম্বী নেতারাও অনেকে মনে করতেন সব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা করতে অন্তত ২৫০ বছর লাগবে।

সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩০ সালের ১৪ই অগস্ট পাশ করা হয়। এই আইনে সারা দেশে অন্তত চার বছরের এবং শিল্পপ্রধান নগর, কারখানাবহুল প্রদেশ আর মজুর বসতিতে



ওম্‌স্ক প্রদেশের সেভেরো-ল্যুবিন্‌স্ক রাষ্ট্রীয় খামারের সাত-সালা বিদ্যালয়।



শিকারী আর জেলেদের ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ডিং ইস্কুল। খাবারোভ্স্ক এলাকার নাইখিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি শাখা।

সাত বছরের সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। আইনটি পাশ করার সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে ১,৩৩,১৯৭টি প্রাথমিক, সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। ছাত্রসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩৫ লক্ষ। মনে রাখা দরকার যে রাশিয়ায় ১৯১৪ সালে ১,০৫,৫২৪টি বিদ্যালয় ছিল, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৯ লক্ষ। (১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমার মধ্যে)।

এই আইন পাশ করার দশ বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৭২,৭৫৯ হয়। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ১ কোটি ১৬ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৫ লক্ষ হয়। সহরে বা মজুর বসতিতে যেখানে সাত-সালা শিক্ষা প্রবর্তিত হয় সেখানে পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীর মধ্যে ছাত্রসংখ্যা ১১ লক্ষ থেকে ৩৬ লক্ষ হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলিতে তুর্কমেনীয়, কিরগিজীয়, উজবেকীয় ও তাজিকীয় প্রজাতন্ত্রে শিক্ষার দ্রুত উন্নতির কথা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন। ১৯৪০ সালের মধ্যে তুর্কমেনীয় প্রজাতন্ত্রে সাধারণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯১৪—১৫ সালের তুলনায় ৩৫ গুণ বেড়ে যায়। ঐ একই সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কিরগিজীয় ও উজবেকীয় প্রজাতন্ত্রে যথাক্রমে ৪৭ গুণ ও ৭৩ গুণ বাড়ে।

১৯১৪—১৫র শিক্ষাপর্বে তাজিকীয় প্রজাতন্ত্রের বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০। ১৯৪০ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা হয় ৩২,৮০০।

বিপ্লবের আগে রাশিয়ার মধ্য এশীয় এলাকায় মেয়েরা বিদ্যালয়ে প্রায় পড়ত না। আর আজ মেয়েরা সবাই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে।

সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে সব ছাত্র বিদ্যালয় থেকে দূরে থাকে তাদের জন্য ছাত্রাবাস তৈরী করা হয়েছে। এই সব ছাত্রাবাসে বিনা খরচে ছাত্ররা থাকে এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু তাদের বিদ্যালয় থেকেই দেওয়া হয়। বাপ-মা কেবল তাদের খাওয়ার খরচ দেন। এই সব ছাত্রদের ক্লাসের বাইরের পাঠ ও পড়ায় সহায়তা করেন বিশেষ সব শিক্ষক, তাদের আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা তাঁরা করেন।

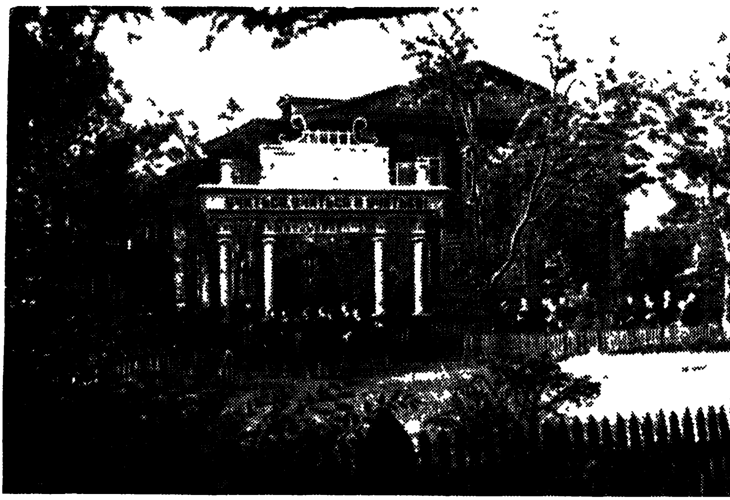
যে সব ছাত্ররা সোভিয়েত ইউনিয়নের সুদূর উত্তরপ্রান্তে বা পাহাড়ে এলাকায়, বা মধ্য এশিয়ার স্তেপ অঞ্চলে থাকে তাদের জন্য বোর্ডিং ইস্কুলের ব্যবস্থা আছে। সরকার এই বোর্ডিং ইস্কুলের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নির্বাহ করেন।

১৯৪০ সালের মধ্যেই সরকার সার্বজনীন সাত-সালা শিক্ষা পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ দিতে পারেন। ১৯৩০ সালের তুলনায় সাত-সালা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪·৭ গুণ, আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬·৫ গুণ বেড়েছে। ১৯৩৯—৪০র শিক্ষাপর্বে মোট ৫৫,০৫৮টি সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল। ছাত্রসংখ্যা ছিল ২ কোটি ২৫ লক্ষেরও বেশি।

গ্রামাঞ্চলের সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রসংখ্যা অতি

দ্রুত বাড়তে থাকে। ঐ সময় বিদ্যালয়গুলিতে মোট ছাত্রসংখ্যা ৬·৩ গুণ বাড়ে তার ভিতব কেবলমাত্র গ্রামেব বিদ্যালয়েই ১২·৩ গুণ। ১৯১৪—১৫র শিক্ষাপর্বের তুলনায় ছাত্রসংখ্যা মোট ২৯১ গুণ বেড়েছিল।

যুদ্ধোত্তর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনার (১৯৪৬—৫০) সময সহরে এবং গ্রামে দুই জায়গাতেই সার্বজনীন সাত-সালা বাধ্যতামূলক শিক্ষা



সাখালিন দ্বীপেব আলেক্সান্দ্রভ্স্ক সহবেব একটি শিক্ষণবিজ্ঞান বিদ্যালয।

প্রচলিত হয। পববর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১—৫৫) কালে সার্বজনীন সাত-সালা বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রজাতন্ত্রেব বাজধানী, বিভিন্ন প্রদেশ, এলাকার বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্রগুলিতে এল সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা। সারা দেশে ক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পরিবেশের সৃষ্টি হতে থাকে।

সহরে সাত-সালা বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে যে সব ছাত্ররা বেরিয়েছিল, তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী ছাত্র ১৯৫৫—৫৬র

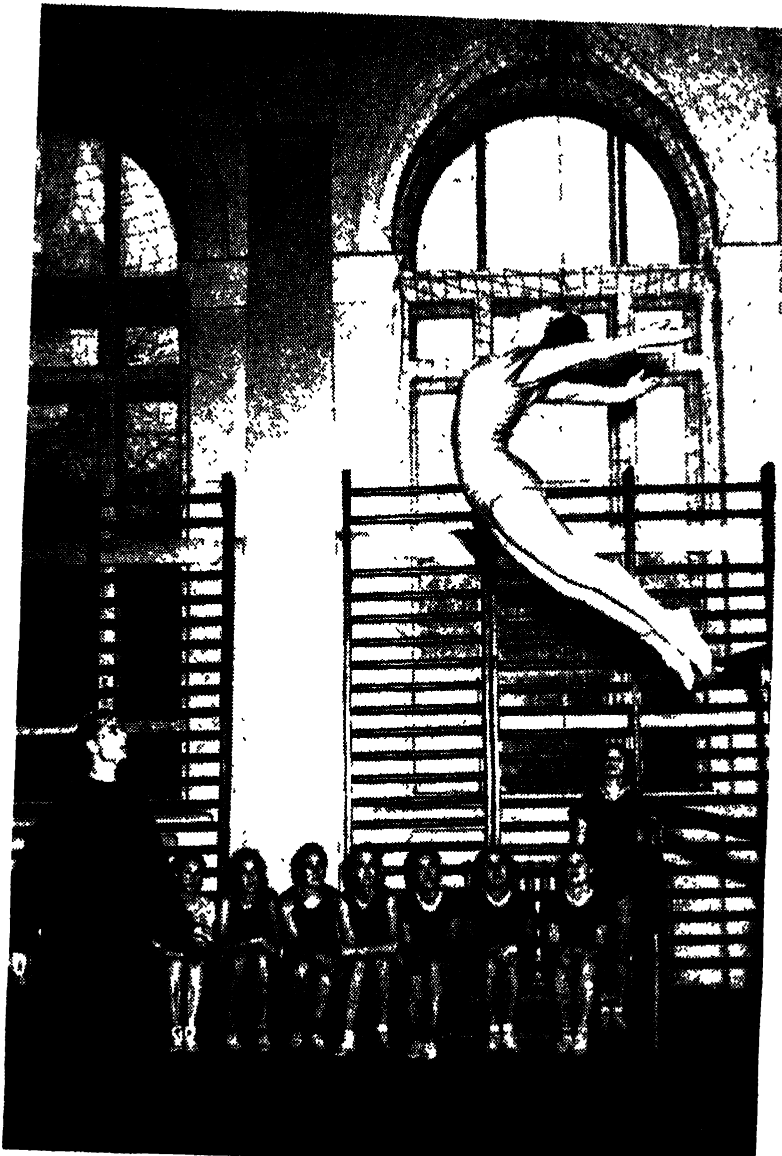
শিক্ষাপর্বে বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় বড় সহরগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষা সার্বজনীন হয়ে যায়।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। যুদ্ধোত্তর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্বেই ১২ হাজারটি নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হয়, এখন সেই নতুন বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭ হাজার, অর্থাৎ ১৯১৪ সালের তুলনায় প্রায় ১৬ গুণ বেড়েছে।

১৯৫০—৫১র শিক্ষাপর্বের তুলনায় সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অষ্টম—দশম শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা ১৯৫৬—৫৭ সালে ৩·৪ গুণ (গ্রামে ৩·৭ গুণ) বেড়ে যায় ও মোট ছাত্রসংখ্যা হয় ৬১ লক্ষ ৩৫ হাজার।

১৯৫৭ সালের বসন্তকালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে। পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৯৫০ সালের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগের বেশী বেড়ে যায়। শিল্প, কৃষি প্রতিষ্ঠান ও যৌথখামারগুলিতে যান্ত্রিক উন্নতির ফলে কর্মীর চাহিদা বাড়তে থাকে, প্রতি বছরে ক্রমশ বেশি সংখ্যায় মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সে সব জায়গায় পাঠান সম্ভব হয়। মাঝে মাঝে ছাত্রছাত্রীদের সোজা কারখানা বা খামারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেই তারা উৎপাদন কৌশল শিক্ষা করে। অন্যদের সোজা কারখানায় না পাঠিয়ে শ্রমশিল্প ও বৃত্তি বিদ্যালয়ে বা সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রতি বছর মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্ধেকেরও বেশি ছাত্রছাত্রী সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। গত কয়েক বছরের মধ্যে হাজার হাজার তরুণ ছাত্রছাত্রী উত্তরে, সাইবেরিয়ায়, বা কাজাখস্তান স্তেপের অকর্ষিত ভূমি চাষের কাজে যোগ দিয়েছে। বৈদ্যুতিক স্টেশন, ধাতুনিষ্কাসন, রাসায়নিক, তৈল পরিশোধন ও যন্ত্রপাতি কারখানা, ধাতু খনি ও কয়লার খাদ, রেলপথ, সিমেণ্ট ও রেইনফোর্সড কংক্রীট কারখানার নির্মাণ কার্যে যোগ দিয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই সবেমাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছে।



কাজান সহরের একটি শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা চলছে।

১৯৫৬—৫৭র শিক্ষাপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিভিন্ন ধরনের সাধারণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মোট ২,১৩,৪০০, তাদের মধ্যে তরুণ শ্রমিক ও কৃষক বিদ্যালয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬,৮০০। এই সব বিদ্যালয়ে মোট ৩ কোটি ১ লক্ষ ২৭ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষা লাভ করে।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্বে সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে পলিটেকনিকাল শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পলিটেকনিকাল শিক্ষণ আরও উন্নত হচ্ছে। আধুনিক কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মূল উপাদানগুলি ছাত্রছাত্রীদের শিখতে হচ্ছে, সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজে যোগ দিতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যৎ পেশা বাছাই করার উপযুক্ত করে নিজেদের গড়তে হচ্ছে।

সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতির বিকাশার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহর ও গ্রামের সব ছেলেমেয়েদের বিশেষ বা সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পাঁচ বছরের মধ্যে ৬৩ লক্ষ লোক মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে বেরবে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার হার দু'গুণের বেশী বেড়ে যাবে। বোর্ডিং ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যাও ১০ লক্ষের কোঠায় পেঁাছবে।

(খ) বিদ্যালয়ের সুবিধাদির উন্নতি

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদ্যালয়ের নানা সুবিধার উন্নয়নে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের নতুন বাড়ী তৈরীর কাজ পুরোদমে চলেছে। কেবলমাত্র ১৯৩৩—৩৮ সালের মধ্যেই ২০ হাজারের বেশী সুব্যবস্থিত বাড়ী বিদ্যালয়ের জন্য তৈরী করা হয়, অর্থাৎ প্রায় দু'শ বছর ধরে রুশ সাম্রাজ্যে যতগুলি বিদ্যালয় তৈরী করা হয়েছিল প্রায় তার সমান। ১৯৪৬—১৯৫৬ সালের

ভিতরে ৫৬ লক্ষাধিক ছাত্রের উপযোগী ৩২,৬০৯টি বিদ্যালয় তৈরী করে কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হয়। এর পাঁচভাগের চারভাগই, অর্থাৎ ২৫,০২০টি বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলে তৈরী করা হয়। শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই সোভিয়েত আমলে তৈরী বিদ্যালয়ের ছাত্র।

সারাদেশ জুড়ে বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রক ও নানা বিভাগের সাহায্যে এবং যৌথখামারীদের উদ্যোগে ও খরচে নতুন নতুন বিদ্যালয়ভবন নির্মাণ চলছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে কেবলমাত্র সরকারী টাকাতেই ৪০ লক্ষ ছাত্রের উপযোগী নতুন বিদ্যালয়ভবন তৈরী করা হচ্ছে, অর্থাৎ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় বাড়ীঘর দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। বোর্ডিং ইস্কুলের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং ইস্কুলের নির্মাণেও নানা সুব্যবস্থা করার কাজে যৌথখামারীদের উৎসাহ ও উদ্যম যতদূর সম্ভব লাগানো হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়, কেননা বিদ্যালয়ভবনের অভাবের জন্য এখনও অনেক জায়গায় দুই দফায় বিদ্যালয়ের কাজ চালান হয়।

বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ আরও সুসংহত করার অভিপ্রায়ে রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রক বিদ্যালয়, কিণ্ডারগার্টেন ও অন্যান্য লোকশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নক্সা তৈরী করার জন্য একটি রাষ্ট্রীয় ইনস্টিটিউট খুলেছেন।

প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায়, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব সব সময়ই লেগে থাকত। রুশ সাম্রাজ্যে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম তৈরীর একটিও প্রতিষ্ঠান ছিল না। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও অন্যান্য শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সব কিছুই বিদেশ থেকে আমদানী করা হত।

বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম তৈরী করা এবং বিদ্যালয়গুলির চাহিদা মেটানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন বিশেষ একটি শ্রমশিল্প সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন শিল্প মন্ত্রক ও বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রকের ফরমায়েশ অনুসারে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও অন্যান্য নানা বিষয়ের সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন মেটায়। সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা ল্যাবরেটরীগুলিতে প্রয়োজনীয় সব রকম সাজসরঞ্জাম এখন আছে।

শিল্প উৎপাদনের মূলনীতিগুলি বিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিশেষ কারখানায় শেখান হয়।

প্রকৃতিবিজ্ঞান আরও ভালভাবে পড়ানোর জন্য এবং কৃষি মূল কথা সম্পর্কে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য ০·৫ থেকে ২ হেক্টার জমি প্রাথমিক, সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগ বিনা টাকায় এমন অনেক যন্ত্রপাতি বিদ্যালয়গুলিকে দান করতে পারে যেগুলি উৎপাদনের কাজে আর ব্যবহৃত না হলেও, পলিটেকনিকাল শিক্ষণের পক্ষে উপযুক্ত যেমন, মেশিন, অন্তর্দাহী ছোট এঞ্জিন, বৈদ্যুতিক মোটর, মোটরগাড়ী, ট্রাক্টর, কৃষিকার্য সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মেশিন-টুল ও মেশিনের অংশ, ল্যাবরেটরীর ও অন্যান্য প্রয়োজনের নানা জিনিস। সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পলিটেকনিকাল শিক্ষণ ও শ্রমশিক্ষার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি বিদ্যালয়ের মধ্যেই কারখানা, কাজের ঘর ইত্যাদি তৈরী করতে সাহায্য করে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের খাতে যথেষ্ট টাকা দেওয়া হচ্ছে। একমাত্র রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা সহায়ক জিনিস, ল্যাবরেটরীর সাজসরঞ্জাম ও বিদ্যালয়ের যন্ত্রপাতি কেনার বাবদ দু'শ কোটি রুবল দেওয়া হবে।

(গ) পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনও যথেষ্ট বেড়েছে। ১৯১৩ সালে ২ কোটি ২৫ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক ও সারগ্রন্থ নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রকাশিত হয়; সে জায়গায় ১৯৫৬ সালে ২৫ কোটি ৪৮ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বেরিয়েছে। এই সংখ্যা যুদ্ধপূর্ব ১৯৪০ সালের চেয়ে শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ বেশী।

বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক বই ও সারগ্রন্থ নিয়ে প্রায় ২২০ কোটি বই যুদ্ধোত্তর পরবর্তী বছরে (১৯৪৬—৫৬) প্রকাশিত হয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র দেশে যত বই প্রকাশিত হয়েছে তার শতকরা ২৬ ভাগ।

১৯৫৬ সালে প্রাথমিক, অসমাপ্ত মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য মোট ২১ কোটি ৩৪ লক্ষ খণ্ড পাঠ্যপুস্তক ৭১টি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে শতকরা ৬৭ ভাগ বই রুশ ভাষায়, শতকরা ২৬ ভাগ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাষায়, এবং বাকি ৭ ভাগ বিদেশী ভাষায়। সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের ৫৯টি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার বইয়ের কাটতিও নিয়মিতভাবে বেড়ে ১৯৫৫ সালে ১৪ কোটি ৯০ লক্ষে পেঁৗছেছে; ১৯৪০ ও ১৯৫০এর তুলনায় যথাক্রমে ২·৪ গুণ এবং শতকরা ২৩ ভাগ বেশী।

নামকরা বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষকরাই সোভিয়েত ইউনিয়নে সাধারণ শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক ও সারগ্রন্থ লিখে থাকেন।

১৯৩১ সালে সোভিয়েত শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে শিক্ষা ও শিক্ষণবিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য প্রকাশের জন্য একটি বিশেষ প্রকাশালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন দশটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলিতে এই জাতীয় প্রকাশালয় স্থাপনা করা হয়েছে।

কেবলমাত্র রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্বে শিক্ষা মন্ত্রকের শিক্ষা ও শিক্ষণবিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য প্রকাশালয় থেকে বিদ্যালয়ের জন্য ৭৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক ও ৩৪ কোটি শিক্ষা ও শিক্ষণবিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্যের বই প্রকাশ করা হচ্ছে।

(ঘ) শিক্ষকশিক্ষণ

সার্বজনীন শিশুশিক্ষা বিস্তারের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষণবিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষকের প্রয়োজন। ১৯৪০ সালে নানা ধরনের সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকসংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ১৭ হাজার; ১৯১৪ সালের তুলনায় এই সংখ্যা প্রায় পাঁচগুণ বেশী। পরবর্তী ষোল বছর ধরে, অর্থাৎ ১৯৫৬—৫৭এর শিক্ষাপর্বের মধ্যে ঐ সংখ্যা ৭ লক্ষের চেয়েও বেশী বেড়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা হয়েছে ১৮ লক্ষ, ১১ হাজার।

বিভিন্ন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলিতে শিক্ষকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সত্যিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর জন্য এই সব এলাকার বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্রমোন্নতিই বিশেষ দায়ী। বিপ্লবের পূর্বে, ১৯১৪—১৫ শিক্ষাপর্বে উজবেকিস্তানে ৭০৪ জন শিক্ষক ছিলেন। আর ১৯৫৫—৫৬ সালের মধ্যে শিক্ষকসংখ্যা হয়েছে ৬৭,১১২। তাজিকিস্তানে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত মাত্র ১৩ জন শিক্ষক ছিলেন। আর ১৯৫৫—৫৬র শিক্ষাপর্বে ১৮,৭৩০ শিক্ষক তাজিকিস্তানের নানা বিদ্যালয়ে কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে শিক্ষণ ব্যবস্থা করার জন্য শত শত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিদ্যালয়, পদ্ধতি শিক্ষণকেন্দ্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দরকার ছিল। এই রকম ব্যাপকভাবে শিক্ষণবিজ্ঞানকেন্দ্র ও ইনস্টিটিউট সত্যি বলতে কী নতুন করে গড়তে হয়েছিল, কেননা বিপ্লবের পূর্বে সমগ্র রাশিয়ায় এই জাতীয় শিক্ষায়তনের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

অরুশী বিদ্যালয়গুলির জন্য, এমনকি যাদের নিজস্ব কোন লিখিত ভাষা ছিল না সেই সব জাতির বিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষকশ্রেণীর ব্যবস্থা হল। সোভিয়েত সরকার ক্ষমতা লাভের প্রথম পাঁচ বছরের শেষে, অর্থাৎ ১৯২২ সালের মধ্যেই অরুশী বিদ্যালয়ে ১০৭, ৯০০ শিক্ষক কাজ পান। আর ১৯৩৬ সালের মধ্যে এই সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে ৩৫৩, ৬০০এ পৌঁছয়। এখন ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির বিদ্যালয়ে ৬০ হাজারের চেয়ে বেশী শিক্ষক তাঁদের মাতৃভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা দেন।

সোভিয়েত সরকার শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষণবিজ্ঞানচর্চার প্রতি যথেষ্ট নজর দেন। যে সব শিক্ষক যথেষ্ট উচ্চ শিক্ষা পাননি, তাঁদের পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণবিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করা হয়। এখন প্রাথমিক বিদ্যালযের শিক্ষকদের প্রায় শতকরা ৯২ ভাগ এবং সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালযের শিক্ষকদের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ বিশেষ শিক্ষণবিজ্ঞানের অধিকারী। যে সব শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় বিশেষ শিক্ষা থাকে না, সাধারণত তাঁরা শিক্ষণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চিঠি আদান-প্রদান করে শিক্ষা লাভ করেন।

সোভিয়েত আমলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা সুনিপুণভাবে সংগঠিত করা হয়েছে। এই শিক্ষণবিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলিতে পেশাদারী ও পলিটেকনিকাল শিক্ষা দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষকশিক্ষণ প্রণালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, শিক্ষকরা নিজেরা পড়বার সময় সহব ও গ্রামের ইস্কুলে এবং পাইওনিয়র ক্যাম্পগুলিতে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া অভ্যাস করে নেন। প্রত্যেকটি শিক্ষণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি করে পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় থাকে। শিক্ষার্থীরা সেই বিদ্যালয়ে পড়ান এবং শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ বিদ্যালয়গুলির চেয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁদের গবেষণার কাজ চালান।

সারা দেশ জুড়ে ব্যাপকভাবে শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রেই এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে মাতৃভাষায় স্থানীয় শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

১৯৫৬—৫৭র শিক্ষাপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষণবিজ্ঞানের ২২০টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৪০০টির চেয়ে বেশী মাধ্যমিক ও প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষণবিজ্ঞান ইস্কুল এবং ৩৫টি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ১৯৫৬ সালে শিক্ষণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ১০০ হাজার জনেরও বেশি শিক্ষক স্নাতক হয়ে বেরন।

সোভিয়েত সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির শতকরা ৮০ জন স্নাতককে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কাজে পাঠান হবে। এতে বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানোর মান উন্নততর হবে।

সাধারণ বিদ্যালয়গুলির মধ্যেই পলিটেকনিকাল শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় শিক্ষণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠ্যপদ্ধতি ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় অদলবদলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৫৪—৫৫ শিক্ষাপর্ব থেকেই ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন পাঠ্যপদ্ধতি অনুসারে কাজ করতে স্থুরু করে। এখন শিক্ষণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা কারখানায় ও কৃষি জীববিদ্যা স্টেশনে পলিটেকনিকাল ট্রেনিং গ্রহণ করে, তারা যায় রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথখামারে। বেশি সময় দেয় বিদ্যালয়গুলিতে পড়িয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কাজে এবং পদ্ধতিমূলক বিষয়গুলি সম্বন্ধে লিখিত ডিপ্লোমাপরীক্ষায়। ১৯৫৬ সালের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে দুটি বা তিনটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। বিষযগুলিকে কয়েকটি বিশেষ দলে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও যান্ত্রিক অঙ্কনবিদ্যা; রসায়ন, জীববিদ্যা ও ভূগোল; দুটি বিদেশী ভাষা। এই কারণে নির্ধারিত পঠনকালও বাড়িয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও উন্নত এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। কারণ এখন শিক্ষণবিজ্ঞান ইস্কুলগুলি সাত-সালা বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে চায় না, চায় মাধ্যমিক শিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র। এ সূত্রে শিক্ষণবিজ্ঞান ইস্কুলগুলিতে পঠনকালও কমিয়ে চার থেকে দুবছর করা হয়েছে।

শিক্ষকদের জন্য সান্ধ্য শিক্ষা ও পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণবিজ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে কর্মরত শিক্ষকরা নিজেদের বিষয়ে জ্ঞান বাড়াতে পারেন।

পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণবিজ্ঞান এবং সান্ধ্য শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ বিদ্যালয় ও ইস্কুলগুলি সাধারণ কর্মপদ্ধতি মেনে চলে। পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাবিষয়ক সাহিত্য পড়ে প্রশ্নোত্তর লিখে পাঠায়। বছরে দুবার করে তারা শিক্ষণবিজ্ঞান বিদ্যালয়ে গিয়ে বক্তৃতা শোনে এবং পরীক্ষা দেয়।

যে সব শিক্ষক পত্রাদি মারফৎ শিখছেন পরীক্ষার জন্য বিশেষ ছুটি তাঁরা পান। বিদ্যালয় থেকেই তাঁদের আসা যাওযাব ব্যয় বহন করা হয়। যেখানেই ৫০টি এই ধরনের ছাত্র আছে সেখানেই পরামর্শকেন্দ্রের আয়োজন করা হয়। এঁদের সাহায্যের জন্য বড় বড় মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এবং বিশেষভাবে পত্রাদি মারফৎ যাঁরা শেখেন তাঁদের জন্য শিক্ষণবিজ্ঞান ও পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রচুর সাহিত্য, পাঠ্যপুস্তক ও সারগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

কর্মরত শিক্ষকদের উন্নততর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রদেশে, এলাকায়, স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে শিক্ষকদের শিক্ষণ-বিজ্ঞান উন্নতির জন্য বিদ্যালয় আর প্রত্যেক জেলা এবং সহরে শিক্ষণবিজ্ঞানকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কেবলমাত্র রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রে প্রায় ৩ হাজারটি জেলা ও সহর শিক্ষণবিজ্ঞানকেন্দ্র আছে, আর ৮৭টি শিক্ষণবিজ্ঞান উন্নতির জন্য বিদ্যালয় এবং শিক্ষণবিজ্ঞান উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট আছে।

প্রত্যেকটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে একইভাবে শিক্ষকদের শিক্ষণবিজ্ঞান উন্নতি এবং শিক্ষাপদ্ধতির বিষয় শিক্ষকদের সাহায্যের ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ বিদ্যালয়ের চেয়ারগুলি প্রাক্তন ছাত্রদের কাজের

উপর লক্ষ্য রাখে ও সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদ্ধতি সংক্রান্ত নানা সাহায্য করে।

শিক্ষণবিজ্ঞান পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের নানা বই শিক্ষকদের জন্য প্রকাশিত হয়। ৮৬৫২টি বিভিন্ন ধরনের বই মোট ১২ কোটি ৫ লক্ষ খণ্ডে একমাত্র পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্বেই প্রকাশিত হয়। ৬৪টি শিক্ষণবিজ্ঞানমূলক পত্রিকা ও বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা-পদ্ধতি সংক্রান্ত পত্রিকা বের হয়। পত্রিকাগুলির কাটতি মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ। তাছাড়া ১৬টি শিক্ষকদের খবরের কাগজ বের করা হয়।

শিক্ষা এবং ট্রেনিং ব্যবস্থার মধ্যমণি হলেন শিক্ষক। কমিউনিস্ট আদর্শে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক জনগণের মধ্যে পুনঃশিক্ষা প্রবর্তনে শিক্ষকদের বিরাট ভূমিকার উপর ভ. ই. লেনিন বার বার বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষক সম্প্রদায় বিশেষ সম্মানিত। ১ লক্ষ ২২ হাজার জনের বেশী শিক্ষক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে বিভিন্ন ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েতে এবং স্থানীয় সোভিয়েতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।

দীর্ঘ গৌরবময় কর্মজীবনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষকদের ২ লক্ষ ৭০ হাজারটি অর্ডার ও মেডেলে ভূষিত করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ মানপত্র — অর্ডার অব লেনিন — ২৯,৩২৭ জন শিক্ষককে দেওয়া হয়। তাঁদের ত্রিশ বছরেরও বেশি অক্লান্ত কাজের স্বীকৃতি এটি।

বিশিষ্ট শিক্ষক, ইন্স্পেক্টর ও অন্যান্য লোকশিক্ষা কর্মীদের ভালো কাজের জন্য ‘সম্মানিত শিক্ষক’ উচ্চ উপাধি দেওয়া হয়। কেবলমাত্র রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রেই ৩,০৮১জন শিক্ষককে এ মানপত্র দেওয়া হয়। শিক্ষণবিজ্ঞান ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং অন্য লোকশিক্ষার বিভাগের কর্মীরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখালে রুশ শিক্ষাবিজ্ঞানী ক. দ. উশিন্স্কির নামে মেডেল দেওয়া হয়।

সোভিয়েত সরকারের বিদ্যালয় উন্নত করার সঙ্গে শিক্ষক সম্প্রদায়ের জন্য মঙ্গল চিন্তা (বৈষয়িক ও সামাজিক অধিকার সম্বন্ধীয়) সর্বদা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় শিক্ষকদের অবস্থা ভালো করে জানে ভ. ই. লেনিন জোর দিয়ে বলেন এরা অল্প মাইনে পায়, পেট ভরে খেতে পায় না, শীতে কষ্ট পায়। লেনিন চেয়েছিলেন শিক্ষকদের উচ্চতর আদর্শ প্রচারের জন্য গড়ে তোলা, শিক্ষকদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করা।

সোভিয়েত আমলে শিক্ষকদের বেতনের হার বার বার বাড়ান হয়েছে, শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে ১৯৪৮ সালে শেষ বাড়ান হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষকদের বেতন ধার্য করা হয় কাজের মাত্রা হিসেবে; প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষকরা দিনে চার ঘণ্টা এবং পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষকরা দিনে তিন ঘণ্টা পড়ান। অতিরিক্ত কাজের জন্য পৃথকভাবে তাঁদের টাকা দেওয়া হয়। শিক্ষকদের বেতনের হার নির্ভর করে তাঁরা কোথায়, গ্রামে বা সহরে, ও কোন ক্লাসে পড়াচ্ছেন, ও তাঁদের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার উপর। শিক্ষকদের এক মাসের বেতন প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ৪৪১ রুবল থেকে ৭৫৯ রুবল; পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত ৫৪৪ থেকে ৮৭৪ রুবল, আর অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম পর্যন্ত ৬৩৫ থেকে ৯৩৫ রুবল।

শিক্ষকরা দীর্ঘকাল কাজ করলে তিনবার তাঁদের মূল বেতন বাড়ে। প্রথমে পাঁচ বছর, তারপর দশ বছর ও তারপর ২৫ বছর পরে। শেষের ভাতা মূল বেতনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় শতকরা ২৫ থেকে ৩৫ টাকা পর্যন্ত হয়। অবশ্য সবই নির্ভর করে কোন শ্রেণীতে শিক্ষকটি পড়াচ্ছেন এবং তাঁর নিজের কতদূর শিক্ষা আছে তার উপর।

যে সব শিক্ষকরা ২৫ বছরেরও বেশি কাজ করেন তাঁরা উপরন্তু নিজেদের মূল বেতনের শতকরা ৪০ ভাগ পেনসন পান।

গ্রীষ্মের ছুটির সময় শিক্ষকরাও বেতন সহ দু'মাসের (৪৮ কাজের দিন) ছুটি পান।

গ্রামের শিক্ষকদের বিনা ভাড়ায় বাড়ী, আলো, উত্তাপ ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয়। সরকার থেকে গ্রামের শিক্ষকদের নিজস্ব বাড়ী তৈরী করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ধার দেওয়া হয়।

৪ শিক্ষা বিষয় ও সংগঠন

(ক) মানসিক পাঠ, মজুর শিক্ষা ও পলিটেকনিকাল ট্রেনিং

সোভিয়েত আমলে গত চল্লিশ বছরে সারা সোভিয়েত ইউনিযন জুড়ে একটি সুসংবদ্ধ সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

১৯১৯ সালের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসের কার্যসূচীতে সোভিয়েত বিদ্যালয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়। অক্টোবর বিপ্লবে যে কাজের সূচনা হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি সেই কাজটি সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই কাজটি হল বিদ্যালয়কে শ্রেণী আধিপত্যের কলকাঠি হিসাবে ব্যবহার না করে সমস্ত শ্রেণী বৈষম্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে সমাজকে কমিউনিস্ট শিক্ষানুসারে গড়ে তোলা।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নবীনদের শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর মূলনীতি আরও বিশেষভাবে নিরূপিত হয়, দানা বেঁধে ওঠে।

১৯২০ সালের ২রা অক্টোবর কমসমোল তৃতীয় কংগ্রেসে ভ. ই. লেনিন তাঁর বক্তৃতায় অধ্যবসায় ও নিয়মিত পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দেন। তিনি বলেন, 'কেবলমাত্র মানুষের সৃষ্টি করা সব জ্ঞানঐশ্বর্য লাভের পরই প্রকৃত কমিউনিস্ট হওয়া যায়।'

লেনিন চেয়েছিলেন সোভিয়েত ছেলেমেয়েরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে

নিয়ম করে বিজ্ঞান বিষয় পড়াশুনা করে, জীবন ও বিজ্ঞান বা তথ্য ও কাজের মধ্যে যেন কোন ভেদ না থাকে। কমিউনিস্ট নীতিশিক্ষার উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। তাঁর মতে কমিউনিস্ট শিক্ষার মূল ভিত্তি হল ছোটদের কমিউনিস্ট সমাজ গঠন সংগ্রামের উপযোগী করে তোলা।



উদ্ভিদবিদ্যা ক্লাস। কিরগিজিয়ার বীসূত্রভ্স্কায়া বোর্ডিং ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

সোভিয়েত শিক্ষা উচ্চ আদর্শের জন্য খ্যাত। বিদ্যালয়গুলি চেষ্টা করে প্রতিটি অধীত ব্যাপার অবিমিশ্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করা, এবং বর্তমান বিজ্ঞানের প্রগতিশীল তত্ত্বগুলির নতুন পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পাঠ্যক্রমের ভিত্তি তৈরী করা।

ছাত্ররা মোটামুটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করলে তার ভিত্তিতে সোভিয়েত বিদ্যালয় তাদের বিশেষ সত্য থেকে ব্যাপকতর সূত্রে নিয়ে যাবার প্রয়াস করে, চেষ্টা করে যাতে তারা উচ্চ নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের অধিকারী হয়।

সোভিয়েত বিদ্যালয়ে শ্রম সংক্রান্ত শিক্ষা ও পলিটেকনিকাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। পলিটেকনিকাল ট্রেনিং-এর মাধ্যমে ছাত্রদের আধুনিক কৃষি ও শিল্প উৎপাদনের অবশ্য প্রয়োজনীয় ধারাগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ছাত্ররা বহুপ্রচলিত যন্ত্রপাতি চালনায় পটু হয়ে ওঠে। প্রয়োজনীয় পরিশ্রম সহ্য করতে শেখে আর পরিশ্রমের কায়দাটিও রপ্ত করে নেয়।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে ক্লাস ও ইস্কুলের বাইরে কাজ সোভিয়েত শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিদ্যালয়গুলি অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কার্যনির্বাহ করার চেষ্টা করে। বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রদের শিক্ষা ও আচরণে তফাৎ না থাকলে শিক্ষামূলক কাজ সত্যিই সফল হবে। একটি মাত্র সরকারী পাঠ্যধারা অনুসারে বিদ্যালয়ে সাধারণ জ্ঞানশিক্ষার মাত্রা নির্দিষ্ট হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্ররা নিয়ম করে রুশ ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, একটি বিদেশী ভাষা ও যান্ত্রিক অঙ্কনবিদ্যা শেখে। এর ভিতর মন থেকে আঁকা, গান ও শরীর চর্চাও আছে।

ইউনিয়ন ও জাতীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, এ সব বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত রুশ ভাষা শেখানো হয়ে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে পাশ করে যখন ছাত্ররা বেরয় তখন সকলেরই রুশ ভাষায় বেশ দখল হয়ে যায়।

১৯৫৫—৫৬এর শিক্ষাপর্বে সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা ও পলিটেকনিকাল ট্রেনিং চালু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত বিদ্যালয়গুলি নতুন পাঠ্যধারা অনুসারে কাজ আরম্ভ করে।

নতুন পাঠ্যধারায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পূর্বের সাধারণ শিক্ষার মান একই রাখা হয়েছে। এই নতুন পাঠ্যধারায় প্রাথমিক প্রয়োজনের কোঠায় পড়ে না এমন সব বিষয় বাদ দিয়ে মানবিকতা বিষয়ের পাঠের কাল সংক্ষেপ করা হয়েছে। পূর্বের চেয়ে এই পরিকল্পনায় আরও বেশি জোর দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের বয়সোচিত বৈশিষ্ট্যের উপর।

পলিটেকনিকাল ট্রেনিং-এ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, সে জন্য নতুন পাঠ্যধারায় এদের জন্য সময় বেশি রাখা হয়েছে। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রের নতুন পাঠ্যধারায় ছাত্ররা আধুনিক উৎপাদনে এইসব বিজ্ঞানের নিয়ম প্রয়োগের সঙ্গে আরও ব্যাপকভাবে



কিয়েভের কণ্ট্রোল ও মেসারিং যন্ত্রের কারখানায় এসেছে ইয়ং পাইওনিয়ররা তাদের দলপতির (টারনারের কাজে নিযুক্ত) সঙ্গে দেখা করতে।

পরিচিত হচ্ছে। হাতে কলমে ও ল্যাবরেটরীতে কাজের সময়ও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ভিতর নানা শিল্পকেন্দ্র দেখতে যাওয়াও আছে। চতুর্থ থেকে নবম শ্রেণীতে এই জাতীয় বেড়ানোর জন্য বছরে ছটি দিন নির্দিষ্ট থাকে।

নতুন পাঠ্যধারা অনুসারে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত হাতের কাজ শিক্ষা; পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট জমি ও কারখানার বিভিন্ন বিভাগে ব্যবহারিক কাজ ও অষ্টম

থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও যন্ত্রপাতি চালনা শিক্ষা, কৃষি ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ব্যবহারিক কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নতুন পাঠ্যধারার জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক ঠিক করা হচ্ছে। সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ভূগোল, গণিত, ইতিহাস, বিদেশী ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ে ৭০টি নতুন পাঠ্যপুস্তক সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষার সঙ্গে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব কাজকে যুক্ত করার প্রাণপণ চেষ্টা করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের নানা কাজে সাহায্য করে। যেমন শিক্ষা সহায়ক জিনিস, বিদ্যালয়ে ও যৌথখামারে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা, রেডিও বসানো, গ্রামে জলবিদ্যুৎ স্টেশন তৈরী, ভুগর্ভস্থ শস্যাধার ও কৃষি কাজের জন্য প্রযোজনীয় যাবতীয় বাড়িঘর তৈরীর কাজ ইত্যাদি। উৎপাদনের শিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন কোন বিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের শিল্পকেন্দ্রে পাঠান হয়।

গ্রীষ্মকালে যৌথখামারগুলিতে পাইওনিয়রদের ক্যাম্প করা হয়। এই সব ক্যাম্পে ছুটি কাটানোর সময় নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ছাত্ররা কৃষি উৎপাদনের মেহনতি কাজে যোগদান করে।

বিদ্যালয়গুলিতে ক্লাসের বাইরে দলের কাজ বন্দোবস্ত করা হয় ব্যাপক-ভাবে। ছেলেমেয়েরা তরুণ প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের, বৈদ্যুতিক বা বেতার ইঞ্জিনিয়ারিং দলে যোগ দেয। মোটরসাইকেল, মোটরগাড়ী, ট্রাক্টর ও অন্যান্য কৃষি কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বিষয় শিক্ষার দলেও তারা যোগ দেয়।

বিদ্যালয়ের কর্মসংগঠন এবং প্রতিদিনের রুটিণ স্থির করে দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাপর্ব আবম্ভ হয় ১লা সেপ্টেম্বর। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে ও দশম শ্রেণীতে ৩৪ সপ্তাহ ধরে কাজ চলে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণীতে ৩৫ সপ্তাহ কাজ হয়। শিক্ষাপর্বে বিদ্যালয়ে দু'বার ছুটি দেওয়া



বিদ্যালয়ে প্রথম দিন। মায়ের শেষ মুহূর্তের উপদেশ।

হয়। জানুয়ারী মাসে ১২ দিন আব মার্চ মাসে ৬ দিন। শিক্ষাপর্বকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর বছব শেষ হয় মে মাসের শেষে, আর অন্যান্য শ্রেণীর জুন মাসে।

সাধারণ বিদ্যালযের প্রথম তিনটি শ্রেণীতে থাকে দিনে চারটি কবে পাঠ এবং সপ্তাহে ২৪টি পাঠ। চতুর্থ শ্রেণীতে সপ্তাহে ২৬টি, পঞ্চম থেকে



ট্রাক্টব পর্যবেক্ষণ। লেনিনগ্রাদ প্রদেশেব কোলতুশি মাধ্যমিক বিদ্যালয।

সপ্তম শ্রেণীতে ৩২টি এবং অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীতে ৩৩টি পর্যন্ত পাঠ দেওযা হয়।

ইউনিয়ন ও স্বাযত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির বিদ্যালযে পঞ্চম শ্রেণী থেকে রুশ ভাষা ও সাহিত্য শেখাব জন্য সপ্তাহে আরও একটি অতিরিক্ত পাঠ দেওয়া হয়।

পাঠ চলে ৪৫ মিনিট ধরে। প্রত্যেকটি পাঠের পর দশ মিনিট বিশ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্রামের সময় আধঘণ্টা, যাতে ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের খাবারঘরে বসে দুপুরের খাওয়া খেতে পারে।

সোভিয়েত বিদ্যালয়ে শিক্ষার মূল ভিত্তি হল পাঠ। শিক্ষকদের কর্তব্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ম করে পড়ানো; পড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা, ছাত্রদের পবিষ্কার কবে বোঝানো, হাতে কলমে কাজ ও ল্যাবরেটরীব কাজ সুসংবদ্ধ কবা; বেড়াতে নিয়ে যাওয়া ও নানা ধরনের শিক্ষণপ্রণালী কাজে লাগানো যাতে ছাত্রদেব পক্ষে নতুন তথ্য মনে রাখা



বন বিদ্যালযেব বাইরে ক্লাস। উক্রেনেব রভ্নো প্রদেশ।

সহজ হয, নিয়মিতভাবে যা পড়ানো হয় সেগুলি ছাত্ররা মাথায় রাখতে পারছে কিনা সে বিষয় নজর রাখা।

শিক্ষকদের অধীনে ছাত্ররা স্বাধীনভাবে যে সব কাজ করে সে বিষয়গুলিতে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়। ছাত্ররা রচনা লেখে, অঙ্ক কষে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা সংক্রান্ত নানা পরীক্ষা চালায়।

বিদ্যালয়ে শেখা জ্ঞান বা নৈপুণ্য যাতে আরও ভালভাবে মাথায় বসে যায় সেই জন্য বাড়ীর কাজ দেওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রক প্রতিটি শ্রেণীর বাড়ীর কাজের সময় বেঁধে দেন।

প্রথম চারটি শ্রেণীর প্রত্যেকটিতে একজন শিক্ষকই সব বিষয় পড়ান, তিনিই শ্রেণী পরিদর্শকের কাজ করেন। বিষয়ানুযায়ী পড়ানো আরম্ভ হয় পঞ্চম শ্রেণী থেকে।

শিক্ষকরা প্রতিটি পাঠ দেওয়ার আগে নিজেরা সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়ে নেন, সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি বেছে বিদ্যালয়ের নানা যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা সহায়ক জিনিস ইত্যাদির সাহায্যে পড়াতে আরম্ভ করেন।

শিক্ষকরা ক্লাসের বাইরে ছাত্রদের সঙ্গে নানা ধরনের কাজ করেন; তাঁরা পাঠ-চক্র পরিদর্শন, পড়ুয়াদের আলোচনা সভার পরিচালনা ও শিল্পকলা সংক্রান্ত কাজের সংগঠন করেন। ক্লাসের বাইরের কাজে সোভিয়েত



উল্‌ইয়ানভ্‌স্কের লেনিন মিউজিয়ামে নতুন ইয়ং পাইওনিয়রের দীক্ষা গ্রহণ।



আগুনের ধারে বসে ইয়ং পাইওনিয়ররা তাদের অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে গল্প করছে, প্রিমোরিয়ে এলাকা।

বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, কেননা এই কাজের সাহায্যে ছাত্রদের পড়ার প্রতি আগ্রহ, তাদের কার্য ও উদ্যোগ ক্ষমতা ক্রমে বেড়ে ওঠে।

ছাত্রদের জ্ঞান এবং পটুতা পরখ করার জন্য মাঝে মাঝে আলাদা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করা হয়। শিক্ষকরা প্রতি পাঠে নিয়মিতভাবে ছাত্রদের প্রশ্ন করেন, মাতৃভাষায়, বিদেশী ভাষায় এবং গণিতে তাদের জ্ঞান পরীক্ষা করে দেখেন। প্রশ্ন ও পরীক্ষার ফলানুসারে ছাত্রদের মান নির্ণয় করা হয় প্রতি পর্ব এবং বছরের শেষে।

সপ্তম বছরের শেষে অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার জন্য পরীক্ষা হয়। দশম শ্রেণীর ছাত্ররা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়।

যে সব ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয় এবং যাদের আচার-ব্যবহারও উৎকৃষ্ট তারা সকলেই স্বর্ণ বা রৌপ্য

পদক পায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে স্বর্ণ বা রৌপ্য পদক প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষায়তনে বিনা পরীক্ষায় ভর্তি হতে পারে। প্রত্যেকটি সোভিয়েত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'সম্মান ফলক' আছে। সেই ফলকে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের নাম লেখা থাকে।

(খ) নৈতিক শিক্ষা

সোভিয়েত বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সততা, সত্যবাদিতা, দায়িত্বজ্ঞান ও অন্যান্য নৈতিক গুণগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়। তারা যাতে মানুষের কদর বুঝতে শেখে, সম্মান করতে শেখে, বড়দের কথা শোনে, বাপ-মায়ের সেবাযত্ন করে সেই চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের স্বার্থ ও বিদ্যালয়ের সকলের ভালো এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র সমাজেব মঙ্গল এক করে দেখে সেই শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রম হল নৈতিক শিক্ষার একটি বিশিষ্ট বাহন। দলগতভাবে কাজ করলে ছাত্রদের ইচ্ছাশক্তি ও চরিত্রের উন্নতি ঘটে এবং চারপাশে সকলের প্রতি একটি সুস্থ সুন্দর মনোভাব গড়ে ওঠে।

সোভিয়েত বিদ্যালয়গুলি মনে করে তাদের একমাত্র পুণ্যব্রত হল যারা ক্রমে বড় হয়ে উঠছে, শান্তি ও মৈত্রীর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘবদ্ধতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা এবং ছোট বড় নির্বিশেষে জগতের প্রতি জাতিকে সম্মান করতে শেখানো।

ছাত্রদের সচেতনভাবে নিয়মানুবর্তী করে তুলতে, তাদের ভদ্র ব্যবহার শেখাতে বিদ্যালয়গুলি চেষ্টা করে। সোভিয়েত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে 'বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মাবলী'তে নির্দেশ দেওয়া আছে। এই নিয়মাবলী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত।

সোভিয়েত বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। সচরাচর যে সব পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয় সেগুলি প্রত্যেকটিই

শিক্ষণবিজ্ঞান সম্মত যথা — বোঝানো, নির্দিষ্ট নিয়মাবলী, পুরস্কার, শাসন ইত্যাদি।

সোভিয়েত বিদ্যালয়গুলিতে পুরস্কার দেওয়া হয় ছাত্রছাত্রীদের ভিতর মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ ফুটিয়ে তোলার জন্য। শিক্ষা মন্ত্রকগুলি পুরস্কার প্রথা ঠিক করে দেন। এই সব পুরস্কার নানা ধরনের — শিক্ষক বা অধ্যক্ষের মৌখিক প্রশংসা; ক্লাসে বা সভায় লিখিত প্রশংসাপত্র পাঠ; কিম্বা উপহার অথবা প্রশংসাপত্র দান।

গুরু শাস্তি দেওয়ার নিয়মও শিক্ষা মন্ত্রকগুলি বেঁধে দিয়েছেন। শিক্ষক, শ্রেণী পরিদর্শক, অধ্যক্ষের ভর্ৎসনা; ক্লাসের মধ্যে বা অধ্যক্ষ কর্তৃক লিখিত তীব্র ভর্ৎসনা; শিক্ষণবিজ্ঞান বিশারদদের সভায় তলব দেওয়া; খারাপ ব্যবহারের জন্য কম নম্বর দেওয়া ইত্যাদি। সবচেয়ে কঠোর শাস্তি হল ১ থেকে ৩ বছরের জন্য বিদ্যালয়ের বহির্ভূত করে রাখা। কোন রকম দৈহিক শাস্তি দেওয়া নিষিদ্ধ।

সোভিয়েত বিদ্যালয়ে পুরস্কার এবং শাস্তি দুইই নির্ধারিত হয় শিক্ষণ-বিজ্ঞান সম্মত আদর্শ ও সোভিয়েত শিক্ষণবিজ্ঞানের প্রধান সূত্র অনুসারে। কঠোরতা, দৃঢ়তা বা কঠিন আদেশ দেওয়ার সময় ছাত্রদের প্রতি ন্যায় বিচার, তাদের মনুষ্যত্ব বজায় রাখা ও ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ব্যাহত না করা, এই হল সে সূত্র।

সোভিয়েত বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা কমসমোল ও পাইওনিয়রদের সক্রিয় সহযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষা দেন।

সোভিয়েত বিদ্যালয়ের কমসমোল ও পাইওনিয়র সঙ্ঘগুলি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনোয় এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, তাদের নিয়মানুবর্তিতা, কর্মক্ষমতা, অধ্যবসায় ও শ্রমের প্রতি সম্মান ইত্যাদি গুণগুলি বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করে।

ভ. ই. লেনিনের নামে তরুণ পাইওনিয়র কমিউনিস্ট সঙ্ঘ ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি নয় থেকে পনের বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য। সোভিয়েত বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই পাইওনিয়র। প্রত্যেক

ছাত্র পাইওনিয়র দলে যোগ দেবার সময় শপথ গ্রহণ করে যে লেনিনের উপদেশ পালন করবে, দৃঢ়তার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির স্বার্থরক্ষা করবে; জীবন ও পড়াশুনা এমন ধারায় চালাবে যাতে সে সোভিয়েত মাতৃভূমির উপযুক্ত নাগরিক হতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা স্মরণীয় গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে পাইওনিয়র দলে প্রবেশ করে।

পাইওনিয়র সঙ্ঘগুলির কাজ পরিচালনা করা হয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের আত্মনির্ভরশীল ও সক্রিয় কাজকর্মের ভিত্তিতে। পাইওনিয়রদের ভাগ করা হয় দল, পল্টন আর বাহিনীতে। দলের নেতা, পল্টন ও বাহিনী পরিষদ পাইওনিয়ররা নিজেরাই নির্বাচন করে। প্রত্যেকটি পাইওনিয়রকে নিজ নিজ দল, পল্টন বা বাহিনীর কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেই হয়। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং ক্ষমতা অনুসারে নিজ নিজ গুণ বিকশিত করে তুলতে হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পাইওনিয়রদের নানা বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ, ঔৎসুক্য ও চাহিদা থাকে। যাবতীয় আগ্রহ, উৎসাহ, অনুসন্ধিৎসা যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে মেটাবার জন্য বাহিনী বা পল্টন পরিষদ সমাবেশ, প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা, পাইওনিয়রদের ইঞ্জিনিয়ারিং, অঙ্কন ও চারুশিল্প প্রদর্শনী, খেলা, বেড়ানো, নামকরা লেখক, বৈজ্ঞানিক, কর্মী বা যে কোন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা ও পরিচালন করে, তাছাড়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে, ব্যবস্থা করে বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিপত্র বা উপহার আদান-প্রদানের ইত্যাদি।

পড়াশুনো, শ্রম বা সামাজিক কাজে সাফল্যের জন্য পাইওনিয়র সঙ্ঘের তরফ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়। শ্রেষ্ঠ পাইওনিয়ররা লিখিত প্রশংসাপত্র লাভ করে। বিশিষ্ট পাইওনিয়র পল্টন, বাহিনী ও পাইওনিয়র নেতার নাম ভ. ই. লেনিন নামে তরুণ পাইওনিয়র সঙ্ঘের সম্মান কেতাবে লেখা থাকে।

যে সব পাইওনিয়র নিজের দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করে না তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। সবচেয়ে বড় শাস্তি হল বাহিনী পরিষদের নিন্দা।

পাইওনিয়র সঙ্ঘের কাজকর্ম পরিদর্শন করে নিখিল ইউনিয়ন লেনিন কমিউনিস্ট যুব সঙ্ঘ (কমসমোল)। ১৯১৮ সালে কমসমোল সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কমসমোল সঙ্ঘ চেষ্টা করে প্রত্যেক পাইওনিয়র সব সময় সব জায়গায় — বিদ্যালয়ে, বাড়ীতে, রাস্তায় বা তরুণ পাইওনিয়র ক্যাম্পে — যেন নিজের নাম রেখে চলতে পারে, আদর্শ হতে পারে অন্যান্য শিশুদের।

বিদ্যালয়ের কমসমোল সঙ্ঘ শ্রেষ্ঠ কমসমোলদের ভিতর থেকে পাইওনিয়র পল্টনের নেতা নিযুক্ত করে। তরুণ পাইওনিয়রদের সঙ্গে প্রাত্যহিক হাতে কলমে কাজ করার জন্য কমসমোল সঙ্ঘ থেকে বেছে বেছে সব ব্যাপারে পটু সিনিয়র পাইওনিয়র নেতাদের প্রত্যেকটি পাইওনিয়র বাহিনীতে পাঠান হয়। সিনিয়র পাইওনিয়র নেতা একাধারে পাইওনিয়রদের শিক্ষক ও বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু। নিজে হাতে যে সব কাজ পাইওনিয়র দল করে থাকে নেতা হয় তাদের সংগঠক। পাইওনিয়র নেতা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে কাজ চালায় এবং নিজে বিদ্যালয়ের শিক্ষণবিজ্ঞান বিশারদদের সভার সভ্য থাকে। শিক্ষণবিজ্ঞান বিদ্যালয়ের বিশেষ বিভাগে সিনিয়র পাইওনিয়র নেতাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রেণী পরিদর্শক সরাসরিভাবে পাইওনিয়র নেতাদের, নিজ শ্রেণীর পাইওনিয়রদের ও কমসমোলদেরও সাহায্য করেন। শ্রেণী পরিদর্শক নিজের ক্ষমতা জারি করে ছাত্রদের সক্রিয়তায় বাধা দেন না, বরঞ্চ তাদের স্বাধীন চিন্তা এবং কর্মে সাহায্য করেন সমাবেশ পাইওনিয়র দল, পল্টন ও কমসমোলদের সভায় যোগদান করে।

অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের সহায়তায় পাইওনিয়রদের কাজ পরিচালনা করাই কমসমোলদের একমাত্র কাজ নয়। কমসমোলরা বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি দলগত কাজে যোগ দেয় এবং বিদ্যালয়ের সার্বজনীন শিক্ষা, ছাত্রদের

মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, নৈতিক ও শ্রম বিষয়ে শিক্ষাদান সম্বন্ধে সাহায্য করে। সাধারণত কমসমোলদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যবস্থাই চালু করা হয় না।

কমসমোলরা বিদ্যালয়ের 'দেওয়ালপত্র' প্রকাশ করে। এই পত্রিকা পড়ে ছাত্ররা বিদ্যালয়ের চিত্তাকর্ষক ঘটনা ও জীবন সম্বন্ধে অবগত হয়। বিদ্যালয়ের কাগজটিকে ছাত্রদের দোষত্রুটি সমালোচনার কাজেও লাগান হয়। পড়াশুনায়, সামাজিক এবং শ্রম সংক্রান্ত কাজে অবহেলার দরুণ খোলাখুলিভাবে সকলেব সামনে নিন্দা কবা হয। এই ভাবে বিদ্যালয়ে একটি যথার্থ জনমত গড়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নেব বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি শ্রেণীও নিজস্ব দেওযালপত্র প্রকাশ কবে। কমসমোল সংবিধি অনুসাবে কমসমোলের দল ইস্কুলে কাজ কবে।

বিদ্যালয়ের সাধারণ সভায় নির্বাচিত একটি ছাত্র কমিটি কমসমোল সঙ্ঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে অধ্যক্ষের অধীনে কাজ করে চলে।

কমসমোল ও পাইওনিয়রদের কাজে সহায়তা করার জন্য সোভিযেত ইউনিয়নে প্রচুর সংখ্যায় বই, পত্রিকা ও খববের কাগজ প্রকাশিত হয়।

(গ) সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা

সোভিয়েত বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সৌন্দর্য বোধ ও সৃষ্টি ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা। বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি কাজের মাধ্যমে বিশেষত অঙ্কন, গান, সাহিত্য ও পাঠ্যক্রমের অতিরিক্ত যে সব কাজ করান হয় তার মাধ্যমে ছাত্রদের ভিতর সৌন্দর্য বোধ জাগিয়ে তোলা হয়।

চারুকলায় ছাত্রদের আগ্রহী করার জন্য, শিল্পগুণ সম্পন্ন মন ও দৃষ্টিভঙ্গীতে সবকিছু বিচার করতে তাদের সক্ষম করে তোলার জন্য কলা জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এই উদ্দেশে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির কপি দেখানো হয়। সঙ্গীত

সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, সেখানে ছাত্ররা শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিশারদদের রচনা ও গান বাজনা শুনতে পায়। শিল্প প্রদর্শনী, শিল্প মিউজিয়াম, থিয়েটার ও চলচ্চিত্র ছাত্রদের দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়।

শিল্প জগতের সঙ্গে কেবলমাত্র মৌখিক পরিচয়ই ছাত্রছাত্রীদের সুকমারবৃত্তি শিক্ষার শেষ কথা নয়। ছাত্রদের প্রতিদিনকার জীবনে সৌন্দর্য বোধের পরিচয় থাকা বিদ্যালয়গুলি অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে করে। এই কাবণে বিদ্যালয়ের ঘরদোর সাজিয়ে রাখা হয় এবং ছাত্রদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে বাধ্য করা হয়।

শিশু গানের দল, নাচের দল, শিল্পচক্র, আবৃত্তি ও নাটক সঙ্ঘ, গণবাদ্যের অর্কেস্ট্রা, ব্যাণ্ড ইত্যাদি সবকিছুর ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে করা হয়।

বিদ্যালয়ে বিপ্লবের উৎসব উপলক্ষে সভাসমাবেশ ও অনুষ্ঠান, ফুল উৎসব, সঙ্গীত উৎসব, নববর্ষের আসর, অপেশাদারী শিল্পী জলসা, নাটক অভিনয় ইত্যাদি করা হয়। বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়-বহির্ভূত সংস্থাগুলি পৃথিবীর সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের মহান প্রতিনিধিদের বার্ষিকী পালন করে। শিশু শিল্পীদের চারুশিল্পেব প্রদর্শনী, গানের জলসা বছরে একবার প্রতি বিদ্যালয়ে, অঞ্চলে, সহরে, এলাকায় হয়ে থাকে। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই প্রদর্শনী বা জলসায় যোগদান করে।

১৯৪৬ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতি বছর নিখিল ইউনিয়ন অপেশাদারী শিশুশিল্প প্রদর্শনী হয়। শত শত ছবি, মূর্তি, গৃহ ইত্যাদি সজ্জা প্রকরণ এবং প্রযুক্ত শিল্পের নমুনা এই প্রদর্শনীতে থাকে। এই জাতীয় প্রদর্শনীর এগার নম্বরের প্রদর্শনীটি ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী—মার্চ মাসে মস্কো সহরে হয়ে গেছে। সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ৬ হাজারের বেশী বিভিন্ন ধরনের কাজ এই প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিল। গত দুবছরেই সোভিয়েত দেশের ছেলেমেয়েদের চারুশিল্প প্রদর্শনী ভারতবর্ষ, চীন, কানাডা, জাপান ও অন্যান্য দেশে হয়ে

গেছে। কয়েকটি কাজের জন্য তারা আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পদক পেয়েছে।

শিশুদের সঙ্গীত শিক্ষালয়, নৃত্য শিক্ষায়তন ও চারুকলা প্রতিষ্ঠানগুলি হাজার হাজার গুণী ছেলেমেয়েদের প্রতিভা বিকশিত করে তুলছে। শিশুদের সৌন্দর্য শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ করে চলেছে।

(ঘ) শিশুর শরীরচর্চা শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদ

বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজের সঙ্গে শরীরচর্চা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পাঠ্যক্রমেই শরীরচর্চার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতে সপ্তাহে দু'দিন প্রত্যেক বার এক ঘণ্টা করে শরীরচর্চা দেওয়া হয়। মুক্ত বাতাসে শরীরচর্চার জন্য প্রতি সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নানা রকম প্রয়োজনীয় জিনিস সম্বলিত খেলার মাঠ আছে।

ব্যাপকভাবে শরীরচর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা প্রতি বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষায়তনে আছে। এরই মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন শ্রমের প্রস্তুতির জন্য ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুতির পরীক্ষায় ছাত্রদের তৈরী করা হয়।

পরীক্ষাটি জটিলতা অনুসারে তিনটি পর্বে বিভক্ত। 'শ্রমের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও' এই পর্বটি তের থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য; শ্রমের ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রথম পর্ব পনের থেকে সতের বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য; এবং পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব আঠার বা তার চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য।

পরীক্ষার প্রত্যেকটি পর্বেই কায়িক ও তাত্ত্বিক অংশ আছে।

কায়িক ভাগের মধ্যে পড়ে প্রত্যুষে ব্যায়াম, সাঁতার, স্কি করা, দৌড়নো, লাফানো, ছোঁড়া, খেলাধুলা ও অন্যান্য অনেক কিছু।

যেমন 'শ্রমের ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত হও' এই পর্বে মেয়েদের দশ সেকেণ্ডে এবং ছেলেদের ৯·৬ সেকেণ্ডে ৬০ মিটার দৌড়; ২৫ মিটার সাঁতার মেয়েদের ৩০ সেকেণ্ডে, ছেলেদের ২৭ সেকেণ্ডে, দৌড়ে দীর্ঘলম্ফন মেয়েদের জন্য ২·৮০ মিটার এবং ৩·২৫ মিটার ছেলেদের জন্য ইত্যাদি এই রকম ব্যবস্থা আছে।

'শ্রমের ও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুতি'র পর্ব ক্রমশ আরও কঠিন ও অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে ওঠে। যেমন ঐ পর্বে মেয়েদের ১৬ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ২·৫০ মিনিটে ১০০ মিটার সাঁতার, এবং ৩·৩০ মিটার দৌড়ে দীর্ঘলম্ফনের ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের যথাক্রমে ১৪·৬ সেকেণ্ডে দৌড়, ২·৩০ মিনিটে সাঁতার আর ৩·৮০ মিটারের দীর্ঘলম্ফনের ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয় পর্বের মাত্রা আরও উঁচু।

তাত্ত্বিক বিষয়ের মধ্যে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের শরীরচর্চা ও খেলাধুলা সম্বন্ধে ও স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান।

কায়িক বিষয়ের ফলাফল রেকর্ড করা হয় প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যেমন শ্রেণী চ্যাম্পিয়নশিপ, পাইওনিয়র পল্টন বা বাহিনীর চ্যাম্পিয়নশিপ, বিদ্যালয় বা বিশেষ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায়।

ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের ও বিদ্যালয়ের বাইরে শরীরচর্চার প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা দল আছে। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই সেই দলে পড়ে। এই দলের কাজ ছাত্রদের উদ্যোগ ও সক্রিয়তার ভিত্তিতে গড়ে উঠে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এক হাজারটির বেশী ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার ইস্কুল আছে। শরীরচর্চায় প্রতিভাশালী ১৬০ হাজারের বেশী ছেলেমেয়ে প্রতি বছর ঐ সব ইস্কুল থেকে শিক্ষা লাভ করে।

চিরাচরিত প্রথা মত দেশের সর্বত্রই বিদ্যালয়, অঞ্চল, সহর এবং এলাকার শরীরচর্চা ও খেলাধুলার প্রতিযোগিতা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ফিল্ড ও ট্র্যাকের খেলাধুলা, জিমন্যাস্টিক, সাঁতার, বাসকেটবল, ভলিবল খেলার ইত্যাদির প্রথম নিখিল ইউনিয়ন স্পার্টাকিয়াড অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে লেনিনগ্রাদে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ে ৫০ লক্ষ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যোগ দেয়। দ্বিতীয় স্পার্টাকিয়াড হয় ১৯৫৫ সালে, অগস্ট মাসে কিয়েভ সহরে। স্পার্টাকিয়াডের পূর্বে প্রতি বিদ্যালয়, সহর, অঞ্চল, প্রদেশ ও প্রজাতন্ত্রের মধ্যে শরীরচর্চা, খেলাধুলা ইত্যাদির প্রতিযোগিতা হয়। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর ৯০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়।

তৃতীয় নিখিল ইউনিয়ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্পাটাকিয়াড হয়েছিল ১৯৫৬ সালে মস্কো সহরে। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের স্পার্টাকিয়াডে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও যোগ দেয়।

গ্রীষ্মের স্পার্টাকিয়াড ছাড়াও শীতকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্কি বা স্কেটিং প্রতিযোগিতা হয়। কেবলমাত্র 'পিওনেরস্কায়া প্রাভদা' পত্রিকা পুরস্কারের জন্য ১৯৫৭ সালে শীতকালে রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের প্রায় ৪৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রক বিদ্যালয়ের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মকানুন বেঁধে দিয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের রেড ক্রশ এবং রেড ক্রেসেণ্ট সোসাইটি বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে প্রভূত সাহায্য করে।

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন ডাক্তার ও একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্স আছেন। তাঁরা স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে ও বিধিনিষেধগুলি পালন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজর রাখেন। ছাত্রদের স্বাস্থ্যের শারীরিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেন, শরীরচর্চা ক্লাস, শরীরচর্চা খেলাধুলার দলের কাজ পরিদর্শন করেন।

শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিতভাবে ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচার করেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং কিশোরদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনেক কিছু করা হয়। কেবলমাত্র ১৯৫৭ সালেই ৬০ লক্ষের বেশী শিশু, কিশোর-কিশোরী ক্যাম্পে, শিশুস্বাস্থ্যনিবাসে এবং ভ্রমণকারীদের আস্তানায় ছুটি কাটায়।

প্রত্যেক বছর প্রচুর পাইওনিয়র ক্যাম্প ও ভ্রমণকারীদের আস্তানার ব্যবস্থা করা হয়। শত শত হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ছুটির সময়ে এই সব ক্যাম্পে যোগ দিয়ে সমাজকল্যাণের কাজে সহায়তা করে।

ক্রিমিয়ার দক্ষিণ উপকূলে নিখিল ইউনিয়ন পাইওনিয়র ক্যাম্প 'আর্তেক' বিখ্যাত। ১৯২৫ সালে 'আর্তেক' স্থাপনের পর থেকে শত শত সহস্র সহস্র পাইওনিয়র এই ক্যাম্পে ছুটি কাটিয়েছে। এই জাতীয় তরুণ পাইওনিয়রসদন প্রত্যেকটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রেই আছে।

গ্রীষ্মকালে যে সব ছেলেমেয়ে সহরে থাকে তাদের জন্য ক্যাম্প ও খেলার মাঠ খোলা হয় বিদ্যালয়ে, গৃহ ব্যবস্থাপক বিভাগের অধীনে বা পার্কে।

গ্রামে, বা যেখানে নতুন কিছু গড়া হচ্ছে, বড় বড় সহরে বা দেখবার মত জায়গায় বেড়াতে যাওয়াটা সোভিয়েত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মনের মত ব্যাপার।

সারা বছর ধরে স্টেডিয়ম, ক্লাব ও গৃহ ব্যবস্থাপক বিভাগের অভিভাবক কমিটির পক্ষ থেকে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। সাঁতার ও স্কি করার ঘাঁটি, স্কেটিং-এর জায়গা, গৃহক্লাব, গ্রন্থাগার; খেলাধুলার ঘর ইত্যাদি নির্মাণ করা হয় শিশুদের জন্য। এই সব কাজ বিদ্যালয়, পাইওনিয়র গৃহ ও প্রাসাদের সহযোগিতায় করা হয়।

শীত ও বসন্তের ছুটির সময় ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ব্যাপক ও বিভিন্ন রকমের কাজ চলে।

যে সব শিশুদের স্বাস্থ্য খারাপ তাদের জন্য স্বাস্থ্যকর জায়গায় বহু স্বাস্থ্যগঠন বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এই সব বিদ্যালয়ের ক্লাস এবং ক্লাসের বাইরের কাজ যতদূর সম্ভব খোলামেলা জায়গায় হয়। ছাত্রছাত্রীদের সর্বদা শিশুচিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

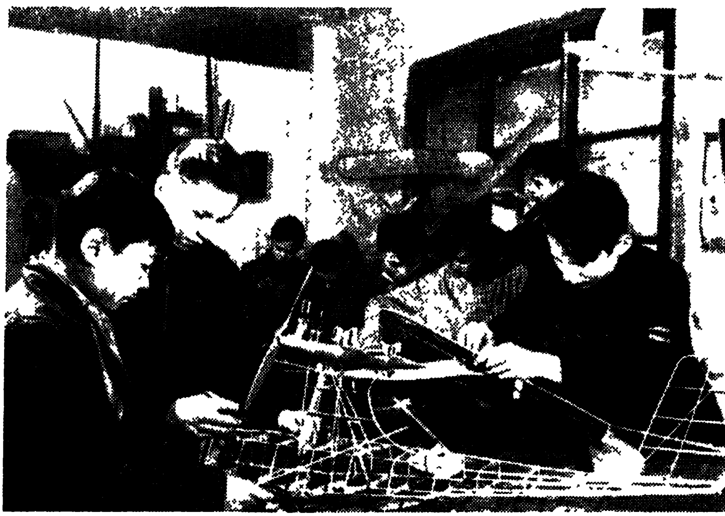
৫ বিদ্যালয়-বহির্ভূত সংস্থা

বিদ্যালয়-বহির্ভূত সংস্থার লক্ষ্য হল ছাত্রছাত্রীদের সৃষ্টি শক্তি, স্বয়ংক্রিয়তা ও অগ্রণী হওয়ার ক্ষমতা বিকশিত করা। এই জাতীয় শিক্ষায়তনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রায় ছেয়ে গেছে। ১৯৫৭ সালে ২,৩৮২টি পাইওনিয়র গৃহ ও প্রাসাদ, ২৫৮টি শিশুদের শিল্প স্টেশন, তরুণ প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের ২১৪টি স্টেশন, ১৩৫টি মজার পার্ক, ১৩৫টি বিহার ও ভ্রমণ ঘাঁটি এবং অন্যান্য এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান ছিল।

লেনিনগ্রাদ পাইওনিয়র প্রাসাদের বিভিন্ন চক্রে বিদ্যালয়ের ছাত্র সভ্যসংখ্যা ১০ হাজারের চেয়েও বেশি। মস্কো, স্ভের্দলোভস্ক, তাশকেন্ত, খারকভ, মিনস্ক, ত্বিলিসি, রিগা ইত্যাদি সহরের পাইওনিয়র প্রাসাদ ও গৃহগুলিতে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়-বহির্ভূত কাজ করতে আসে। সাধারণ বিদ্যালয়ের ক্লাস শেষ হবার পর পাইওনিয়র গৃহ ও প্রাসাদের পড়ার ঘর, ল্যাবরেটরী, গান ও শিল্প স্টুডিও, বক্তৃতা ঘর, কারখানা, জিমনাসিয়া খেলার ঘর, গ্রন্থাগার ইত্যাদি স্থানগুলি ছেলেমেয়েদের ভিড়ে ভরে যায়। নিজেদের পছন্দ ও ঝোঁক অনুসারে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিক্ষা বেছে নেয়।

গত কয়েক বছরের মধ্যে নিজের অঞ্চল বিষয়ে জ্ঞান আহরণের ব্যাপক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৯০ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ১৯৫৪—৫৭ সালে ভ্রমণ দলে যোগ দেয়।

১৯৫৬ সালে 'পিওনেরস্কায়া প্রাভদা' পত্রিকার ছাত্রপাঠকদের উদ্যোগে অক্টোবর বিপ্লবের চত্বারিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে পাইওনিয়র ও বিদ্যালয়ের



এরা একটি হাইড্রোপ্লেনের মডেল গড়ে তোলায় ব্যস্ত। নেনেৎস জাতীয় এলাকার অন্তর্ভুক্ত নাব্ইয়ান-মারের কিশোর শ্রমশিল্পবিদদের স্টেশন।

ছাত্রছাত্রীদের নিখিল ইউনিয়ন অভিযান সুরু হয়। ১৫ হাজারটিরও বেশী পল্টন এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে। ছেলেমেয়েরা খনিজ সম্পদ খোঁজে, প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে সহায়তা করে, যাদুঘর ও বৈজ্ঞানিক ইনস্টিটিউটের দেওয়া কাজ করে। বিজ্ঞানীরা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাস্তুসংস্থাপক প্রশাসন, বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগ এই সব শিশু পর্যটকদের কাজে নানাভাবে সাহায্য করে।

তরুণ প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের স্টেশনগুলি শিশুদের কৃষি কাজ ভালবাসতে শেখায় ও প্রকৃতির প্রতি অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। তরুণ প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাজ জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকেও প্রয়োজনীয়। অগ্রণী বিদ্যালয় ও স্টেশন কাছাকাছি যৌথখামারে উন্নততর ও নবতম কৃষি কর্মপদ্ধতি চালু করতে সাহায্য করে।

প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামের বিদ্যালয়ে এবং অনেক সহরের বিদ্যালয়ে ফলের বাগান ও জমি আছে। ছাত্ররা নানা জাতীয় শস্য, ঘাস, ছোট গাছ, ঝোপ, ফলের ও ফুলের গাছ লাগায়, আর নিজস্ব এলাকার জন্য প্রয়োজনীয় দামী বিভিন্ন জাতের নতুন গাছ তৈরী করে। যেমন মাগাদান সহরের এলাকা নিরীক্ষণ যাদুঘরের তরুণ প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা ছ'বছর ধরে প্রচণ্ড প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও প্রচুর স্ট্রবেরী আর কারাণ্ট ফলিয়েছে। তরুণ প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের লাগান ৫ হাজারের ও বেশী বেরী ঝোপের চারা কোলিমা অঞ্চলের যৌথখামারগুলিতে প্রথম পোঁতা হয়েছে।

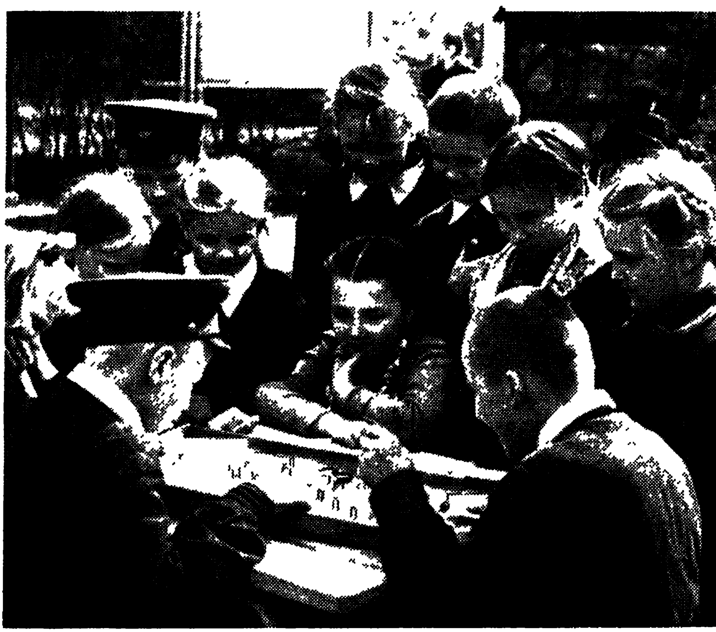
'পটু হাত' ও 'কিশোর শিল্পবিদ' চক্রগুলি সোভিয়েত বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়-বহির্ভূত সংস্থাগুলিতে বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠেছে। কিশোর শিল্পবিদের দল মহা উৎসাহে বৈদ্যুতিক ও বেতার ইঞ্জিনিয়ারিং, নকল বিমান, মোটরগাড়ী, ট্রাক্টর ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার কাজে যোগ দেয়। কাজাখীয় ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের আলমা-আতা অঞ্চলের কাসকেলেন শিশুসদনের ছেলেমেয়েরা নিজেদের বেতাব কেন্দ্র তৈরী করেছে আর যৌথখামারীদের বাড়ীতে বাড়ীতে বেতার যন্ত্র বসিয়েছে। কিশোর বেতার উৎসাহীরা প্রায়ই তাদের ছোট্ট বেতার যন্ত্র এবং বিদ্যুতাগার নিয়ে যৌথখামারের মাঠে চলে যায়, সেখানে কেন্দ্রীয় বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান যৌথখামারের চাষীদের শোনায়।

মস্কোতে যে নিখিল ইউনিয়ন শিশু কারিগরী প্রচেষ্টার প্রদর্শনী হয়েছিল তাতে ইস্কুলের ছোট ছেলেমেয়েদের তৈরী দুহাজারেরও বেশি জিনিস দেখানো হয়। যেসব জিনিস দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল



লিট্‌ল রেড রাইডিং হুড ব্যালের মহড়া। দক্ষিণ-সাখালিন্‌স্ক ইয়ং পাইওনিয়র ভবনে নাচের দল।

তার মধ্যে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতির নানা উপকরণের কার্যকারী মডেল ছিল। প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী এবং অন্যান্য ব্যাপক কাজ লক্ষ লক্ষ পাইওনিয়র আর ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের কারিগরী কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার সহায়তা করে।



মস্কোর গোর্কি পার্কে টেবিলের খেলা।

প্রত্যেকটি সোভিয়েত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি করে গ্রন্থাগার আছে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলো শিক্ষার্থীদের বই পড়া, স্বাধীনভাবে বই বাছা, মনের পরিধি প্রসারিত করার কাজে শিক্ষকদের সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী যা শিখেছে গ্রন্থাগারের সাহায্য তা তারা আরো ভালো করে আয়ত্ত করতে পারে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এবং ক্লাসের বাইরে বই



ফিরদৌসী রাষ্ট্রীয় পাব্লিক লাইব্রেরীর পড়ার ঘর, স্তালিনাবাদ।

পড়ার গৃহীত তালিকা অনুসারে এই গ্রন্থাগারগুলিতে বইয়ের জোগান দেওয়া হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় শিশুগ্রন্থাগার এবং বড়দের গ্রন্থাগারে শিশুবিভাগের সংখ্যা ৬ হাজার।

১৯৩৬ সালে রাষ্ট্রীয় শিশুসাহিত্য প্রকাশালয় প্রতিষ্ঠিত হয়; এই কুড়ি বছরের মধ্যে ৫০ কোটি খণ্ড বই এই প্রকাশালয় থেকে বেরিয়েছে। ১৯৫৭ সালে এই প্রকাশালয় থেকে ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য নানা প্রকারের ছয়শ'র চেয়েও বেশী বই বেরয়, এগুলি সবই হয় গল্পের, নয় সহজ বিজ্ঞানের বই। ২২০ লক্ষ খণ্ডেরও বেশী বই বিশেষভাবে শিশু গ্রন্থাগারগুলোর জন্যই প্রকাশিত হয়েছে।

শিশু এবং কিশোরদের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে বই প্রকাশের হার বেড়েই চলেছে। ১৯১৮ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে শিশু, কিশোর এবং তরুণদের জন্য ৫০ হাজারেরও বেশী বই প্রকাশিত হয়েছে, বইয়ের কাটতি প্রায় ১৭০ কোটি। ১৯৫৬ সালে যত শিশুসাহিত্য প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৩ সালের চেয়ে তা ২৬ গুণ এবং ১৯৪০ সালের চেয়ে ৫ গুণ বেশী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ৫৮টি ভাষা সমেত শিশুসাহিত্য ৭৩টি ভাষায় প্রকাশিত হয়। অক্টোবর বিপ্লবের আগে নেন্‌ত্‌সি, চুক্‌চা, নোগাইস্কি, কোরিয়াকি প্রভৃতি যে ২০টি জাতির ভাষায় কোনো লিখিত ভাষা ছিল না, সেই সব ভাষায় এখন শিশুসাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে। চিরায়ত রুশ সাহিত্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতির সাহিত্য, আধুনিক সোভিয়েত সাহিত্য, বিদেশী প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের লেখার বিপুলসংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

শিশু এবং কিশোরদের জন্য ১৩৭টি সংবাদপত্র আছে (এগুলির কাটতি হল ৯২ লক্ষ)। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাষায় ২৯টি পাইওনিয়র পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

দেশের কোন কোন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ছোটদের

জন্য বই লিখে থাকেন। পাঠকদের সম্মেলনে নতুন বই আর' পত্রিকা নিয়ে সমালোচনা করা হয়।

বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বইয়ের প্রতি ভালবাসা ও কৌতূহল বাড়ানোর জন্য ১৯৪৪ সাল থেকে প্রতি বছরে শিশুগ্রন্থসপ্তাহ পালন করা হচ্ছে।

মস্কোতে ১৯৫০ সালে শিশুগ্রন্থভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এই ভবনে শিশুসাহিত্যক্ষেত্রে নানা বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক কাজ করা হয়ে থাকে এবং তরুণ পাঠকদের চাহিদা বিবেচনা করা হয়।

অনেক পাইওনিয়র গৃহ ও প্রাসাদে মজার খেলার সংগ্রহগুলি অত্যন্ত সমাদৃত। ছেলেমেয়েরা এই সব খেলার সামগ্রী মাঝে মাঝে বিনা পয়সায় বাড়িতেও কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যেতে পারে, পাইওনিয়র দল ও পল্টনের জন্য নানা রকম খেলার সংগ্রহ নিয়ে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে আর শিশুসদনে যায়, বুলভারে আর পার্কে নানা শাখা গঠিত হয়; চিঠির মাধ্যমে অনেককে নিয়ে খেলার ব্যবস্থা প্রভৃতি করে।

রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের শিক্ষা মন্ত্রকের একটি খেলনার মিউজিয়াম আছে। এই মিউজিয়ামে খেলনার কারখানায় তৈরী খেলনা এবং নানা অভিনব নক্সার খেলনার নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়। নিদর্শনগুলি এবং খেলনায় শিশুদের কৌতূহল পর্যবেক্ষণ করা হয়। নতুন খেলনার নক্সা গঠনে এই মিউজিয়াম যোগ দেয়।

৬ শিশুসদন

সোভিয়েত ইউনিয়নে অনাথ ছেলেমেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজ। এই কাজের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—শিশুসদন—গঠিত হয়েছে, সদনে যারা থাকে তাদের ভরণপোষণের ভার

রাষ্ট্রের উপর। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে শ্রমিকদের পরিবারেও অনেক অনাথ ছেলেমেয়েদের মানুষ করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে নানা ধরনের ৪,৪৬০টি শিশুসদন আছে, তাতে ৩,৮১,২০০ অনাথ শিশু মানুষ করা হয়। অন্ধ, মূকবধির এবং মনোবিকাশে বাধাপ্রাপ্ত শিশুদের জন্য বোর্ডিং ইস্কুলও এর অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে শিশুসদনে খুব অল্পসংখ্যক অনাথশিশুকেই মানুষ করা হয়, তাদের সংখ্যা যুদ্ধপূর্ববর্তী ১৯৪০ সালের সংখ্যার সমীপবর্তী।

শিশুসদনগুলি বয়সানুসারে গঠিত, যেমন, ৩—৭ বছর বয়স্কদের জন্য আলাদা সদন এবং বিদ্যালয়ের বয়সোপযোগীদের জন্য আলাদা। ১৯৫৬ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হবার ফলে শিশুসদনে শিশুদের রাখার কাল বেড়ে গেছে, এখন ছেলেমেয়েদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত রাখা হয়। তার মানে রাষ্ট্র যে শিশুকে মানুষ করার ভার নিয়েছে, সে মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করে না বেরনো পর্যন্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

এছাড়া, রুগ্ন শিশুদের জন্য স্যানাটরিয়াম ধাঁচের শিশুসদনও আছে।

অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত শিশুসদনের ছেলেমেয়েরাও একই সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে। শিশুসদনে কোনো বিশেষ পৃথক বিদ্যালয় নেই। শিশুসদনের ছেলেমেয়েরা যে বিদ্যালয়ে যায়, সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহায়তায় শিশুসদনগুলি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে। এই কাজের জন্য শিশুসদনগুলি বিভিন্ন বয়সানুক্রমিক বিভাগের জন্য বিশেষ রুটিণ তৈরী করে।

শিশুসদনের ছেলেমেয়েদের বিধিবদ্ধ শ্রমশিক্ষাও দেওয়া হয়। শ্রমশিক্ষার উদ্দেশ্য হল পলিটেকনিকাল ও বৃত্তিশিক্ষা দেওয়াতে বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করা। ছেলেমেয়েদের স্বাধীন জীবনযাত্রা এবং ভবিষ্যৎ কাজের জন্য তৈরী করে তোলা হয়।

শিশুদের শ্রমশিক্ষণের তিনটি বিভাগ আছে ; শ্রমশিল্প শিক্ষণ, কৃষিশ্রম শিক্ষণ এবং দৈনন্দিন শ্রমনিপুণতা শিক্ষণ। শ্রমশিক্ষণের বিষয় এবং অনুক্রম শিক্ষামন্ত্রকের দ্বারা অনুমোদিত কার্যসূচী অনুসারে নির্ধারিত।

শিশুসদনে কৃষিকাজের জন্য জমি এবং তালাচাবি, যন্ত্রাদি ও ছুতোরের কাজের কারখানা আছে। সেলাই আর সৌখীন কারিগরীর



শিশুসদনের ছেলেমেয়েরা। দাগেস্তানের গুনিব গ্রাম।

কারখানাও আছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেমেয়েদের কাগজ আর কার্ডবোর্ড দিয়ে কাজ শেখান হয়। শিল্পকলাবিদরা এই সব কারখানায় ছেলেমেয়েদের কাজ শেখায়।

বিদ্যালয়-বহির্ভূত বহুমুখী শিক্ষাকার্যও শিশুসদনে পরিচালিত হয় ; এই কাজের ফলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাবলম্বিতা, কর্মক্ষমতা এবং উৎসাহের বিকাশ ঘটে। ক্লাসের বাইরে বইয়ের পড়াশুনো, শ্রমশিল্প, সঙ্গীত, খেলাধুলা এবং অন্যান্য চক্রে যোগদান, বেতারের অনুষ্ঠান শোনা, সিনেমা এবং নাটক দেখার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের মত শিশুসদনে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে কমসমোল আর পাইওনিয়র সংগঠনগুলি বিরাট অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক শিশুসদনে পরিচালক এবং শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও সক্রিয়তা পরিদর্শনের ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ আছে। ছেলেমেয়েরাই সবচেয়ে সক্রিয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে একবছরের জন্য নির্বাচিত করে পরিষদ গড়ে তোলে।

সোভিয়েত জনগণ শিশুসদনের ছেলেমেয়েদের প্রতি বিশেষ মনোযোগী। শ্রমশিল্প এবং কৃষি সংস্থা, যৌথখামার, নানা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সব শিশুসদনের পৃষ্ঠপোষকতা করে।

প্রত্যেক শিশুসদনে একটি করে অছি পরিষদ আছে, স্থানীয় সোভিয়েত এবং জন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই অছি পরিষদ গঠিত। অছি পরিষদ শিশুসদনে শিক্ষা, শিক্ষণ, ছেলেমেযেদের ভরণপোষণের কাজে সাহায্য করে এবং একেক পর্বে স্থানীয় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত নিজ কাজ কর্মের হিসাব দেয়।

সোভিয়েত শিশুসদনে হাজার হাজার শিক্ষক কাজ করে। তাদের অনেকেই অনাথ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কাজে নিজেদের সারা জীবন উৎসর্গ করেছে। বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষক অ. স. মাকারেঙ্কো শিশুসদনের মত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কাজ করতেন।

শিশুসদনের শিক্ষকদের শিক্ষা মানের উন্নয়ন এবং শিক্ষণবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার অগ্রগতি ও উন্নতির নিদিধ্যাসন এবং সাধারণীকরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই কাজ করে শিশুসদনগুলির কেন্দ্রীয় পদ্ধতিগঠক বিভাগ এবং প্রজাতান্ত্রিক ও আঞ্চলিক উন্নত শিক্ষকশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের বিভাগগুলি। শিশুসদনের কর্মীদের জন্য শিক্ষণবিজ্ঞান বিশেষ সাহিত্য প্রকাশিত হয়।

বিপ্লবপূর্ববর্তী রাশিয়ায় যেসব ছেলেমেয়েদের নানা রকমের মানসিক ও শারীরিক ত্রুটি ছিল (অন্ধ, মূকবধির এবং মনোবিকাশে বাধাপ্রাপ্ত

ছেলেমেয়েরা) তাদের শুধু বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিদ্যালয় আশ্রম ছিল। এই সব বিদ্যালয় দানের টাকায় চলত।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় অভিভাবকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্ধ, মূকবধির এবং মনোবিকাশে বাধাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান আছে।

শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়। এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক এবং এই জাতীয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে শিক্ষকরা হাতে কলমে কাজ করেন তাঁদের সম্মেলন, সভাসমিতি হয়। অন্ধ (ব্রেল পদ্ধতি অনুযায়ী), মূকবধির এবং মনোবিকাশে বাধাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রে অন্ধ, মূকবধির এবং মনোবিকাশে বাধাপ্রাপ্ত ও বেশী বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য ৬৩৫টি বিশেষ বিদ্যালয় আছে। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রেও অনেক বিশেষ বিদ্যালয় আছে। এদের মধ্যে অনেকগুলিই বোর্ডিং ইস্কুল, অনাথ এবং যারা অনাথ নয় তাদের ভরণপোষণের ভার রাষ্ট্রই নেয়। তবে যাদের বাপ-মা আছে তাদের ভর্তি হবার জন্য বাপ-মার সম্মতির প্রয়োজন হয়। বোর্ডিং ইস্কুলে প্রাথমিক এবং সাত-সালা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনীয় শ্রমশিক্ষাও দেওয়া হয়। যেসব ছেলেমেয়েদের কথা বলার দোষ আছে কোনো কোনো বিদ্যালয়ে তাদের সেই ত্রুটি সারানোর জন্য নিপুণ চিকিৎসক এবং কথা বলা শেখাবার শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত কথা বলা শেখানোর কেন্দ্র আছে।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ও শিক্ষণবিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য প্রকাশালয় প্রতি বছর এই সব বিশেষ বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে। ১৯৫৬ সালে মূকবধিরদের আর মনোবিকাশে বাধাপ্রাপ্তদের জন্য ১৫টি পাঠ্যপুস্তক এবং অন্ধদের জন্য ৪৯টি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে।

মস্কো আর লেনিনগ্রাদের কোনো কোনো শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ত্রুটিবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য বিশেষ ফ্যাকাল্টি আছে।

এই সব ফ্যাকাল্টিতে বিশেষ বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। মস্কোতে ত্রুটি তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র আছে; কেন্দ্রটি রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের শিক্ষণ আকাদেমীর অন্তর্গত অন্যতম বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি সম্পন্ন শিশুদের জন্য এই কেন্দ্রে ল্যাবরেটরী এবং চিকিৎসালয় আছে। ত্রুটি বিজ্ঞানের বিবিধশাখায় এই গবেষণা কেন্দ্রটি মাত্র পনের বছরের মধ্যে নানা মূল্যবান কাজ করেছে।

৭ প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা

(ক) নিরক্ষরতা দূরীকরণ

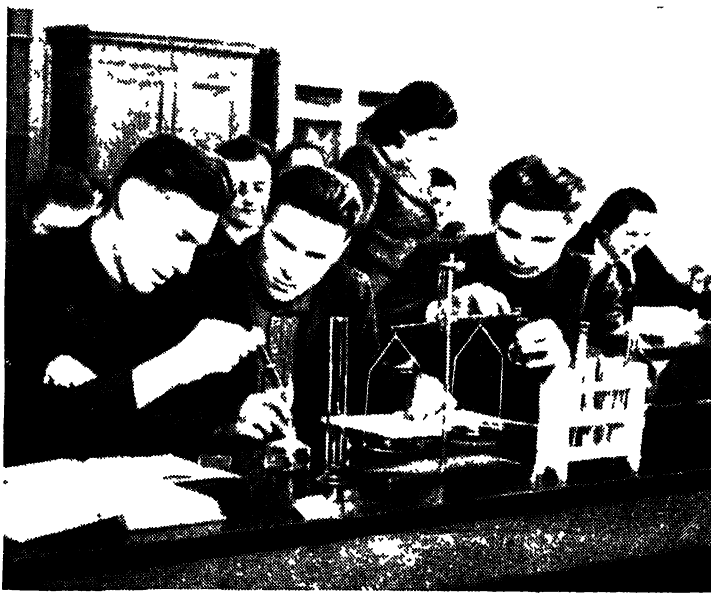
সোভিয়েত শাসনের প্রথম পর্বে নিরক্ষরতা দূর করাই ছিল লোকশিক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা।

১৮৯৭ সালের আদমশুমারি অনুসারে রাশিয়ার শতকরা ৭৬ জন লোক ছিল নিরক্ষর। পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে নিরক্ষরতা ছিল তিনগুণ বেশি। জাতি ও অঞ্চল অনুসারে সাক্ষরতার পরিমাণের প্রচুর পার্থক্য হত। এমনকি ১৯২৬ সালেও রুশদের মধ্যে শতকরা ৪৫ জন ছিল সাক্ষর, ইয়াকুৎদের ৬.৩%, আর চুক্‌চাদের মধ্যে মাত্র ০.৭%। রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের মধ্যাঞ্চলে প্রতি ১০০০ জন লোকের মধ্যে ৫৩৮—৫৭৬ জন ছিল সাক্ষর, উরালাঞ্চলে ৩৯৩ জন, সাইবেরিয়ায় ৩০৯ জন, ইয়াকুতিয়ায় ১১৮ জন ইত্যাদি।

যতদিন নিরক্ষরতা এবং অশিক্ষা বর্তমান ছিল ততদিন নতুন জীবন গড়ে তোলার কাজে জনগণের সার্থক অংশগ্রহণ করবে সে আশা করা যায়নি। ভ. ই. লেনিন বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিরক্ষর, সে রাজনীতির বাইরেই থাকবে, তাকে প্রথমেই বর্ণ পরিচয় শেখাতে হবে।’ তাই সোভিয়েত

সরকার যে প্রাপ্তবয়স্ক ও তরুণদের মধ্যে নিরক্ষরতা এবং অর্ধসাক্ষরতার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সংগ্রাম সুরু করবে তা খুবই স্বাভাবিক।

১৯১৯ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সোভিয়েত সরকারের একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশ জুড়ে সাক্ষরতা প্রসারের কাজ সুরু হয়। এই সিদ্ধান্ত



রসাযন পাঠ। একটি তকণ শ্রমিক বিদ্যালযের দশম শ্রেণীব ছাত্ররা, কমসমোল্স্ক-অন-আমুব।

অনুযায়ী ৮ বছর থেকে ৫০ বছর বয়সের প্রত্যেককেই যারা লেখা পড়া জানে না হয় রুশ ভাষায় নয় তো তাদের মাতৃভাষায়—যার যেমন ইচ্ছা—লেখা পড়া শেখা বাধ্যতামূলক করা হয়।

নিরক্ষরতা দ্রুত দূরীকরণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ বিদ্যালয় ছাড়াও সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিতদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করা হল। সরকারের খরচে এই বিদ্যালয়গুলিকে বই ও অন্যান্য

যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়া হল। ক্লাব, পড়ার ঘর এবং কারখানা ও দপ্তরের অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে এই সব বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রাখা হল। যে সব কর্মী নিয়মিতভাবে এইখানে যেত তাদের বিদ্যালয়ের দিনে দুঘণ্টা বেতন সহ ছুটি দেওয়া হত।

গৃহযুদ্ধের চরম অবস্থায় ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, লাল ফৌজের সৈন্যদলের সব ছোট বড় বিভাগে প্রত্যেকটি নিরক্ষর সৈন্যের শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়।

ট্রেড ইউনিয়ন, কমসমোল, মেয়েদের মধ্যে কাজ চালাবার কমিশন, অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং দেশের সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় অর্থাৎ— শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়র, প্রযুক্তিবিদ, কেরাণী, বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী ইত্যাদি—সকলেই নিরক্ষরতা দূর করার কাজে যোগ দেন।

সংঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে কাজ পরিদর্শন করার জন্য একটি নিখিল রুশ নিরক্ষরতা দূরীকরণ জরুরী সমিতি ১৯২০এর জুলাই মাসে গঠিত হয়। প্রতি গুবের্নিয়া, উয়েজদ, ভোলস্ত, বড় বড় গ্রামে এটির শাখা স্থাপন করা হল। নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভার সভাপতি ম. ই. কালিনিন এই সমিতির প্রথম অধিনায়ক।

এই আন্দোলনের একটি প্রধান ধাপ হল ১৯২৩ সালে 'নিরক্ষরতা নিপাত হোক' স্বেচ্ছাসেবক সমিতি স্থাপনা। এই সমিতি বিরাট মেহনতীদলের সাহায্য কাজে লাগাল। কাজ চালাবার জন্য খরচের টাকা এই সমিতি সাধারণ অর্থভাণ্ডার থেকে পেত। সম্পূর্ণ নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিতের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক প্রচার এই কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্পূর্ণ নিরক্ষর যারা ছিল প্রথমে তাদের বিশেষ অক্ষর পরিচয়ের বই, গল্পের বই, পত্রিকা বা প্যামফ্লেট ইত্যাদি থেকে সংকলনের সাহায্যে পড়ানো হত। সোভিয়েত সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হত। সোভিয়েত সংবিধানের 'মূল



তরুণ কৃষকদের সান্ধ্য বিদ্যালয়ে ইংরেজী পড়া। ক্রাসনী ওরংগাই যৌথখামার, বুরিয়াৎ মঙ্গোলীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র।

ধারাগুলি শেখান হত। এই বিষয় পড়াশুনো এবং বিশ্লেষণের ফলে অর্জিত জ্ঞান কৃষি ও শ্রমশিল্পে খুবই সহায়তা করত।

অক্ষর পরিচয়ের বইগুলির উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিষয়বস্তু, উপযুক্তভাবে বাছাই করা লেখা ও পড়ার বিষয়গুলি অনুধাবনের ফলে বয়স্থদের মধ্যে সুস্থ আলোচনার সৃষ্টি হত, তাদের আগ্রহ ও রাজনৈতিক সচেতনতা বেড়ে উঠত।

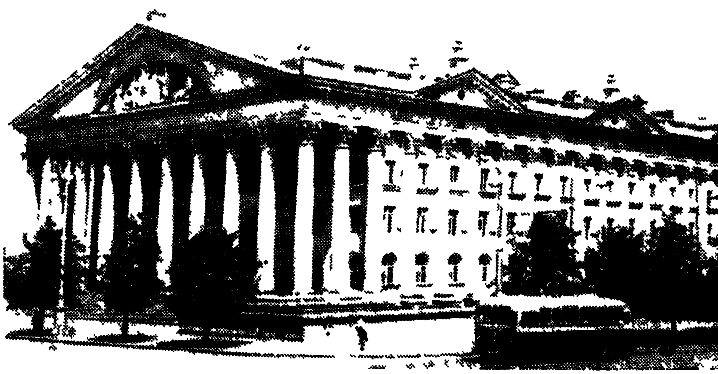
নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনের প্রথম কটি বছরে, বয়স্থদের মনস্তত্ত্ব বিচার করে কোন পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিলে সর্বাপেক্ষা সার্থক শিক্ষা হবে, তা নিয়ে জোর আলোচনা চলে। শিক্ষিতদের শিক্ষণবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। তাই তাদের প্রাপ্তবয়স্কদের কী করে শেখানো উচিত সে বিষয়ে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। প্রায়ই দেখা যেত বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যটি বুঝতে না পেরে কলের পুতুলের মত চিরাচরিত প্রথায় কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের নিয়েও ব্যাপক কাজের প্রয়োজন ছিল।

শিক্ষক ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কংগ্রেসে পদ্ধতি বিষয়ক অসংখ্য সম্মেলনে, সভায় প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষণ ও সংগঠন বিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা হত। কংগ্রেস এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি লোকশিক্ষা কমিশারিয়তের (অধুনা মন্ত্রক) অনুমোদনের পর নানা লোকশিক্ষা বিভাগ বা নিখিল রুশ নিরক্ষরতা দূরীকরণ জরুরী সমিতির শাখাগুলি তাদের কার্যে পরিণত করত।

ন. ক. ক্রুপস্কায়া (ভ. ই. লেনিনের পত্নী) প্রাপ্তবয়স্কদের লিখতে ও পড়তে শেখানোর পদ্ধতির ক্রমোন্নতির পথে বিশেষ সাহায্য করেন। লোকশিক্ষা কমিশারিয়ত ১৯২০ সাল থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও আত্মশিক্ষার কাজ পরিদর্শন করে এসেছে; এই বিভাগের অধীনে প্রধান রাজনৈতিক ও শিক্ষা সমিতির সভানেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ন. ক. ক্রুপস্কায়া।

'নিবক্ষরতা নিপাত হোক' নামে এক বিশেষ প্রকাশালয় স্থাপিত হয়। বয়স্থদেব বিদ্যালয ও পাঠ্যধারার জন্য উপযুক্ত অক্ষর পরিচয়ের বই, সারগ্রন্থ, পোস্টার, ও অন্যান্য যাবতীয় সাহিত্য এই প্রকাশালয় জোগান দিত।

'নিবক্ষরতা নিপাত হোক' নামে একটি পত্রিকায অক্ষর পরিচয়ের শেষ কবাব পব নিবক্ষবদেব শিক্ষার্থে নানা পাঠ্য ছাপাত। সে পাঠ্যে থাকত



মিন্‌স্কে ট্রেড ইউনিযনের সংস্কৃতি-প্রাসাদ।

গল্প, ইতিহাস, ভূগোল এবং তৎকালীন রাজনীতি বিষয়ে প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত অংশ, কৃষিসমস্যাব বিশদ বিববণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ কাজে নিযুক্ত শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাব বর্ণনা, আত্মশিক্ষায় যারা প্রবৃত্ত তাদের প্রতি উপদেশ এবং নানা ছবি, চার্ট, নমুনা, শক্ত কথার সংজ্ঞা। ১৯২০ সাল থেকে ঐ পত্রিকা মাসে দুবার করে বের করা হত।

স্বল্পশিক্ষিতদের জন্যও বিশেষ সংবাদপত্র প্রকাশ করা হত, যেমন 'শিক্ষাসাহায্য' আর 'পাঠপ্রারম্ভিকদের জন্য কৃষকদের পত্রিকা'। নানা

স্থানীয় সংবাদপত্রে স্বল্পশিক্ষিতরা বুঝতে পারে এমন সব উদ্ধৃতি ও প্রবন্ধ ছাপা হত।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিদ্যালয়গুলিতে একই রকম পাঠ্যপদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় ১৯৩২—৩৩ সালে। এই সব বিদ্যালয়ে পাশ করার জন্য শিক্ষার্থীদের কোন গল্প বা পত্রিকার প্রবন্ধ চেঁচিয়ে পড়ে সারার্থ বলতে হত, পঠিত সাধারণ শব্দগুলি জানতে এবং বইয়ের সম্বন্ধে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। নিজে নিজে ছোট ছোট বাক্য তৈরী করতে হত এবং বানানের প্রাথমিক মূল সূত্রগুলি জানতে হত। রুশ বা মাতৃভাষা শেখার জন্য ২০০ ঘণ্টা নির্ধারণ করা হত।

ক্রমাঙ্কিত মানযন্ত্র দিয়ে এবং লিখে ছয় অঙ্কেব সংখ্যা যোগ বিয়োগ, পূর্ণ সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা দিযে গুণ ও ভাগ এবং ভগ্নাংশ ও শতকরা হিসাবের মোটামুটি ধারণাও রাখতে হত। মেট্রিক পদ্ধতি, ওজন ও ঘন মাপ ও সময়ের মাপ ভাল ভাবে আয়ত্ত করতে হত। পাটিগণিত শিক্ষার জন্য ১৩০ ঘণ্টা নির্দিষ্ট ছিল।

ছাত্রদের জন্য নতুন অক্ষর পরিচয়ের বই, রিডার ও পাটিগণিতেব সমস্যামূলক গ্রন্থ এবং 'প্রাপ্তবয়স্ক বিদ্যালয়' নামে পত্রিকা প্রকাশ করা হত।

নিবক্ষরদেব বিদ্যালয়ে পড়ার সময় সহরে ছিল দশ মাস, (মাসে এগার দিন এবং দিনে তিন ঘণ্টা) আর গ্রামে সাত মাস (মাসে বার দিন, দিনে চার ঘণ্টা)।

সোভিয়েত সরকারের হাতে ক্ষমতা আসার প্রথম কয়েক বছরেই স্বল্পশিক্ষিতদের জন্য সর্বত্র একই রকম পাঠ্যপদ্ধতি অনুসারে চার বছর প্রাথমিক শিক্ষা দেবার মত বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তাতে তিনটি বিষয় পড়ানো হত। রুশ বা মাতৃভাষা — ১৪৫ ঘণ্টা, পাটিগণিত — ১২৫ ঘণ্টা আর ভূগোল ৬০ ঘণ্টা। পড়ানোর ধরন নিরক্ষরদের বিদ্যালয়ের মতই ছিল।

১৯২৬ সালের আদমশুমারি আর প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার অবস্থা তুলনা করলে দেখা যাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন কতদূর সফল হয়েছিল। লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বেড়ে যায়। পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পর্যন্ত লোকেদের শতকরা ৫৬'৬ ভাগ ও সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫১'১ ভাগ শিক্ষিত হয়। ১৯২৬ সালে প্রাপ্তবয়স্কদের বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ১৬ লক্ষ। তা হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেক ছিল অশিক্ষিত, বিশেষ করে জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলিতে ও গ্রামাঞ্চলে অবস্থা ছিল খারাপ।

তাই সোভিয়েত সরকার লোকশিক্ষা বিভাগ, কমসমোল, ট্রেড ইউনিয়ন, অন্যান্য লোকপ্রতিষ্ঠান ও 'নিরক্ষরতা নিপাত হোক' সমিতিগুলিকে কৃষকসম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণ উদ্যোগ আরও দ্রুত বাড়াবার নির্দেশ দেন।

দেখা গেল, বাজেটে যে পরিমাণ টাকা প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা খাতে ব্যয় করার জন্য নির্ধারিত আছে তা যথেষ্ট নয়, ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় ভাণ্ডার থেকে সে টাকা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো প্রয়োজন। শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতের কার্যকরী সমিতির অধীনে স্থানীয় নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতিগুলির সাহায্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

তৃতীয় দশকের শেষে সার্বজনীন সাক্ষরতার সংগ্রাম একটি ব্যাপক জন আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। হাজার হাজার শিক্ষিত লোককে এই দলে টেনে নেওয়া হয় এবং এই দলের নতুন নামকরণ হয় 'সংস্কৃতি বাহিনী'। গ্রামাঞ্চলের এই দলে বাহিনী থেকে ছাড়া পাওয়া বহু সৈন্য, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষিত কৃষক যোগদান করেছিল।

১৯৩২ সালে 'সংস্কৃতি বাহিনী'র সভ্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১২ লক্ষ। 'নিরক্ষরতা নিপাত হোক' সমিতির অধীনে ৫০ হাজার স্থানীয় সঙ্ঘ, ৫০

লক্ষ কর্মীকে সংঘবদ্ধ করেছিল। ১৯২৯—৩২ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিদ্যালয়ে ৩ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশী লোক শিক্ষা লাভ করে। ১৯২৮ সালে গ্রামাঞ্চলে মোটে ১২ লক্ষ ছাত্র ছিল, ১৯৩২এর মধ্যেই সেই সংখ্যা ১ কোটি ১৬ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়।

নিরক্ষরতা ও অর্ধসাক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যাপকভাবে চলতে লাগল। ১৯২০—৩৯ সালের মধ্যে নিরক্ষরদের জন্য বিদ্যালয়ে প্রায় ৫ কোটি ও স্বল্পশিক্ষিতদের জন্য বিদ্যালয়ে ৩ কোটি ছাত্র শিক্ষা লাভ করে।

সহর ও গ্রাম, স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে নিরক্ষরতার বিরাট ব্যবধান দূর করা হল। ১৯৩৯ সালে সহরে, পঞ্চাশ বছর অবধি সাক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৯৪˙২ জন ও গ্রামে শতকরা ৮৬˙৩। সাক্ষর পুরুষের সংখ্যা ছিল শতকরা ৯৫˙১ ও সাক্ষর স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮৩˙৪।

ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলিও নিরক্ষরতা দূরীকরণ কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি দেখায়। তের বছরের মধ্যে (১৯২৬—৩৯) তাজিকিস্তানে সাক্ষর লোকসংখ্যা শতকরা ৩˙৭ থেকে শতকরা ৭১˙৭এ পৌঁছয়; উজবেকিস্তান শতকরা ১০˙৬ থেকে শতকরা ৬৭˙৮; তুর্কমেনিস্তানে শতকরা ১২˙৫ থেকে শতকরা ৬৭˙২; কিরগিজস্তানে শতকরা ১৫˙১ থেকে শতকরা ৭০˙০ ও কাজাখস্তানে শতকরা ২২˙৮ থেকে শতকরা ৭৬˙৩।

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলনের একটি কঠিন সমস্যা ছিল একবার শিক্ষা লাভের পরও পুনর্বার নিরক্ষর হওয়ার পথ বন্ধ করা। শিক্ষক ও সংস্কৃতি বাহিনী এই সমস্যা সমাধানের ভার দেয় প্রধানত গ্রামের গ্রন্থাগার, ক্লাব, পড়ার ঘর ও শ্রমশিল্প সংস্থা ও অফিসের উপর। সাক্ষর ও শিক্ষিত সম্প্রদায়—শিক্ষক, চিকিৎসক, কৃষিবিজ্ঞানী ও ছাত্ররা পত্রিকা ও কথাসাহিত্য পড়ার, আলোচনার ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করত, দেওয়ালপত্র বের করত, নাটক, অভিনয় বা অপেশাদারী শিল্পানুষ্ঠানের আয়োজন করত।

গ্রন্থাগারগুলির পক্ষ থেকে চলমান পড়ার ঘর তৈরী করে বিভিন্ন শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান, যৌথখামার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেওয়া হত। গ্রন্থাগারের লোকেরা শ্রমিক, যৌথখামারী ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের বই পড়তে দিত।

যুগযুগ ধরে যে নিরক্ষরতা রাশিয়ার জনগণের উপর বোঝার মত চাপান ছিল, সেই বোঝা সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করতে গ্রন্থাগারগুলি যে কতদূর সাহায্য করেছে, ১৯২২—৩৯ সালে গ্রন্থাগারের উন্নতির হার দেখলেই সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই সময়ের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা শতকরা ৪৩৭'৭ ভাগ বেড়ে ৭৭, ৮০০ সংখ্যায় পেঁাছয়। ৬১,৪০০টি গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগারও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত। সব ধরনের গ্রন্থাগারের মোট সংখ্যা ছিল ২,৪০,৯০০। ১৯৩৯ সালে ৫৪ হাজারটিরও বেশী চলমান গ্রন্থাগার কাজ করত, ১৯২২ সালে এ জাতীয় গ্রন্থাগার একটিও ছিল কিনা সন্দেহ।

বিশেষ করে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুব বেশী বেড়ে যায়। যেমন, ১৯২২ সালেও উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে একটিও গ্রন্থাগার ছিল না। সে জায়গায় ১৯৩৯ সালে উজবেকিস্তানে ৯৭৫টি ও তাজিকিস্তানে ৩২১টি গ্রামাঞ্চলের গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে।

সারা দেশ জুড়ে গ্রন্থাগারের জাল বোনা চলল। গত দশ বছরের মধ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা হয় ১, ৪৭, ৪০০। বইয়ের সংখ্যাও ৬ গুণ বেড়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন ৪ লক্ষেরও বেশী নানা ধরনের গ্রন্থাগার আছে; বইয়ের সংখ্যা ১৫০ কোটি, অর্থাৎ প্রায় প্রতি পাঁচশ জন লোকের জন্য একটি করে গ্রন্থাগার।

সোভিয়েত গ্রন্থাগারগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বই আদান-প্রদান করে থাকে। রাষ্ট্রীয় লেনিন গ্রন্থাগার দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থাগার, এটি ১৯৫৪—৫৭ সালের ভিতর পৃথিবীর ৬০টি দেশের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বই আদান-প্রদান করেছে।

(খ) তরুণ শ্রমিক ও কৃষক বিদ্যালয়

স্বদেশের জনযুদ্ধের আমলে কিছু ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয় ছেড়ে শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠান, যৌথখামার বা কোন দপ্তরে কাজ নিতে হয়েছিল। তারা যাতে পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারে সেইজন্য সোভিয়েত সরকার ১৯৪৩ সালে অল্পবয়স্ক কর্মীদের জন্য সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয স্থাপন করেন; তরুণ কৃষকদের জন্য ১৯৪৪ সালে সাত-সালা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কমসমোল এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই বিদ্যালয় গঠন কাজে সক্রিয় সহায়তা করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তরুণ শ্রমিকদের জন্য ৬, ৮৯৪টি ও তরুণ কৃষকদের জন্য ৯,৬৬৫টি বিদ্যালয় আছে; ১৯৫৬—৫৭এর শিক্ষাপর্বে ঐ বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১৮,১৬,০০০ ছাত্রছাত্রী শিক্ষা লাভ করত। এই সব বিদ্যালয়ে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীতে প্রায় ১০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়ত।

তরুণ শ্রমিক ও কৃষক বিদ্যালয়ে অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের মতই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু সাধারণ বিদ্যালয়ের তিনভাগের দু'ভাগ সময় মাত্র এরা ব্যয় করে। সংক্ষিপ্ত পাঠ্যক্রমের ক্ষতিপূরণস্বরূপ সুপরিকল্পিত স্বাধীন কাজের সুযোগ দেওয়া হয় কেননা ছাত্রছাত্রীদের কিছু জীবনের অভিজ্ঞতা থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যবহারিক ও ল্যাবরেটরীর কাজ কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে না করে তাদের কর্মস্থানেও করে।

তরুণ শ্রমিক ও কৃষক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সকলেই কাজ করার ফলে বিদ্যালয়ের কাজ চলে তিন দফায় (সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যা) সপ্তাহে চারদিন, দিনে চার ঘণ্টা। বিদ্যালয়ের দিনে প্রতিদিন এক ঘণ্টা নির্ধারিত থাকে আলোচনার জন্য। কোন কোন বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা অনুসারে সপ্তাহে পঞ্চম দিনও কাজ চলে।

এ ধরনের সাত-সালা ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্নাতকরা অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের স্নাতকদের মত সমস্ত অধিকার পায়।

এই সব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের যে সব প্রতিষ্ঠান কাজে নিয়োগ করে থাকে, ছাত্রছাত্রীদের তারা সন্ধ্যার কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়, স্নাতক পরীক্ষার জন্য বেতন সহ অতিরিক্ত ছুটি দেয ও অন্যান্য নানা সুবিধা দিয়ে থাকে।

তরুণ শ্রমিক ও কৃষক বিদ্যালয়ের স্নাতকরা যে বিষয় তাদের বিশেষ উৎপাদনের কাজের সঙ্গে খাপ খায় সেই বিষয়ে পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়।

(গ) প্রাপ্তবয়স্কদের বিদ্যালয়

বিপ্লবের অল্পকিছুকাল পরেই সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য উন্নত ধরনের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলির সাত-সালা বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিব মত পাঠ্যক্রম ছিল।

১৯১৯ সালে রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের লোকশিক্ষা কমিশারিয়ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, যত অল্প সময়ে সম্ভব শ্রমিক ও কৃষকদের উচ্চ বিদ্যালয়ের উপযুক্ত করে তোলার জন্য একটি প্রস্তুতিমূলক পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হবে। এই পাঠ্যক্রম 'শ্রমিকদের ফ্যাকাল্টি' নামে পরিচিত ছিল। ১৯২৩ সালেই এই ফ্যাকাল্টি থেকে প্রথম স্নাতকরা বেরয়। পাঁচ বছরের মধ্যে (১৯২৩ — ১৯২৮) এই ফ্যাকাল্টিতে মোট ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষা লাভ করে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন যোগ্য হয়ে ওঠে। ১৯৩৪ সালে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যত ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় তাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন শ্রমিকদের ফ্যাকাল্টির স্নাতক।

চতুর্থ দশকের শেষ ভাগে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের ফ্যাকাল্টি ক্রমে ক্রমে ভেঙে দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি রয়ে গেল প্রধানত পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ বিদ্যালয় ও সান্ধ্য বিদ্যালয় হিসাবে; যথা সময়ে যারা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেনি তাদের শিক্ষা দেওয়া হয় এই সব বিদ্যালয়ে।

১৯৫৬—৫৭এর শিক্ষাপর্বে প্রাপ্তবয়স্কদের বিদ্যালয়ে মোট ১২৪,৭০০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ত; তার মধ্যে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৯২,৮০০।

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কোন কোন সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে পড়াশুনা করলেও সাত-সালা পরীক্ষা বা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া যায়। লোকশিক্ষা বিভাগ থেকে সাধারণের অবগতির জন্য প্রতি বছর এই জাতীয় বিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এইভাবে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের সাত-সালা ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের নানা সুযোগসুবিধা রয়েছে।

(ঘ) প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজ

বিদ্যালয় ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মেহনতিদের শিক্ষার মান আরও উন্নত করার পথে বিশেষ অংশগ্রহণ করে, অবসর সময় যাপন ও বিনোদন সুসংগঠিত করে।

সোভিয়েত জনকর্মী ও বৈজ্ঞানিকদের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে নিখিল ইউনিয়ন রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রসার সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির সভ্য সংখ্যা প্রায় ৩৭০ হাজারেরও বেশী। ১৫টি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন এলাকায় এই সমিতির ৫ হাজারটি শাখা আছে। ১০ বছরের মধ্যে এই সমিতির সভ্যরা ৯০ লক্ষটিরও বেশী বক্তৃতার আয়োজন করেছেন, শ্রোতৃ সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ কোটি। সমিতি ৬

হাজারটিরও বেশী পুস্তিকা প্রকাশ করেছে, এগুলির মোট কাটতি ৩০ কোটিরও বেশী।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে ১৯৫টি প্রজাতন্ত্রীয় ও প্রাদেশিক বক্তৃতা ব্যুরো, প্রায় ৪৮ হাজারটি গ্রাম্য বক্তা সঙ্ঘ ও সহর, জেলা ও রাষ্ট্রীয় খামারে নানা জায়গায় ১৮ হাজাবটিরও বেশী বক্তাদল আছে। প্রতি বছর ট্রেড ইউনিযনের পক্ষ থেকে তাদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৫০ লক্ষ বক্তৃতা এবং সামাজিক রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানা বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠ করা হয়ে থাকে।

প্রাক-বিপ্লব সময়ের তুলনায় প্রাপ্তবয়স্কদের ক্লাবের সংখ্যা ৫৪০ গুণ বেড়ে মোট সংখ্যা এখন ১,২৭,০০০ হয়েছে। এর মধ্যে ১,১৫,২০০টিই হল গ্রাম্য সংস্কৃতি ভবন, ক্লাব ও পড়ার ঘর ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কত উন্নতি হযেছে নীচে তাব বাস্তব উদাহরণ দেওয়া গেল: আজ কেবলমাত্র কিরগিজীয প্রজাতন্ত্রে ১,১৫৩টি ক্লাব আছে, অর্থাৎ ১৯১৪ সালে সমগ্র রুশ দেশে যত ক্লাব ছিল তার পাঁচগুণ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরনের মিউজিয়াম পড়ে: ঐতিহাসিক, প্রয়োগ শিল্প, প্রকৃতি বিজ্ঞান, স্মৃতিরক্ষা, চারুশিল্প, সাহিত্য, অঞ্চল বিষয়ে জ্ঞান ইত্যাদি। প্রতি পাঁচটি মিউজিয়ামের মধ্যে চারটিই সোভিয়েত আমলে স্থাপিত।

১৯১৪ সালে রাশিয়ায় ১৭৭টি নাট্যালয় ছিল। ১৯৫৭ সালে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে নাট্যালয়ের সংখ্যা হয়েছে মোট ৫১২ এবং এগুলিতে ৪০টি বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এক বছরের মধ্যে নাট্যালয়গুলিতে দর্শক সমাগম হয় প্রায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ।

ফিল্ম প্রজেক্টরের সংখ্যা ১৯৪০ সালের পর বাড়তে বাড়তে ২৯,২০০ থেকে ৬৩ হাজারটায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার মধ্যে ৪৯ হাজারটি রয়েছে গ্রামাঞ্চলে।

প্রায় ৩০,৯০০ বেতার কেন্দ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে চালু রয়েছে। বেতারের সুবিধা যাতে প্রধানত গ্রামাঞ্চলে বাড়ে, সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। টেলিভিশন কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়িয়ে চলছে।

বেতার সোভিয়েত নাগরিকদের প্রতিদিনকার জীবনে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বিরাট এলাকা ও হরেক জাতির মিশ্র লোকসংখ্যার জন্য প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা ৮০টি ভাষায় বেতারানুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে।

সাংস্কৃতিক মান উন্নততর করার পথে প্রেসও প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ১৯১৭—৫৬ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে নানা ধরনের ১৩২৮ হাজারটিরও বেশী বই প্রকাশিত হয়। তাদের কাটতি সংখ্যা ছিল ১৯০০ কোটিরও বেশী। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত বইয়ের কাটতি সংখ্যা ১১০ কোটি ছাড়িয়ে যায়। এই সংখ্যা যুদ্ধপূর্ব ১৯৪০ সালের কাটতি সংখ্যার দ্বিগুণ ও ১৯১৩ সালের প্রায় ১১·৫ গুণ।

বিদেশী গল্পের বইও সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রচুর পরিমাণে মুদ্রিত হয়। ১,৭৩২ জন বিদেশী লেখকের বই সোভিয়েত আমলে ছাপা হয়। এই জাতীয় বইয়ের মোট প্রচার ৩৭ কোটি ১৫ লক্ষ খণ্ড।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নতির সব সুযোগসুবিধাই দেওয়া হয়। ১২৪টি ভাষায় রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এবং কথাসাহিত্য প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেকটি জাতীয় প্রজাতন্ত্রে যুদ্ধোত্তর কয়েক বছরের মধ্যে বই, সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি প্রকাশ যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। যেমন, এখন কিরগিজীয় ও তুর্কমেনীয় ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রে যত বই ছাপা হয় ১৯৪০ সালের তুলনায় সে সংখ্যা শতকরা ৩৫ থেকে ৫০ ভাগ বেশী।

১৯৫৫ সালে ২,০২৬টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৫৬ সালে অনেক নতুন পত্রিকা শুরু করা হয়। 'মলোদায়া গ্‌ভারদিয়া' নামে ('যুব রক্ষীদল') যুবকদের সাহিত্য পত্রিকা, 'তরুণ শিল্পবিদ' ও 'তরুণ প্রকৃতি বিজ্ঞানী'

নামে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পত্রিকা, 'প্রচারক' নামে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পত্রিকা, 'নতুন বই' নামে পুস্তক পঞ্জিকা ও অন্যান্য পত্রিকা এর মধ্যে পড়ে।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৭,৫৩৭টি সংবাদপত্র ছাপা হত। এই সংবাদপত্রের কাটতি ১৯৫৬ সালে ৫৪০ লক্ষ খণ্ডে পৌঁছয়, অর্থাৎ ১৯১৩ সালের কাটতির তুলনায় ১৮ গুণ বেশী। বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় ১৫টি ভাষায় সংবাদপত্র ছাপা হত আর এখন হচ্ছে ৬০টি ভাষায়। ১৯৫৬ সালে রুশ ভাষা বাদ দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য ভাষায় যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালের তুলনায় সে সংখ্যা ৩০ গুণ বেশী।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজ আরও ব্যাপক ও উন্নততর পদ্ধতিতে করা হবে। কাহিনীমূলক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক চলচ্চিত্রের উৎপাদন আরও বাড়াবার ব্যবস্থা হয়। স্থির করা হয়েছে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্বের শেষের দিকে বছরে অন্তত ১২০টি কাহিনীমূলক চলচ্চিত্র পরিবেশন করা হবে; ফিল্ম প্রজেক্টরের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ও চলচ্চিত্রগৃহের ৫ লক্ষটি আসন বাড়াতে হবে।

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বেতার কেন্দ্রগুলির বর্তমান ক্ষমতা শতকরা ৯০ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় ভাগে আলট্রা-সর্ট-ওয়েভ প্রচার ব্যাপকভাবে চালু করা হবে।

টেলিভিশন স্টেশনের সংখ্যা ১৯৬০ সালের মধ্যে বেড়ে ৭৫ হবে। অনুষ্ঠান বিনিময়ের জন্য মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির রাজধানী ও বড় বড় সহরের মধ্যে বিশেষ সমাযোজন প্রণালী স্থাপিত হবে।

৮ সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষণবিজ্ঞান

রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের শিক্ষণবিজ্ঞান আকাদেমী, শিক্ষণবিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ বিদ্যালয়ের চেয়ারের উপর শিক্ষণবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ইতিহাস এবং সোভিয়েত বিদ্যালয়ের তত্ত্ব ও ব্যবহারিক নীতি সমস্যাগুলির সযত্ন ব্যাপক অনুসন্ধান করবার ভার ন্যস্ত করা হয়েছে।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বোচ্চ শিক্ষণবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের শিক্ষণবিজ্ঞান আকাদেমী স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ সালের মধ্যে এই আকাদেমীর সভ্যসংখ্যা ছিল ৮৮ ও করেসপণ্ডিং মেম্বার ছিল ৫৯ জন। শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে এগারজনকে ১৯৫৫ সালে এই আকাদেমীর করেসপণ্ডিং মেম্বার নির্বাচিত করা হয়। শিক্ষণবিজ্ঞান আকাদেমীর নানা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে ৫০৪ জন বৈজ্ঞানিক ডিগ্রিপ্রাপ্ত কর্মী কাজ করছেন।

এই আকাদেমীর লক্ষ্য হল: বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষণবিজ্ঞানের বিশেষ ও সাধারণ সমস্যাগুলির পর্যালোচনা, শিক্ষণবিজ্ঞানের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, বিদ্যালয় স্বাস্থ্যনীতি, সাধারণ বিদ্যালয়ে নানা বিষয় শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষণবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কর্মীদের শিক্ষাদান এবং দেশে লোকশিক্ষার প্রচার ও শিক্ষণবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তার।

আকাদেমীর অধীনে ৮টি বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষণনীতি সম্পর্কিত একটি বৈজ্ঞানিক আর্চিফ, একটি খেলনার মিউজিয়াম ও একটি লোকশিক্ষা মিউজিয়াম আছে। কয়েকটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রেরও লোকশিক্ষা মিউজিয়াম আছে।

এই আকাদেমীর অধীনে ক. দ. উশিন্স্কি নামে রাষ্ট্রীয় লোকশিক্ষা গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারে সোভিয়েত ও বিদেশী বই, পত্রিকা ও

সংবাদপত্র সমেত মোট ৭৭৩ হাজার খণ্ডেরও বেশী। প্রতিবছর এখানে ৪৭ হাজারেরও বেশী নতুন বই আসে। গ্রন্থাগারটি বৈজ্ঞানিক কর্মী ও শিক্ষকদের পুস্তক পঞ্জিকা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ ও শিক্ষণবিজ্ঞান ও লোকশিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

বিদ্যালয়, কিণ্ডারগার্টেন ও শিশুসদনগুলিতে এই আকাদেমী বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালায়।

আকাদেমীর অধীনে যে সব প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা, সার্বজনীন শিক্ষা, শিশুব শরীরচর্চা ও সুকুমারবৃত্তি শিক্ষা, শিক্ষা সম্বন্ধীয় মনোবিজ্ঞান, রুশীয় শিক্ষণবিজ্ঞানের ইতিহাস ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতির শিক্ষণপ্রণালীর ও অন্যান্য নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করে থাকে। আধুনিক বৈদেশিক বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় ও শিক্ষণবিজ্ঞান অধ্যয়ন কাজেও যথেষ্ট মনোনিবেশ করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশী শিক্ষণবিজ্ঞানীদের — ইয়া. আ. কমেনস্কি, গ. পেসতালৎসি, জ. জ. রুশো, ফ. ডিস্‌টারওয়েগ প্রভৃতিব লেখা পড়া হয়। আধুনিক শিক্ষণবিজ্ঞানীদেব কাজের ও বিদেশী বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাব বিবরণী ইত্যাদি নিয়মিতভাবে 'সোভিযেতস্কায়া পেদাগগিকা' ('সোভিয়েত শিক্ষণবিজ্ঞান') পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিতর দিয়ে এই আকাদেমী শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণবিজ্ঞান চেয়ারের, শিক্ষকদের শিক্ষণবিজ্ঞান উন্নতির ইনস্টিটিউটের, শিক্ষক ও লোকশিক্ষার অন্যান্য কাজে নিযুক্ত কর্মীদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদান প্রণালী সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সভা ও বৈজ্ঞানিক বৈঠকের ব্যবস্থা করে।

সাম্প্রতিক কালে শিক্ষণবিজ্ঞান আকাদেমী নানা ম্যানুয়েল প্রস্তুত করে এবং শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাপদ্ধতি ঠিক করে দিয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা সহায়ক জিনিস এই আকাদেমী প্রস্তুত করে দিয়েছে। সেগুলি এখন ব্যবহারে লাগছে।

আকাদেমী শিক্ষণবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষণবিজ্ঞানের ইতিহাস ও বিশেষ বিষয় শিক্ষা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কিত নতুন পাঠ্যপুস্তক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সঙ্কলন করছে। শিক্ষণবিজ্ঞানের চিরায়ত সাহিত্য, দশখণ্ডে 'শিশু মহাকোষ', একটি 'শিক্ষণবিজ্ঞান অভিধান' এবং একটি 'শিক্ষণবিজ্ঞান মহাকোষ' প্রস্তুত ও প্রকাশ করছে। ১৯৪৬ সাল থেকে আজ অবধি এই আকাদেমীর প্রকাশালয় নানা বিজ্ঞান বিষয়ক মোট ১৪০০টি বই প্রকাশ করেছে। মোট বই-এর প্রচার হয়েছে ৩ কোটির বেশী খণ্ড।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষণবিজ্ঞান উন্নতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষণবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের ব্যাপক অংশগ্রহণ।

প্রতি অঞ্চল, প্রদেশ, এলাকা ও প্রজাতন্ত্রে 'শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত পাঠাদি' ও বৈজ্ঞানিক বৈঠকের আযোজন প্রতিবছর করা হয়ে থাকে। এই সব সভাগুলিই সোভিযেত শিক্ষকদের শিক্ষামান উন্নতির কাজে ব্যাপক অংশগ্রহণের সাক্ষ্য। মস্কো আকাদেমী প্রতিবছর যে 'শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত পাঠাদি'র আয়োজন করে সে সভাই হল এই সব বৈঠকের চরম ক্রম। ১৯৪৫ সাল থেকে 'শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত পাঠাদি' আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকে শিক্ষণবিজ্ঞান আকাদেমী শিক্ষক ও লোকশিক্ষা কাজে নিযুক্ত অন্যান্য কর্মীদের কাছ থেকে মোট ১৪ হাজারটি বিবরণী পেয়েছে।

৯ প্রাথমিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা

প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। ট্রেড, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিদ্যালয় কয়েকটি মাত্র ছিল। এই সব বিদ্যালয়ে কর্মীদের ছোটখাট কুটীরশিল্প সংস্থার কাজ করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হত।

১৯২০ সালে, বিপ্লবের পর প্রথম কিশোর কর্মীদের জন্য বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই বিদ্যালয়গুলি শ্রমশিল্প, কৃষি, দপ্তর ও বাণিজ্য শিক্ষানবিশী বিদ্যালয় নামে অভিহিত ছিল। বিদ্যালয়গুলিতে কিশোরদের বিভিন্ন ট্রেডের নৈপুণ্য শেখান হত, বিশেষ ও সাধারণ বিষয়ে



কিয়েভেব ৩৬ নং ট্রেড ইস্কুলেব ছাত্ররা কাবখানায ব্যস্ত।

শিক্ষা দেওয়া হত। কর্মীদের দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত করে তোলা হত। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত তরুণ কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানেই বিদ্যালয় স্থাপিত হত।

নিপুণ কর্মী এবং প্রশাসন কাজে ও শিল্প কাজে নিযুক্ত জুনিয়র কর্মীদের জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার উপযুক্তভাবে কাজ করতে সক্ষম করে তোলার জন্য ১৯২৬ সালে শ্রমশিল্পবৃত্তি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

শিক্ষানবিশী বিদ্যালয় ও শ্রমশিল্পবৃত্তি বিদ্যালয়ে কিশোরদের ১৪ বছর বয়স থেকে ভর্তি করা হত। বিনা খরচে ছাত্ররা শিক্ষা পেত। শিক্ষানবিশী বিদ্যালযে ছাত্ররা বিদ্যালয়ের কিছুটা সময় কারখানায় কাজে কাটাত, এই কারণে তৎকালীন বেতন হার অনুযায়ী তাদের কিছু টাকা দেওয়া হত।

শ্রমশিল্প, কৃষি ও অন্যান্য শিক্ষানবিশী বিদ্যালয় স্থাপনের পরে প্রথম কয়েক বছর সাধারণ বিষয়গুলিকে পাঠ্যপদ্ধতির মূল শিক্ষা ধরে নিয়ে ৩—৪ বছরের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। কেননা এই সব বিদ্যালয়ে তখন যে সব ছাত্র আসত তারা সকলেই বিপ্লবের পূর্বে জন্মেছে ও বড় হয়েছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা প্রাথমিক শিক্ষাও লাভ করেনি। সাধারণ শিক্ষার উন্নতির জন্যই এই জাতীয় বিদ্যালযে কেবলমাত্র উৎপাদনের বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করা পরে সম্ভব হল। আর শিক্ষা কালও কমিয়ে দেড় বা দু'বছর বা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ৬ বা ৯ মাস করা হয়।

শ্রমশিল্প শিক্ষানবিশী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অতিদ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯২০ সালে এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২ হাজার, পাঁচ বছর পর এই সংখ্যা ৯৫ হাজার হয় এবং ১৯৩৯ সালে ২,৪২,৩০০ এ পেঁাছয়।

সোভিয়েত শ্রমশিল্প ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানা, ধাতু খনি, কলিয়ারিতে নতুন কর্মীর চাহিদা বেড়ে গেল। বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ দূরীভূত হওয়ার ফলে শ্রমশিল্পের জন্য সংরক্ষিত মজুরসংখ্যা নিঃশেষ হয়ে যায়। এই কারণে সোভিয়েত সরকারকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৩৮—৪২) মাঝামাঝি সময়ই প্রাথমিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন করতে হয়।

১৯৪০ সালের ২রা অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী 'সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় লেবার

রিজার্ভসের বিষয়ে' এক আইন জারি করেন। এই আইন অনুসারে দু'বছরের ট্রেড ইস্কুল স্থাপিত হয়। এই সব ইস্কুলে নিপুণ ধাতুজ্ঞ, ধাতুবিদ, খনিক, রাসায়নিক, তৈল কর্মী, সমাযোজন বিশেষজ্ঞ, সমুদ্র ও নদী পথে যানবাহনের কর্মী ও অন্যান্য জটিল পেশার কর্মী প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হয়। দু'বছরের রেলওয়ে ইস্কুল নিপুণ রেলওয়ে কর্মী প্রস্তুতির জন্য স্থাপিত হল। কলকারখানার বহু বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করার জন্য ছয়মাসী শ্রমশিল্প ট্রেনিং বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই জাতীয় সব বিদ্যালয়ে বছরে ৮ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ ছাত্র গ্রহণ করা হবে ঠিক হয়।

খনি বিদ্যালয়, নিপুণ কর্মী শিক্ষণ বিদ্যালয়, কৃষি যন্ত্রিকরণ বিদ্যালয় যেখানে কম্বাইনচালক, ট্রাক্টরচালক ও যৌথখামার এবং রাষ্ট্রীয় খামারের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুনিপুণ কর্মী শিক্ষা লাভ করতে পারে, পরে স্থাপিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রী পরিষদের অধীনে লেবার রিজার্ভসের কেন্দ্রীয় পরিচালনা নিপুণ মজুরদের শিক্ষাদান ও সমগ্র দেশে তাদের বণ্টনে যোগ দেয় এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম শিক্ষাদানের পদ্ধতির কাজেও চালায়।

অন্যান্য বিভাগ ও কলকারখানার অধীনেও শ্রমশিল্পবৃত্তি বিদ্যালয়, শ্রমশিল্প ট্রেনিং বিদ্যালয় আছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ও খরচের ভারও বিভিন্ন কলকারখানা ও বিভাগের উপর ন্যস্ত।

সরাসরি কলকারখানায় ও রাষ্ট্রীয় খামারে ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে অল্পবয়সী কর্মীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

ট্রেড ও রেলওয়ে ইস্কুলে ১৪—১৫ বছরের ছেলেমেয়ে ভর্তি করা হয়। খনি বিদ্যালয়, কৃষি যন্ত্রিকরণ বিদ্যালয় ও শ্রমশিল্প ট্রেনিং বিদ্যালয়ে ১৬—১৮ বছরের ছাত্রছাত্রী নেওয়া হয়। এই জাতীয় সব প্রতিষ্ঠানেই ভর্তি হওয়ার জন্য সাত-সালা সাধারণ শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্রাথমিক বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে বিনা খরচে পড়া যায়। খাওয়া, থাকা, জামাকাপড় ও পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয় থেকেই বিনা খরচেও দেওয়া হয়। ট্রেড ও রেলওয়ে ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সকলে য়্যুনিফর্ম পরে।

বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের স্নাতকদের কোন না কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে চার বছর কাজ করতেই হয়। সে সময় স্নাতকদের কারখানার সমশ্রেণীর কর্মীরা যত বেতন পায়, সেই বেতনই দেওয়া হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হল সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৬—১৮ বছরের কর্মীদের দিনে ছ'ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা হয়েছে।

উৎপাদন ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয় (এতেই তিন-চতুর্থ ভাগ সময় ব্যয় করা হয়), সাধারণ শিক্ষা ও সাধারণ শিল্পশিক্ষা এই সব বিষয়গুলি ট্রেড ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রদের শরীরচর্চার জন্য দিনের বিশেষ একটি সময় নির্দিষ্ট করা আছে। বিদ্যালয়ের কাজ ছ'ঘণ্টা চলে, তাত্ত্বিক ও উৎপাদন বিষয়গুলি পালা করে শেখানো হয়। উৎপাদন বিষয়ে দক্ষতা লাভের জন্য বিদ্যালয়ের কারখানাঘরে এবং যে প্রতিষ্ঠান ঐ বিদ্যালয় পরিচালনা করছে বাধ্যতামূলকভাবে সেই প্রতিষ্ঠানের কারখানাঘরেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয়ে স্নাতকদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে পরীক্ষা পাশ করতে হয়।

ট্রেড ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করা হয়। যেমন বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি বিষয়ে বক্তৃতা; কণ্ঠ ও বাদ্য সঙ্গীতের চক্র এবং অপেশাদারী নাটক অভিনয়াদি। এই সব বিদ্যালয়ে এ্যাথলেটিক দল আছে। দলগুলি নিখিল ইউনিয়ন 'লেবার রিজার্ভস' স্বেচ্ছাকৃতক্রীড়া সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। ছাত্রছাত্রীদের অপেশাদারী শিল্পকলা নিয়মিত প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত থাকে। এই সব কাজে বিদ্যালয়গুলির কমসমোল সঙ্ঘ প্রধান অংশগ্রহণ করে।

লেবাব বিজার্ভসেব বিদ্যালযেব ছাত্রছাত্রীদেব শ্রম ও চাৰুশিল্প প্রচেষ্টাব একটি স্থাযী প্রদর্শনী মস্কোতে আছে। প্রদর্শনীটি ছাত্রছাত্রীদেব আগ্রহ ও উৎসাহ এবং কলাচাতুর্যেব বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধিব সাক্ষ্য দেয।



১৯ নং রেল কৃষি বিদ্যালযেব ছাত্রবা ট্রাক্টব-ইঞ্জিন পযবেক্ষণ কবছে।

ট্রেড ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক বিদ্যালযেব বহু স্নাতক কর্মজীবনে প্রবেশ কবেও তৰুণ শ্রমিক, কর্মী ও কৃষক সান্ধ্য বিদ্যালযে সাধাবণ পডাশুনা চালিযে যায। এই সব বিদ্যালয থেকে পাশ কবে বেবলে, স্নাতকবা নিজ নিজ বিশেষ বিষযে এ সব বিষযেব বিশেষ মাধ্যমিক বা উচ্চ বিদ্যালযেব বিভাগ ও ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হওযাব সময কতগুলি সুবিধা পায।

১৯৫৪ সালে লেবাব বিজার্ভসেব ব্যবস্থাব নতুন ধবনেব বৃত্তিমূলক বিদ্যালয—টেকনিকাল ইস্কুল—স্থাপিত হয়। এই ইস্কুলেব পঠনকাল ছয মাস থেকে দুই বছব পর্যন্ত।

খুব অল্প সময়ে এই সব ইস্কুলগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্নাতকদের জটিল যন্ত্রপাতি চালনের কাজে বিশেষ পটু করে তোলে। এই ইস্কুলগুলি জুনিয়র শ্রমশিল্পকর্মীও তৈরী করে দেয়। যেমন, ধাতুবিদ্যাগত শিল্পের জন্য টেকনিকাল ইস্কুলগুলি রোলিং মিল পরিচালক এবং ধাতু ও কোক্ উৎপাদনের জন্য বিশেষ শিল্পকর্মী তৈরী করে, তৈল ও রাসায়নিক শিল্পের কাজের জন্য নল পোঁতার জন্য মিস্ত্রী, তৈল পরিশোধনকারীদের সহকারী এবং কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতিকরণ ও বেতার সংস্থাপন ল্যাবরেটরীর সহকর্মীও ঐ সব টেকনিকাল ইস্কুলগুলি তৈরী করে। টেকনিকাল ইস্কুল কৃষি ল্যাবরেটরীর জন্য তড়িৎবিদ এবং ল্যাবরেটরীর সহকর্মী, মেশিন ও ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলিব জন্য বেতার কারিগর তৈরী করে।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ২০০টিরও বেশী সহরে এবং মজুর বস্তিতে ৪৪০টি টেকনিকাল ইস্কুল ছিল। অদূর ভবিষ্যতে এই জাতীয় ইস্কুলের সংখ্যা আরও বাড়বে।

টেকনিকাল ইস্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয়। ভর্তি হওয়ার সময় প্রবেশিকা পরীক্ষা ছাড়াই ছাত্রছাত্রী নেওয়া হয়। এই সব বিদ্যালয়েব যে সব ছাত্রছাত্রীরা সাধারণভাবে পড়াশুনায় ভালো বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের মতই তাদের বৃত্তি দেওয়া হয়। সহরের বাইরে থেকে যে সব ছাত্রছাত্রী আসে তারা বিনা খরচে ছাত্রনিবাসে থাকে।

টেকনিকাল ইস্কুলের স্নাতকদের মধ্যে যারা সব বিষয় 'চমৎকার' নম্বর পেয়ে পাশ করে তারা কাজ করতে করতে ইচ্ছে করলেই সান্ধ্য প্রতিষ্ঠান বা পত্রাদি মারফৎ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা চালাতে পারে। স্নাতকদের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সময় প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়, এই পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক নয়।

এই সব ইস্কুলের পাঠ্যক্রমের মধ্যে প্রধানত ইস্কুলের কারখানায় উৎপাদন শিক্ষণ ও সেই সঙ্গে সরাসরি কলকারখানায় ব্যবহারিক কাজের ব্যবস্থা আছে।

লেবার রিজার্ভসের কেন্দ্রীয় পরিচালনের বিদ্যালয়গুলি ১৯৪০—৫৬ সালের মধ্যে বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে নিপুণ কর্মী করে তুলতে



সভের্দলোভ্স্ক টেকনিকাল ইস্কুলের ছাত্ররা।

পেরেছে। এই সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়গুলি ১ কোটি ১০ লক্ষেরও বেশী বিশেষজ্ঞ পাঠায় নানা কৃষি ও শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানে, পরিবহন এবং গৃহনির্মাণ কাজে।

৭৫ লক্ষেরও বেশী মজুর ও বিভিন্ন দপ্তরে নিযুক্ত কর্মী প্রতি বছর ব্যক্তিগত বা দলগত ভাবে, কোন বিশেষ পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে বা সরাসরি কলকারখানায় নতুন শ্রমশিল্প শিক্ষা করে বা নিজ নিজ কর্মদক্ষতার উন্নতি বিধান করে।

লেবার রিজার্ভসের ব্যবস্থার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষি যন্ত্রিকরণ কর্মীদের ১৯৫৩ সালে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। গত তিন বছরের মধ্যে

৮৮৩ হাজার জন যান্ত্রিক শিক্ষা লাভ করে, এবং তাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় খামার, মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনে পাঠানো হয়।

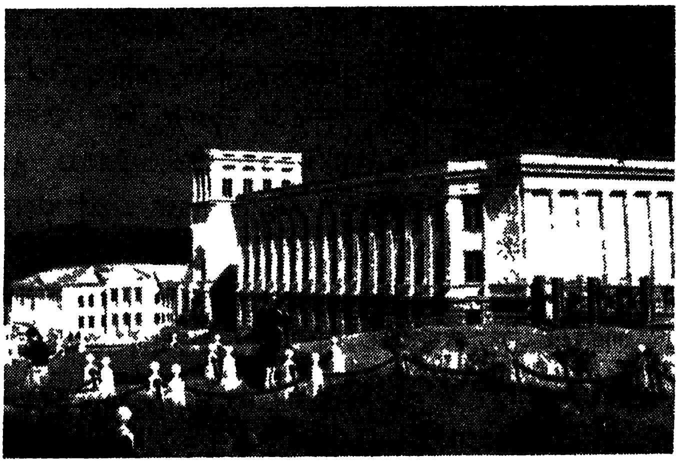
পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে কর্মীশিক্ষণ পদ্ধতির বিশেষ উন্নতি ঘটে। কয়েক গত বছরে লেবার রিজার্ভসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কাবিগরী বিষয়ের সংখ্যা ২৫০ থেকে ৬০০য় বাড়িয়ে আরও সম্পূর্ণভাবে জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা মেটাতে থাকে। অল্পবয়সী কর্মীদের শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বহু নতুন উপায় অবলম্বন করা হয়। সমস্ত কারিগরী ও বিশেষ বিষয়গুলির শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়, ৩০০টিরও বেশী পাঠ্যপুস্তক ও সারগ্রন্থ প্রকাশ করা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রমশিল্প-সুবিধার ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন শ্রমশিল্প সংস্থা থেকে এই সব বিদ্যালয়গুলি নতুন নতুন যন্ত্রপাতি পেয়েছে, তাছাড়া নিজেরাও প্রস্তুত করেছে।

বিশেষ লক্ষণীয় হল এই যে, কারখানায় উৎপাদন শিক্ষণ লাভ কালে ট্রেড, রেলওয়ে ও খনি বিদ্যালয়ের ছাত্ররা জাতীয় অর্থনীতির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বহু মূল্যবান সাজসরঞ্জাম তৈরী করে। তদুপরি শ্রমশিল্প সংস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ কালে যথেষ্ট পরিমাণ কাজ করে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে টেকনিকাল ইস্কুলগুলিতে মোট ৫৫০ হাজার জন সম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অতি নিপুণ কর্মী তৈরী করা হবে। ট্রেড, রেলওযে, খনি ও নির্মাণ বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ১৭ লক্ষ অল্পবয়সী কর্মী শিক্ষা লাভ করবে। কৃষি যন্ত্রিকরণ বিদ্যালয়ে ১০ লক্ষেরও বেশী যান্ত্রিক বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় খামার এবং মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনে কাজ করার উপযোগী হয়ে উঠবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বৃত্তিমূলক শিক্ষণ ও নতুন নতুন যন্ত্রের প্রচলন এক সঙ্গেই অগ্রসর হচ্ছে। এই কারণে বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষণের তালিকা অনবরত বদল করা হচ্ছে। ফলে পুরনো যন্ত্রপাতির সঙ্গে জড়িত যেসব বৃত্তি সেগুলি সম্পূর্ণ বাতিল করে তার পরিবর্তে জাতীয় অর্থনৈতিক

উন্নতির উপযোগী নতুন যন্ত্র সংক্রান্ত নানা নতুন ধবনেব বৃত্তিশিক্ষাব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উদাহবণ স্বরূপ, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে বাষ্পীযশকটেব সহকাবী ইঞ্জিনচালক ও বাষ্পীযশকট মেরামতী ফিটাবের শিক্ষণ বন্ধ কবাব প্রস্তাব কবা হযেছে, কাবণ বাষ্পীয়শকটের পরিবর্তে



খনি ও ভূবিদ্যাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাগাদান।

রেলওয়েতে ব্যাপকভাবে বিজলী ও মোটর চালিত শকট চালু কবা হচ্ছে। সোভিযেত ইউনিযনে প্রচুর সংখ্যক জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ স্টেশন গঠনেব ফলে এখন সব স্টেশনে কাজ করার জন্য আরও অনেক উপযুক্ত অতি নিপুণ কর্মী প্রয়োজন।

কৃষিতে বিভিন্ন ছোটখাট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী করার কাজ দ্রুতগতিতে কমিয়ে দেওযা হচ্ছে। তাব বদলে, কৃষি যন্ত্রিকরণ বিদ্যালয়ে প্রধানত ট্রাক্টর ও যন্ত্র চালক তৈরী করা হচ্ছে। এরা যে কেবল ট্রাক্টর, ট্রেনিং বা পেণ্ডাণ্ট যন্ত্রাদি চালনা ও মেরামত কাজে পারদর্শী হবে তা নয় ট্রেনিং ও স্বয়ং শস্য কাটা কম্বাইন ও বিশেষ ও শিল্পজাত শস্য কাটা

কম্বাইনের সকল প্রকার ব্যবহার শিখবে। তদুপরি ট্রাক্টর ও যন্ত্র চালক পাঠ্যক্রমের মধ্যেই শ্রম লাঘবের জন্য পশুপালনবিধির ক্ষেত্রে যন্ত্রিকরণের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ব্যাপকভাবে বিদ্যালয়গৃহ, কাবখানা, ছাত্রাবাসের নির্মাণকাজ চালানো হচ্ছে। সোভিযেত ইউনিযনেব কেন্দ্র পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে এগুলি সংস্থাপিত হচ্ছে। ১০০ কোটিরও বেশী রুবল এই খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন মন্ত্রক ও বিভাগেব নিজ নিজ ব্যয়ে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু নতুন গৃহ নির্মাণ করা হবে।

লেবার রিজার্ভসের বিদ্যালয়গুলি সোভিযেত যুবমহলে খুবই প্রিয়। ১৯৫৭ সালে ট্রেড, রেলওযে ও খনি বিদ্যালয়ের প্রতিটি আসনেব জন্য চার পাঁচ করে দরখাস্ত আসে। টেকনিকাল ইস্কুলগুলি ২ লক্ষেরও বেশী দরখাস্ত পায়, অর্থাৎ প্রতিটি আসনের জন্য দুটি কবে দরখাস্ত। কৃষি যন্ত্রিকরণ বিদ্যালয়গুলিতেও বহু দরখাস্ত আসে।

১০ মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১৯৫৬ সালের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনৈতিক কাজে নিযুক্ত ৩,৬২৪ হাজার শিল্পবিদ, কৃষিবিজ্ঞানী, পশুজননবিদ, বনবিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, আইনজ্ঞ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ সকলেই বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাপ্ত ছিলেন। লক্ষ্য রাখার বিষয় হল, এত লোক বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে এখনও জুনিয়র বিশেষজ্ঞের অভাব রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও দ্রুতগতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের শ্রমশিল্প, পরিবহন, কৃষি, শিক্ষণবিজ্ঞান, সঙ্গীত ও বিশেষ বিদ্যালয়ে তৈরী করা হয়। এই বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা সোভিয়েত আমলেই নতুনভাবে

প্রবর্তিত হয়। প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় কেবলমাত্র ২৯৫টি বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ১৯১৪—১৫এর শিক্ষাপর্বে ঐ সকল শিক্ষাযতনে ৪,৯০০টি ছাত্রছাত্রী শিক্ষা লাভ করত।

১৯৫৬—৫৭এর শিক্ষাপর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩,৬৪২টি বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং ছাত্রসংখ্যা মোট ২০১২ হাজাব।

১৯৫৫—৫৬এর শিক্ষাপর্বে শ্রমশিল্প ও নির্মাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮,৪৩,১০০; কৃষি বিদ্যালযে—৩,৩৭,৮০০; শিক্ষা শিল্প ও চলচ্চিত্র বিদ্যালযে—২,৭৮,৭০০ এবং লোকস্বাস্থ্য রক্ষা ও শবীরচর্চা বিদ্যালযে ২,১৫,৯০০ ইত্যাদি।

জারের আমলে অরুশীযদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই অসন্তোষজনক ছিল। ১৯১৭ সালের পূর্বে আজাববাইজানে মোট এগারটি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বৃত্তিমূলক বিদ্যালয ছিল। উজবেকিস্তানে (মুসলমান মৌলবীদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাদ্রাসাগুলি বাদ দিয়ে) মোটে পাঁচটি মাধ্যমিক শিক্ষাযতন: তাশকেন্তে শিক্ষকশিক্ষণ সেমিনারি; সমবখন্দে মদের দ্রব্য, ফসল ও মদপ্রস্তত বিদ্যালয়, বেলওয়ে ও ট্রেড ইস্কুল এবং একটি কৃষি জলশিল্প বিদ্যালয় ছিল।

এখন উজবেকিস্তানে ১০২টি ও আজারবাইজানে ৭৫টি শ্রমশিল্প ও বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া এই দুটি প্রজাতন্ত্রে যথেষ্ট বেশী সংখ্যক ট্রেড, রেলওয়ে, টেকনিকাল ও শ্রমশিল্প শিক্ষানবিশীর অন্যান্য বিদ্যালয় আছে।

সোভিয়েত বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৪ থেকে ৩০ বছর বয়স অবধি ছাত্র নেওয়া হয়। তাদের সাত-সালা শিক্ষা সমাপ্ত করা আবশ্যক। বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়।

বেশীর ভাগ মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাল চার বছর, অন্যগুলির আইন ও চিকিৎসা বিদ্যালয়ের মতন তিন বছরের শিক্ষাকাল।

এই সময় বিশেষ বিষয়টি ব্যতীত বিদ্যালয়ে অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে — সাহিত্য, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, জীববিদ্যা ইত্যাদি। এই ভাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের সমান করে দেওয়া হয়। শিক্ষার সময় ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

ছাত্রদের বিদ্যালয়ের কারখানায় ও ল্যাবরেটরীতে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রমশিল্প, পরিবহন, কৃষি, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ছাত্রেরা নিজ নিজ বিশেষ বিষয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজ করে থাকে।

পাঠ্যক্রম শেষ হবার পর ডিপ্লোমার কাজ পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা সরকারী পরীক্ষক কমিশনের সামনে সরকারী পরীক্ষা দেয়।

শ্রমশিল্প, শিক্ষণবিজ্ঞান ও অন্যান্য মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের স্নাতকরা নিজ নিজ বিশেষ বিভাগে অন্তত তিন বছর কাজ করার পর ইচ্ছা হলে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে।

প্রত্যেকটি বিষয় 'চমৎকার' নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের শতকরা ৫ জন সোজা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে পারে। যারা সাধারণভাবে পড়াশুনায় ভালো এমন ছাত্রছাত্রীরা সরকারী বৃত্তি পায়। সহরের বাইরে থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

কাজ করতে করতে পত্রাদি মারফৎ বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা দেবার বিদ্যালয় ও ঐ সব বিদ্যালয়ের সান্ধ্য বিভাগগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নে অতি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯৫৬—৫৭এর শিক্ষাপর্বে ৪১টি পত্রাদি মারফৎ বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষালাভের বিদ্যালয় ছিল, আর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৫ লক্ষ ১০ হাজার।

১৯৪০ সালের তুলনায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে সান্ধ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা পাঁচগুণ বেড়ে যায়। এখন ১ হাজারটিরও বেশী

বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সান্ধ্য বিভাগে ও ফ্যাকাল্টিতে শিক্ষা প্রদান করা হয়। কেবলমাত্র ১৯৫৬ সালেই দূর প্রাচ্যে, সাইবেরিয়ায় এবং সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় ৯টি সান্ধ্য বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১১টি সান্ধ্য বিভাগ ও ফ্যাকাল্টি খোলা হয়।

বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দিনের বেলার পাঠকালে ৩৪৯টি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওযা হয়। সান্ধ্য পর্যায়ে মোট ১৫০টি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সান্ধ্য পর্যায়ে বিশেষ শিক্ষাব বিষয় অনবরত বেড়েই চলেছে।

সম্প্রতি কর্মরত ছাত্রদলের মধ্যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ম্যাট্রিকুলেশন মানপত্র লাভ করে শ্রমশিল্প সংস্থায় যোগ দেয় ও সাফল্যের সঙ্গে বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও পড়াশুনা চালিয়ে যায়। পড়ার সময় উৎপাদন ও যন্ত্রপাতি প্রয়োগবিদ্যা ও সংগঠন সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তাদের সাহায্য করে।

পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ বিদ্যালয় ও বিশেষ মাধ্যমিক সান্ধ্য বিদ্যালয়গুলি বয়স বিচার না করে, কেবলমাত্র যারা নিজেদের বিষয়ের কাজে নিযুক্ত এমন ছাত্র গ্রহণ করে। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য সাত-সালা বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করা আবশ্যক।

সম্প্রতি এক নতুন ধরনের মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক (বিশেষ) বিদ্যালয় সোভিয়েত ইউনিয়নে স্থাপিত হযেছে। সেখানে পঠনকাল ২০ থেকে ৩০ মাস। তাছাড়া বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশেষ ছাত্রদল সৃষ্টি করা হয়। এই দলের চালু পাঠ্যক্রমও সংক্ষিপ্ততর। এই সকল বিদ্যালয়ে সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্নাতকরা ভর্তি হতে পারে। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের প্রধান হল বৃত্তিশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বিষয় পাঠ এবং বিদ্যালয় ও শ্রমশিল্পকেন্দ্রে উৎপাদনের ব্যবহারিক অভ্যাস লাভ।

বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা লাভের সুযোগসুবিধা ক্রমাগত উন্নততর করা হচ্ছে। যেমন মেরুবৃত্তের ওপারে নরিলস্ক খনি ও ধাতুবিদ্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১,৭00টি ছাত্র এখন সম্প্রতি নির্মিত নতুন ছতলা ভবনে পড়াশুনা করে। বিদ্যালয়ে সুসজ্জিত পড়ার ঘর, যন্ত্রপাতি সজ্জিত ল্যাবরেটরী, কারখানা সবই আছে। ছাত্ররা আরামদায়ক ছাত্রাবাসে থাকে। ১৯৫৫—৫৬এর শিক্ষাপর্বে মিয়াস মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের চারতলা ভবন ও ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ভবন স্থাপিত হয় মাগাদান মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ে। মনচেগরস্ক্ খনি ও ধাতুবিদ্যা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, ধাতুশিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ধাতুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ তৈরী করা হচ্ছে। বিদ্যালয়টি কোলা উপদ্বীপে অবস্থিত। সম্প্রতি বিদ্যালয়টি নিজের একটি তিনতলা নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা ব্যবস্থা আরও ব্যপকতর হচ্ছে। ফলে প্রত্যেকটি উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের (ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিজ্ঞানী ইত্যাদি) পিছু তিনটি বা চারটি করে জুনিয়র বিশেষজ্ঞ থাকবে।

১৯৫৬—১৯৬০এর মধ্যে জুনিয়র বিশেষজ্ঞ তৈরী পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে পত্রাদি শিক্ষণ বিদ্যালয় ও সান্ধ্য বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা আরও বাড়াতে হবে। দেশের সুদূর শ্রমশিল্প এলাকায় পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ বিদ্যালয় ও সান্ধ্য বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে উন্নতি করা হবে।

মাধ্যমিক বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়গুলি নির্মাণ ও শিক্ষা সহায়ক সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য খরচ আরো বাড়ানো হয়েছে। দেশের পূর্ব এলাকায় পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় খরচের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে এবং সমগ্র দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ের অর্ধেক টাকা এই খাতে ব্যয় দেওয়া হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে।

১১ উচ্চশিক্ষা

লোকশিক্ষার শেষ পর্যায়ে পড়ে উচ্চ শিক্ষায়তনগুলি।

সোভিয়েত উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয় গত চল্লিশ বছরের অস্তিত্বের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির রূপপরিবর্তন এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কারের ফলে জটিল পথ পার হয়ে এসেছে।

১৯১৪—১৫এর শিক্ষাপর্বে প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় মাত্র ১০৫টি উচ্চ শিক্ষায়তন ছিল, এগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,২৭,৪০০। শিক্ষায়তনগুলি প্রধানত রাশিয়ার মধ্যদেশের কুড়িটি বড় সহরেই অবস্থিত ছিল। উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণের বিরাট অঞ্চলে একটিও উচ্চ শিক্ষায়তন ছিল না।

১৯১৯ সালের অষ্টম কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির যে কার্যসূচী গৃহীত হয়, তাতে যারা চায় তাদের জন্য, বিশেষ করে শ্রমিকদের জন্য, উচ্চশিক্ষার সুযোগসুবিধার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়।

উচ্চ শিক্ষায়তনের পুনর্বিন্যাস জন-কমিশার পরিষদের একটি ডিক্রি অনুসারে ১৯১৮ সালে সুরু হয়। ডিক্রিতে উচ্চ শিক্ষায়তনে প্রবেশের নতুন সর্ত নির্দিষ্ট করা হয়। বলা হয়: 'ষোলো বছর বয়স হলে যে কোনো নাগরিক পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সব উচ্চ শিক্ষায়তনে ভর্তি হতে পারবে...।' ডিক্রির ফলে উচ্চ শিক্ষায়তনে প্রবেশের পূর্বতন সব বাধা দূর হয়ে গেল এবং পড়ার জন্য মাইনে দেওয়ার ব্যবস্থাও রহিত হয়ে গেল।

বিনা পয়সায় পড়াশুনা, শ্রমিক ও কৃষকদের ছেলেমেয়েদের জন্য রাষ্ট্রীয় বৃত্তির ব্যবস্থা সোভিয়েত উচ্চ শিক্ষায়তনের বিকাশের সর্বপ্রধান ঘটনা। এর ফলে চাষী ও মজুর শ্রেণীর লোকেদের পক্ষে সত্যি সত্যিই উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব হয়েছে। ১৯২৩—২৪এর শিক্ষাপর্বে শতকরা ১৪·৩ জন ছাত্র ছিল মজুর সন্তান; দশ বছর পরে সে সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৫০ ভাগ, কোনো কোনো উচ্চ শ্রমশিল্প বিদ্যালয়ে শতকরা

৮০তে পর্যন্ত উঠেছিল। প্রতি বছরে উচ্চ শিক্ষায়তনে কৃষক যুবকদের সংখ্যা বেড়েই চলল।

উচ্চ শিক্ষায়তনের জন্য অল্পবয়সী শ্রমিক ও কৃষকদের প্রস্তুত করায় শ্রমিকদের ফ্যাকাল্টিগুলি খুবই প্রয়োজনীয় কাজ করে।

এ কাজ গড়ে উঠছে অনেক অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায়, তাঁরা সোভিয়েত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম থেকেই নিঃস্বার্থভাবে জনগণের সেবা করে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম করলেই যথেষ্ট হবে : ক. আ. তিমিরিয়াজেভ, ই. প. পাভ্‌লভ, আ.প. কার্পিনস্কি, অ.ইয়ে.ফের্সমান, ন.ইয়ে.জুকভ্‌স্কি এবং আ.ন.ক্রীলোভ। অবশ্য, কয়েকজন পুরনো বৈজ্ঞানিক উচ্চ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থায় সোভিয়েত সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিকদের সোভিয়েত ক্ষমতার অনুরাগী করার জন্য সরকার সব প্রচেষ্টাই করেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও উচ্চ শিক্ষায়তনে স্বাভাবিকভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় সুযোগসুবিধা দেন।

উচ্চ শিক্ষায়তনের অধ্যাপক এবং শিক্ষকদের জ্ঞান উন্নয়নের জন্য ১৯২১ সালে শিক্ষকদের সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রায়ে 'লাল অধ্যাপনার ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানকর্মীদের জন্যও ১৯২১ সালে স্নাতকোত্তর পাঠ্যধারার ব্যবস্থা করা হয়। ব্যবস্থাটি উচ্চ শিক্ষায়তন-গুলিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানপ্রাপ্ত কর্মী ও শিক্ষক জোগানোর ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করে।

সোভিয়েত আমলে উচ্চ শিক্ষায়তনগুলি পুনর্গঠনের ফলে সাধারণ শ্রমশিল্প বিষয়ক ও বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা প্রদাননীতির উন্নতি ঘটে। প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞদের শিক্ষার জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে যে অসঙ্গতি ছিল, সেটি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা হয়। নতুন পাঠ্যপদ্ধতিতে শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানে ও কৃষিকাজে ছাত্রছাত্রীদের অবিরত হাতে কলমে কাজের ব্যবস্থা করা হয়, উচ্চ

শিক্ষায়তন থেকে পাশ করে ছাত্রদের ডিপ্লোমার কাজ কিংবা পরিকল্পনা পেশ করতে হয়। মূল বিষয়গুলির উপর শিক্ষায়তনে প্রবেশকালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়া হয়।



কণ্ডিশন্‌ড্ রিফ্লেক্সেব চর্চা, কাজান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

উচ্চ শিক্ষায়তন এবং সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক ইনস্টিটিউটগুলি এখন শ্রমশিল্প, কৃষি, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য অতি নিপুণ কর্মী তৈরী করে চলেছে।

১৯১৪—১৫এর শিক্ষাপর্বের তুলনায় (সোভিয়েত ইউনিয়নেব বর্তমান সীমার মধ্যে) উচ্চ শিক্ষায়তনের সংখ্যা বেড়ে ১০৫ থেকে ৭৬৭টি এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১,২৭,৪০০ থেকে বেড়ে ২০,০১,০০০ হয়েছে। ১৯৫৫—৫৬এর শিক্ষাপর্বে ৫,৫০,৬০০ জন ছাত্র

।মশিল্প ও নির্মাণ উচ্চ বিদ্যালয়ে, ৯৯,০০০ জন পরিবহন ও সমাযোজন শিক্ষালয়ে, ১,৯৫,৯০০ জন কৃষি শিক্ষায়তনে, ১,০৬,৭০০ জন আইন ও অর্থনীতি উচ্চ শিক্ষায়তনে শিক্ষা লাভ করে। ১৯৫৬ সালে উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতে মোট ৪,৫৮,৭০০ জন ছাত্র গ্রহণ করা হয়, অর্থাৎ ১৯৫০এর তুলনায় ১,০৯,৬০০ জন বেশী।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে সোভিয়েত উচ্চ শিক্ষায়তনগুলি ১২,০০,০০০ জনেরও বেশী বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাদান করেছে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় শতকরা ৭২ ভাগ বেশী; ১৯৫৬ সালে ২৬০,০০০ বিশেষজ্ঞ শিক্ষা সমাপ্ত করে স্নাতক হয়েছে।

সোভিয়েত অর্থনীতির সব বিভাগে ১৯৫৬ সালের শেষে ২৬,৩৩,০০০ জন বেশী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন ৩৫টি রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলির মধ্যে ২৩টিই সোভিয়েত আমলে স্থাপিত। কিরগিজীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ফ্রুনজে সহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে এখন বলা যেতে পারে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রেরই নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

মস্কো ম. ভ. লমনোসভের নামে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বৃহত্তম সোভিয়েত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান; এটি ১৭৫৫এ স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালে এর ১২টি ফ্যাকাল্টিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ১৫,৫০০ (পত্রাদি মারফৎ শিক্ষা লাভ করছে এমন ছাত্রদের বাদ দিয়ে)। সোভিয়েত ইউনিয়ন সকল জাতির ও বিদেশের ছাত্রছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১০টি চেয়ারে শিক্ষক ও বিজ্ঞানীকর্মীদের সংখ্যা ২,৫০০ জন, তাদের মধ্যে ৮৯ জন আকাদেমীশ্যান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানপরিষদের করেসপণ্ডিং মেম্বার। ১৯৫২ সালে একটি নতুন বিরাট প্রাসাদতুল্য বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়, এই অট্টালিকায় ১৪৮টি পড়ার ঘর, ১ হাজারেরও বেশী ল্যাবরেটরী, ছাত্র ও স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রদের জন্য প্রায় ৬০০০টি ঘর ও অধ্যাপকদের জন্য বাসগৃহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।



দেশের একমাত্র শিকারবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা তাদের প্র্যাকটিকাল কাজে জন্তুর পায়ের ছাপের মাপ নিচ্ছে। ইর্কুৎস্ক কৃষি বিদ্যালয়।

সান্ধ্য বিদ্যালয় ও পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ বিদ্যালয়গুলি বিশেষজ্ঞ তৈরীর (কাজ করতে করতে যাঁরা পড়েন) কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে ২২টি পত্রাদি মারফৎ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ উচ্চ শিক্ষায়তনের ৬০০টি সান্ধ্যশিক্ষা ও পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ ফ্যাকাল্টি ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিজ্ঞানী, শিক্ষক ও অন্যান্য কাজে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ তৈরীর কাজ করে চলেছে। এই ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। কেবলমাত্র পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালেই প্রায় ১০০টি সান্ধ্যশিক্ষা ও পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ ফ্যাকাল্টি ও বিভাগ খোলা হয়। কমসমোল্স্ক-অন-আমুর, পের্ম ইত্যাদি সহরে নতুন সান্ধ্য উচ্চ বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। কাজ করতে করতে পড়ে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪,২৭,০০০ থেকে ৭,২৩,১০০ হয়েছে, অর্থাৎ সমগ্র উচ্চ শিক্ষায়তনের ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে সান্ধ্য শিক্ষায়তন ও পত্রাদি মারফৎ উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয়গুলি মোট ২,৬০,০০০ জনেরও বেশী বিশেষজ্ঞ তৈরী করেছে, অর্থাৎ পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তুলনায় ২.৭ গুণ বেশী।

উচ্চশিক্ষা এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সব জাতির পক্ষে সহজ লভ্য হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ২২৫টি সহরে আজ উচ্চ শিক্ষায়তন আছে। বেলোরুশিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার সমস্ত প্রজাতন্ত্রে সোভিয়েত আমলেই প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৫৬–৫৭এর শিক্ষাপর্বে বেলোরুশিয়ার ২৪টি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫২,৩০০ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করছিল। আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রে ১৫টি উচ্চ শিক্ষায়তনে এখন ছাত্রসংখ্যা ৩৪,৬০০। সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার উজবেকিস্তান, কিরগিজিয়া, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানে ১৯৫৬–৫৭এর শিক্ষাপর্বে ৫৫টি উচ্চ শিক্ষায়তন চালু করা হয়। সেখানে মোট ১,১৫,৬০০ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করছে।



ইংরেজীতে দেওয়ালপত্র বেরচ্ছে। মোলদাভীয় শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ বিদ্যালয়, কিশিনেভ।

উরাল, সাইবেরিয়া, দূরপ্রাচ্য ও কাজাখস্তানে শ্রমশিল্প ও কৃষির উন্নতির ফলে ঐ সব এলাকায় বিশেষজ্ঞদের শিক্ষার জরুরী চাহিদা দেখা দিয়েছে। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্বাঞ্চলে ২০০টিরও বেশী উচ্চ শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছে, যেখানে ১৯১৪ সালে ছিল মাত্র চারটি। পূর্বাঞ্চলে কেবলমাত্র পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালেই ২৫টি নতুন উচ্চ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে পূর্বাঞ্চলের উচ্চ শিক্ষায়তনগুলি থেকে ৪৯,০০০ বিশেষজ্ঞ পাশ করে বেরিয়েছে।

চুক্‌চি, এসকিমো ও একদা রাশিয়ার অনুন্নত সব জাতি, যাদের আগে কোন লিখিত ভাষা পর্যন্ত ছিল না, তারাও এখন উচ্চ শিক্ষায়তনে অনায়াসে প্রবেশ করছে। উত্তরাঞ্চলের অধিবাসীদের ইনস্টিটিউট (অধুনা লেনিনগ্রাদ গেৎ´সেন শিক্ষণবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের ফ্যাকাল্টি) এবং অন্যান্য শিক্ষণবিজ্ঞান, নানা বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভাগ সোভিয়েত ইউনিয়নে স্থাপিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরের ২২টি জাতির প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঐ সব শিক্ষায়তনে বিশেষজ্ঞ তৈরী করা হচ্ছে।

প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় খুব অল্প সংখ্যক নারীই শিক্ষা লাভ করত। সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীর উচ্চ শিক্ষার কোন বাধাই নেই। খাদ্যশিল্প উচ্চ শিক্ষায়তনের মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগই মেয়ে। লঘু ও বয়নশিল্প শিক্ষায়তনে শতকরা ৭৪˙৫ ভাগ, চিকিৎসা বিদ্যালয়ে শতকরা ৭১ ভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষণবিজ্ঞান উচ্চ বিদ্যালয়ে শতকরা ৬৭ ভাগ মেয়ে। অন্যান্য উচ্চ শিক্ষায়তনে মেয়েদের সংখ্যা হল: নির্মাণ উচ্চ বিদ্যালয়ে শতকরা ৪০ ভাগ, কৃষি বিদ্যালয়ে শতকরা ৩৭ ভাগ, ধাতুশিল্প বিশেষজ্ঞ বিদ্যালয়ে (রোলিং মিল, লোহা ঢালাই বা গালাই কাজ, ব্লাস্ট ফারনেস) শতকরা ৩১ ভাগেরও বেশী, ভূতত্ত্ব বিদ্যালয়ে শতকরা ৩১ ভাগ, যন্ত্রনির্মাণ বিদ্যালয়ে শতকরা ২৩ ভাগ, খনি (কয়লা, তেল, ধাতু) বিদ্যালয়ে শতকরা ১৬˙৫ ভাগ ইত্যাদি। এর মধ্যে লক্ষ্য

করার হল যে ১৯২৮—২৯এর শিক্ষাপর্বে উচ্চ শিক্ষায়তনের মোট ছাত্রসংখ্যার মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ ছিল মেয়ে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশেষ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চ বিদ্যালয়, আকাদেমী নামে অভিহিত। সাধারণত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে বিভক্ত। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ শিক্ষায়তনগুলিতে আট থেকে দশটি পর্যন্ত ফ্যাকাল্টি।

এই বিদ্যালয়গুলিতে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করা হয়। সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বা বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্নাতকরা এই সব উচ্চ শিক্ষায়তনে ভর্তি হতে পারে। ভর্তি হওয়ার সময় একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়। যে ব্যক্তি দু'বছর কাজ করেছে সে ভর্তি হওয়ার সময় সুবিধা পায়।

সমাজরাজনীতি, সাধারণ বিজ্ঞান, সাধারণ শ্রমশিল্প ও বিশেষ বিষয়গুলি উচ্চ শিক্ষায়তনের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষায়তন অনুসারে প্রতি বিষয়ের শিক্ষাকাল বিভিন্ন।

বক্তৃতা, আলোচনা সভা, ল্যাবরেটরীর কাজ, বার্ষিক পেপার ও ডিপ্লোমার কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠ্যক্রমে উৎপাদন চর্চার জন্য যথেষ্ট সময় নির্দিষ্ট থাকে, কোন কোন শিক্ষায়তনে এই সময় ১২ থেকে ৫২ সপ্তাহ পর্যন্ত। উচ্চ শিক্ষায়তনগুলির নিজস্ব উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সম্বলিত ল্যাবরেটরী, গবেষণা ক্ষেত্র থাকে। এতদ্ব্যতীত শিক্ষায়তনগুলি বিভিন্ন শ্রমশিল্প ও কৃষি সংস্থার সঙ্গেও জড়িত।

স্বাধীনভাবে ছাত্রদের কাজ করার যে সব বিষয় আছে তার মধ্যে পড়ে বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা ও নিজ পছন্দ মত বিষয়ে তার গৃহীত জ্ঞান আরও গভীর করার জন্য নানা ফ্যাকাল্টির বিভিন্ন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করা। তাছাড়াও এর জন্য মৌলিক রচনাবলী, পাঠ্যপুস্তক, সারগ্রন্থ অধ্যয়ন করা, লেখার কাজ, ল্যাবরেটরীর কাজ, বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন ইত্যাদিও পড়ে। কোন কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানচক্র ও সমিতি আছে। শ্রেষ্ঠ লিখিত কাজের জন্য প্রতিযোগিতা হয়। শিক্ষার্থীদের সেই সব লেখা 'বৈজ্ঞানিক চিঠিপত্র' বা 'রচনাবলী' নামের উচ্চ শিক্ষায়তনের বিজ্ঞানের পত্রিকায় ছাপা হয়ে থাকে। এই ভাবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসাহ ও প্রচেষ্টা সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়।

শিক্ষাপর্ব আরম্ভ হয় ১লা সেপ্টেম্বর। শিক্ষাপর্বটি ছ'মাস ছ'মাস করে দু'ভাগে বিভক্ত। দুটি ছুটি আছে, প্রথমটি ২৫শে জানুয়ারী থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি ১লা জুলাই থেকে ১লা সেপ্টেম্বর অবধি। পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রতি ষাণ্মাসিক পর্বের শেষে তিন বা চার সপ্তাহ থাকে পরখ ও পরীক্ষাদির জন্য।

উচ্চ শিক্ষায়তনের স্নাতকরা রাষ্ট্রীয় পরীক্ষা দেয় অথবা ডিপ্লোমার কাজ পেশ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় পরীক্ষক কমিশন এগুলি বিচার বিবেচনা করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ লক্ষ্য হল ছাত্রছাত্রীদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক শিক্ষা। পার্টি, কমসমোল ও ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘগুলি ছাত্রদের উন্নতির পথে বিশেষ সাহায্য করে, শ্রম বিষয়ে নিয়মানুবর্তিতা শেখায় ও সামাজিক কাজে ও জীবনে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করে।

বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রদের প্রতিদিনের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখে ও সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজ চালায়। বৃহৎ উচ্চ শিক্ষায়তনে ক্লাব আছে। ছাত্রক্রীড়া চক্রগুলি খুবই প্রিয় হয়ে উঠছে।

সোভিয়েত সরকার ছাত্রদের প্রতিদিনের ও বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেন। সাধারণ উন্নতি দেখালে পর এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করে ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হয়। সহরের বাইরের ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। অল্প খরচে খাওয়া যায়, এই জাতীয় ভোজনাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই স্থাপন করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল ছাত্রদের শিক্ষা দেয় না, গবেষণাদির কাজ চালায় ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যধারার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষায়তনের শিক্ষক ও বৈজ্ঞানিকদের শিক্ষাদান করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৫৬ সালে মোট ২৯,৪০০ জন ছাত্রছাত্রী স্নাতকোত্তর পাঠ্যধারা গ্রহণ করেছিল।

সোভিয়েত উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতে বহু সংখ্যক বিজ্ঞানের ডক্টর ও ক্যাণ্ডিডেট, অধ্যাপক ও ডোসেণ্ট কাজ করে। ১৯৫৬ সালে বিজ্ঞানের কাজে ব্যাপৃত ২,৩৯,৯০০ জন কর্মীর মধ্যে ১,৮৫,০০০ জনের বেশী বিজ্ঞানের ডক্টর উপাধিপ্রাপ্ত ও অধ্যাপক সমেত মোট ১,২৫,০০০ জন উচ্চ শিক্ষায়তনে নিযুক্ত ছিল। ১৯১৪ সালে রাশিয়ায় সমস্ত উচ্চ শিক্ষায়তনে বিজ্ঞানের নানা কাজে ব্যাপৃত লোক সংখ্যা ছিল ১০,০০০।

বিজ্ঞানের কাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যা বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে প্রতি বছরেই বেড়ে চলেছে। যেমন, ১৯৫০এর তুলনায় ১৯৫৫ সালে বিজ্ঞানের কাজে নিযুক্ত লোকসংখ্যা সমগ্রভাবে শতকরা ৩৮ ভাগ বেড়ে যায়। তার মধ্যে কিরগিজিযায় ৩ গুণ, তুর্কমেনিয়া ও কারাকালপাক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে ২.৬ গুণ, মোলদাভিয়ায় ২.৪ গুণ, কাবার্দিনিয়ান, তাজিক ও ইয়াকুৎদের মধ্যে দ্বিগুণ বাড়ে।

সোভিয়েত বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলি একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এব বিভিন্ন শাখায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৫৬ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক বছরে একবার ১লা ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও পরীক্ষামূলক পরিকল্প তথ্যগুলি বিবেচনা ও অনুমোদন করে; তথ্যগুলির পরিকল্পনা হয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রকের পরামর্শে। উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতে গবেষণাপ্রসূত ফলাফল জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর পরিকল্পনাও এরা অনুমোদন করে। অন্যান্য যে সব মন্ত্রকের অধীনে

উচ্চ শিক্ষায়তন আছে তাদেরও এ জাতীয় কাজের জন্য দায়ী থাকতে হয়।

জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধি ও উচ্চ শিক্ষায়তনের বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক একটি বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প পরিষদ গঠন করেছেন। সমস্ত গবেষণার কাজ সমন্বিত করার কাজে এই পরিষদ খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করবে। এই পরিষদের কাজ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাগুলির নানা পরিকল্পনা ও তাদেব ফলাফল বিবেচনা করা।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চশিক্ষার আরও উন্নতি হচ্ছে। শ্রমশিল্প, পরিবহন, নির্মাণ ও কৃষি কাজের জন্য উচ্চ শিক্ষায়তনগুলি প্রায় ৬৫০ হাজার জন বিশেষজ্ঞ তৈরী করে দেবে।

সাধারণভাবে বিশেষজ্ঞ তৈরী করার হার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিও দেশের সব জায়গায় সমভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে এবং উরাল, সাইবেরিয়া, দূরপ্রাচ্য ও কাজাখস্তানের উচ্চ শিক্ষায়তনে বিশেষজ্ঞ প্রস্তুতির হার বাড়িয়ে দেওয়া হবে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্বাঞ্চলে যথা, ক্রাসনোয়ার্স্ক, স্তালিনাবাদ, নোভসিবির্‌স্ক, আক্‌মোলিন্‌স্ক, ইরকুত্‌স্ক, খাবারভ্‌স্ক ও অন্যান্য সহরে নতুন উচ্চ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৫৯এর শেষে পূর্বাঞ্চলের মোট ছাত্রসংখ্যা হবে ৫ লক্ষ এবং প্রতি বছর ৮৩ হাজার জন স্নাতক পাশ করে বেরবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও শ্রমশিল্পের নানা ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত কর্মীরা ও যৌথখামারীরা যাতে কাজ করতে করতেও বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পায় সেইজন্য সান্ধ্য বিদ্যালয় ও পত্রাদি মারফৎ শিক্ষার আরও ব্যাপকতর ব্যবস্থা করা হবে।

১৯৫৯এর শেষে সান্ধ্য বিদ্যালয় ও পত্রাদি মারফৎ শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা হবে প্রায় ১০ লক্ষ।

* * *

লোকশিক্ষার জন কমিশার বিখ্যাত শিক্ষণবিজ্ঞানী ও লেখক আ. ভ. লুনাচার্‌স্কি রাশিয়ার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে যে প্রথম ভাষণ দেন অক্টোবর বিপ্লবের জয়ের চারদিন পরে সেটি প্রকাশিত হয়। এই ভাষণে তিনি বলেন: 'আমাদের আদর্শ হল সবার জন্য সমান এবং যথাসম্ভব সর্বোচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।' বিগত চল্লিশ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই আদর্শের দিকে এগোবার চেষ্টা করেছে।

সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বেড়ে উঠেছে। ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে কেবলমাত্র রুশ ফেডারেশনের শিক্ষা মন্ত্রকের অতিথি হয়ে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, বেলজিয়াম, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষ, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, ইউগোশ্লাভিয়া, আলবানিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, বুলগারিয়া, রুমানিয়া ও অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদল এসেছিল। বিদেশী শিক্ষণবিজ্ঞানীরা কিণ্ডারগার্টেন, সাধারণ বিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় ও অন্যান্য সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ অনুধাবন করেন।

সোভিয়েত শিক্ষাকর্মীরা আবার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড, ইউগোশ্লাভিয়া, ভারতবর্ষ, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়ে সেই সব দেশের লোকশিক্ষার মূল নীতিগুলি অধ্যয়ন করে এসেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে লোকশিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণীর প্রদর্শনী জেনেভা, ওয়ারস এবং ভারতবর্ষে পাঠান হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ইউনেস্‌কো, আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্থা এবং আরও অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন।

আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিস্তারিত হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা দেশের সংগঠনমূলক অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয় এবং তার ফলে লোকশিক্ষা প্রসার পায়।

১২ লোকশিক্ষা বিকাশের ভবিষ্যৎ

আগের অধ্যায়গুলিতে লোকশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় ঘটেছে। এ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শুরুতে মাত্র। কিন্তু এরি মধ্যে এ ব্যবস্থার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক শিক্ষা ও সংস্কৃতি লাভ করে সক্রিয়ভাবে সমাজতন্ত্রের সৃষ্টিতে যোগ দিয়েছে।

কিন্তু গত কয়েক বছরে আমাদের দেশ অতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে নতুন একটি স্তরে পেঁৌছিয়েছে—সেটি হল সাম্যবাদী সমাজের ব্যাপক গঠন। এর সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি আমাদের সাধারণ শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি, পিছিয়ে পড়েছে বৃত্তিমূলক ও উচ্চতর বিদ্যালয়গুলি। সাম্যবাদের পথে সুদূর প্রসারী নিশানা হল জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের ১৯৫২—৫৮ এর সাত-সালা পরিকল্পনা।

বিদ্যালয় ও জীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব—এটি ছিল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি। এর অপসারণের জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের একটি ব্যাপক কর্মসূচী সরকার তৈরী করেন। সংবাদপত্রে, শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীর সম্মেলনে, যৌথখামারীদের সভায় অনেক আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে কর্মসূচীটি অনুমোদিত হয়। এরপর 'বিদ্যালয় ও জীবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপন ও সোভিয়েত ইউনিয়নে লোকশিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপকতর বিকাশ সংক্রান্ত বিধিটি' ১৯৫৮এর ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত গ্রহণ করেন। ১৯৫২—৫৮এর শিক্ষাপর্বে বিধিটি চালু হয়ে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে কার্যকরী হবে।

লোকশিক্ষা সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষা ব্যবস্থাকে উৎপাদনী কাজের আরো কাছে আনা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পলিটেকনিকাল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া। এ সূত্রে বিভিন্ন ধরনের

বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে, লোকশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ ও উন্নতি করা হচ্ছে, শিক্ষা সূচী ও পদ্ধতির উন্নতিসাধন করা হচ্ছে। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকশিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু যে আকারগত প্রসার ঘটবে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে গুণগত পরিবর্তন ঘটবে। যেখানে ১৯৫৮তে সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল তিন কোটি, সেখানে ১৯৫৮তে সংখ্যাটি দাঁড়াবে তিন কোটি আশি লক্ষ থেকে চার কোটি পর্যন্ত। একই কালে বোর্ডিং ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা চোদ্দ গুণ বেড়ে যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ব ও মধ্য এশীয় ভাগে ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ওপরের শ্রেণীতে যাতে সেখানকার নানা জাতির মেয়েরা পড়া আরো চালিয়ে যেতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। ১৯৫২—৫৮ সালে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ১৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পাশ করে বেরিয়েছিল, ১৯৫২—৫৮তে সে তুলনায় ২৩ লক্ষ বেরোবে।

সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলিকে যে জরুরী কর্তব্যের ভার শিক্ষা বিধিতে দেওয়া হয়েছে তা হল ছাত্রছাত্রীদের সমাজের দিক দিয়ে ফলপ্রসূ কাজের জন্যে প্রস্তুত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাধারণ ও পলিটেকনিকাল শিক্ষার মান উন্নত করা। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নে কিশোরকিশোরীদের মাধ্যমিক শিক্ষা দুটো পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে সাধারণ ও পলিটেকনিকাল শিক্ষার অসমাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক আট-সালা শিক্ষা (সর্বজনীন বাধ্যতামূলক সাত-সালা শিক্ষার পরিবর্তে) চালু করা হবে। এ পর্যায়ে সর্বজনীন বাধ্যতামূলক আট-সালা শিক্ষার প্রতিশ্রুতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান দ্বারা সুনিশ্চিত হয়েছে।

এ ধরনের বিদ্যালয়ে পলিটেকনিকাল শিক্ষা ও বিজ্ঞানের মূল কথা শেখানো হবে, সঙ্গে সঙ্গে থাকবে সমাজের দিক দিয়ে ফলপ্রসূ নানা কাজে ছাত্রছাত্রীদের যোগ দেবার ব্যাপক কর্মসূচী, যে কাজ তাদের

নাগালের মধ্যে এবং তাদের কাছে চিত্তাকর্ষক। এ ধরনের বিদ্যালয়ে পাঠশেষে পোনেরো ষোলো বছরের সবাই তারা করতে পারে এমন এবং সমাজের দিক দিয়ে ফলপ্রসূ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের পরবর্তী শিক্ষা সংযুক্ত হবে উৎপাদন কাজের সঙ্গে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তাই তিন ধাঁচের বিদ্যালয় থাকবে। আট-সালা বিদ্যালয়ে পাঠশেষে এগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে।

প্রথমটি হল সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক সান্ধ্য (বা কাজের শেষে) বিদ্যালয়; এতে শ্রমশিল্প ও কৃষিতে কার্যরত তরুণতরুণীরা তিন বছর পড়বে (নবম থেকে একাদশ শ্রেণী)। কলকারখানা বা যৌথখামারের কাজ ছেড়ে না দিয়ে এখানে তরুণতরুণীরা তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করে নিজেদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াবে। পড়াশুনোয় ভালো করলে দিনে বা সপ্তাহে অন্যদের তুলনায় তাদের কাজের মাত্রা কমে যাবে।

দ্বিতীয় ধরনের বিদ্যালয় হল সাধারণ মাধ্যমিক ও পলিটেকনিকাল শিক্ষার বিদ্যালয় যাতে শ্রমশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা দেওয়া হবে (নবম থেকে একাদশ শ্রেণী)। এতে তিন বছরের মধ্যে তরুণতরুণীরা মাধ্যমিক শিক্ষা পাবে, জাতীয় অর্থনীতি বা সংস্কৃতির কোনো একটি বিশেষ শাখায় কাজের জন্যে যে পেশাগত জ্ঞানের প্রয়োজন তা রপ্ত করবে বিদ্যালয়ে বা কয়েকটি বিদ্যালয় মিলিয়ে বিশেষ কোনো কর্মশালায়, কাছাকাছি শ্রমশিল্প সংস্থায় তালিম দেবার ও উৎপাদন বিভাগে। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের ক্ষেতে এবং শিক্ষা ও পরীক্ষামূলক খামারে চলবে ছাত্রছাত্রীদের শ্রমশিল্পে তালিম এবং সমাজের দিক দিয়ে ফলপ্রসূ কাজে যোগদান।

সাধারণ শিক্ষার এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি (সহরে ও গ্রামে) ক্রমশ আজকের দশ-সালা বিদ্যালয়গুলির উচ্চতর শ্রেণীগুলির জায়গা নেবে।

তৃতীয় ধাঁচের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে পড়বে বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশেষ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি। এখানে তরুণতরুণীরা

পাবে হয় সাধারণ মাধ্যমিক নয় বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা। পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তিতে বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের বন্দোবস্ত করা হয়, মনে রাখা দরকার যে সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকশিক্ষার নতুন ব্যবস্থায় এদেরো স্থান থাকবে।

আট-সালা বিদ্যালয়ে পাঠশেষে যে সব তরুণতরুণীরা শ্রমশিল্প সংস্থায় যোগ দিতে আসে তাদের জন্যে সহরে ও গ্রামে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এক বছর, দু'বছর না তিন বছর পড়বে— সেটা নির্ভর করবে বিদ্যালয়টি কোন ধাঁচের, তার ওপর। এ সব বিদ্যালয়ের কাজ হবে উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগের জন্যে সুনিপুণ শিক্ষিত কর্মী তৈবী করা, এদের শিক্ষামূলক কার্যকলাপ চলবে নানা সংস্থা, নির্মাণক্ষেত্র, যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে, যেখানে তরুণতরুণীরা গঠনমূলক কাজে নিয়মিতভাবে যোগ দিতে পারে। লেবার রিজার্ভসের কেন্দ্রীয় পরিচালনার শ্রমশিল্প ট্রেনিং বিদ্যালয় ও ট্রেড ইস্কুল, কৃষি যন্ত্রিকরণ বিদ্যালয় এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠিত করা হবে নানা ধরনের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি ইস্কুলে।

বিজ্ঞান ও এঞ্জিনিয়রিং-এর নানা বিভাগে নিজেদের কাজের বিষয়ে গভীর জ্ঞান আছে এমন সম্পূর্ণ চৌকস বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হবে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার ফলে, এ দাবী করে শিক্ষা সংক্রান্ত বিধি। তাছাড়া উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার আরো উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞান ও গবেষণামূলক কাজের তীব্রতা বাড়ানো, শিক্ষকদের বেশী করে তালিম দেওয়া, অর্থনীতি, সংস্কৃতি বা শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যরত বিশেষজ্ঞদের দক্ষতা উন্নত করা এবং শ্রমজীবীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রচার করা।

ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞদের তালিম দেওয়া হবে উৎপাদনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ছাত্রছাত্রীরা যে সব বিভাগ বেছে নেবে তাতে শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক কাজ কী করে মেশানো হবে তার পাকাপাকি ব্যবস্থা নির্ভর করবে উচ্চশিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ধাঁচ, ছাত্রসম্প্রদায়ের গঠন এবং জাতীয় ও স্থানীয় নানা বৈশিষ্ট্যের ওপর। সাক্ষ্য ও পত্রাদি মারফৎ শিক্ষার ব্যাপক বিকাশ যে শুধু নির্দিষ্ট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ঘটবে তা নয়, সরাসরি বৃহৎ শ্রমশিল্প ও কৃষি সংস্থাযও।

নতুন ব্যবস্থার ফলে লোকশিক্ষায় সোভিযেত ইউনিয়ন যে আগামী কয়েক বছ্বেব মধ্যে আবো অনেক এগিযে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।